আমার

1st Prize

শ্রী কালিদাস মৈত্র কে

for general proficiency

A.U. School 8th Class

মহাভারত

প্রদত্ত হইল

তাং ৮.৫.১৫ }
১৩ বঙ্গাব্দ }

শ্রী সুরেশচন্দ্র দত্ত

বিজ্ঞপ্তি

উপাখ্যান-বহুল বিপুল-বিস্তার মহাভারত পাঠ করিয়া কুরু-পাণ্ডবের বৃত্তান্ত স্মরণে রাখা, শুধু বালক নহে, বৃদ্ধের পক্ষেও ক্লেশকর। এই হেতু বালক ও যুবকগণের নিত্য পাঠোপযোগী করিয়া শুধু কুরু-পাণ্ডব কাহিনী সঙ্কলিত হইল।

সঙ্কলন ও মুদ্রণ বিষয়ে যথেষ্ট ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকিবার সম্ভাবনা। সদয়-হৃদয় পাঠকবর্গ তাহা প্রদর্শন করিলে অতিশয় কৃতজ্ঞ হইব।

কলিকাতা,
রথদ্বিতীয়া, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী।

সূচী-পত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা

মহাভারত

আদিপর্ব্ব।

পূর্ব্বকালে চন্দ্রবংশে শান্তনু নামে প্রসিদ্ধ এক রাজা জন্ম গ্রহণকরিয়াছিলেন। তিনি যে রোগীর শরীর দুই হাতে স্পর্শ করিতেন, সেই রোগী সুস্থ হইত এবং যৌবন লাভ করিত। এজন্য তিনি শান্তনু-নাম লাভ করেন। তিনি যে[illegible]ম সুরূপ, তেমনই গুণবান্ ছিলেন; সুতরাং সকলেই রাজা শান্তনুকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, ভালবাসিত। শান্তনু ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

পিতা প্রতীপের আদেশানুসারে শান্তনু শাপভ্রষ্টা গঙ্গাদেবী[illegible] পাণি. গ্রহণকরেন। বিবাহ সময়ে তিনি গঙ্গাদেবীর সহিত এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হ'ন যে, "কখনও গঙ্গাদেবীর পরিচয় জিজ্ঞাসা বা তাঁহার কার্য্যে প্রতিকূলতা করিতে পারিবেন না। [illegible] করিলে গঙ্গা তৎক্ষণাৎ শান্তনুকে পরিত্যাগকরিয়া যা[illegible] বিবাহের পর বহুবর্ষ অতীত হইলে, ক্রমে ক্রমে [illegible]গাগর্ভে শান্তনুর সাত পুত্র জন্ম গ্রহণকরিল। পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া[illegible]

গঙ্গাদেবী তাহাকে লইয়া হাসিতে হাসিতে গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিয়া বলিতেন, "এই তোমার আশা পূর্ণ করিলাম।" এইরূপে সাতপুত্র ক্রমে ক্রমে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। শান্তনু, পত্নীর পরিত্যাগভয়ে তাঁহাকে কিছুই বলিতে সাহসী হইলেন না।

কিয়ৎকাল পর গঙ্গাগর্ভে শান্তনুর আর একটী পুত্র জন্মিল। গঙ্গা তাহাকেও গঙ্গাজলে ফেলিবার আশায় লইয়া চলিলেন। পুত্রশোকাতুর রাজা এবার গঙ্গাকে এইরূপ পুত্রহত্যায় নিবারণ করিলেন এবং তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। তখন গঙ্গা বিবাহকালীন প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া—পুত্রপ্রদান-পূর্ব্বক শান্তনুকে পরিত্যাগকরিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার কালে তিনি বলিলেন, "আমি সুরধুনী গঙ্গা, বশিষ্ঠশাপগ্রস্ত অষ্টবসুর উদ্ধারার্থ নারীরূপ ধারণ ও একে একে তাহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। বসুগণের সাতজন শাপমুক্ত হইয়াছে, অষ্টম বসু তোমার পুত্ররূপে রহিল। ইঁহাকে সাদরে পালন করিবে।" শান্তনু শোক পরিত্যাগকরিয়া, গঙ্গা-দত্ত পুত্রের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পুত্রের নাম রাখা হইল গঙ্গাদত্ত ও দেবব্রত। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ পিতার যত্ন ও শিক্ষায় ক্রমে শাস্ত্র-বিদ্যায় ও ধনুর্বিদ্যায় নিপুণ হইয়া গঙ্গাদত্ত খ্যাতি লাভকরিলেন। ক্রমে বহুবর্ষ অতীত হইল। গঙ্গাদত্ত, যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়া রাজকার্য্যে পিতার সহায়তা করিতে লাগিলেন।

একদা মহারাজ শান্তনু যমুনার তীরবর্ত্তী কোন এক স্থানে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তথাকার বায়ুতে দিব্য সুগন্ধ পাইয়া

তিনি উহার অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, যমুনাকূলে এক পরম রূপবতী ধীবরকন্যা বসিয়া রহিয়াছে, তাহারই গাত্রগন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়াছে। শান্তনু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, "আমার নাম সত্যবতী; আমি দাশরাজের কন্যা। পিতার আদেশে যমুনায় নৌকাবাহন করি।"

গায়ের সুগন্ধে ও মনোমদরূপদর্শনে শান্তনু ঐ কন্যালাভের জন্য দাশরাজসমীপে গমন করিলেন। দাশরাজ, প্রার্থনা শ্রবণ মাত্রই মহারাজ শান্তনুকে কন্যা দানকরিতে চাহিলেন; কিন্তু তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিতে চাহিলেন যে, "সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রই হস্তিনার রাজা হইবে।" মহারাজ শান্তনু কিন্তু, সত্যবাদী, বীর, ধার্ম্মিক, অস্ত্রশস্ত্রনিপুণ ও বিনয়ী দেবব্রতের কথা মনে করিয়া দাশরাজের প্রার্থিত সত্যে আবদ্ধ হইতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি যমুনাতীর হইতে বিষণ্ণবদনে, চিন্তাকুলচিত্তে রাজধানী হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন; অথচ সত্যবতীর কথা ভুলিতে পারিলেন না।

সত্যবতীর চিন্তায় রাজার মুখশ্রী একটু মলিন হইল। দেবব্রত, পিতার এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি, তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। অবশেষে মন্ত্রিমুখে সকল সংবাদ শুনিয়া স্বয়ং সত্যবতীর জন্য দাশরাজের সমীপে গমনকরিলেন; এবং পিতার নিমিত্ত সত্যবতীকে প্রার্থনা করিলেন। [illegible] দেবব্রতের কথা শ্রবণকরিয়া, মহারাজ শান্তনুকে [illegible] কথা বলিয়াছিলেন, পুনরায় দেবব্রতকেও সেই সেই কথাই বলিলেন

দাশরাজের কথা শুনিয়া দেবব্রত বলিলেন, "দাশরাজ! আপনার অভিলাষই পূর্ণ হইবে। সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রই হস্তিনার সিংহাসনে বসিবে।" তদুত্তরে দাশরাজ বলিলেন, "আমি আপনার কথা ঘুণাক্ষরেও অবিশ্বাস করি না। আপনি সত্যবতীর সন্তানের হিংসা করিবেন না, তাহাও সত্য; কিন্তু আপনার পুত্র যে কি করিবে তাহা কিরূপে বুঝিব?"

সত্যধর্ম্মপরায়ণ মহাবীর দেবব্রত দাশরাজের মনোভাব বুঝিলেন; কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি পিতার প্রিয়সাধনের জন্যই তৎক্ষণাৎ—দাশরাজকে কহিলেন, "দাশরাজ! শুনুন, আমি সকলের সাক্ষাতে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি কখনও বিবাহ করিব না; সুতরাং আমার পুত্র সন্তান জন্মিবে না—সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রকেও কেহ হিংসা করিবে না।" সত্যব্রতের এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সত্যব্রত, সত্যবতীসহ হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়া পিতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। দেবব্রত এইরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া "ভীষ্মনাম" লাভকরিলেন—এবং পিতার নিকট হইতে এই বর পাইলেন যে, "ইচ্ছা না করিলে—তাঁহার মৃত্যু হইবে না।"

[illegible] কাল পরে সত্যবতী একে একে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য-নামে দু[illegible] পুত্র প্রসবকরিলেন। বিচিত্রবীর্য্যের বাল্যবয়সেই [illegible] শান্তনু মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। পিতার মৃত্যুর

পর; ভীষ্ম বিমাতা সত্যবতীর অনুমতি লইয়া অনতিবিলম্বে চিত্রাঙ্গদকে হস্তিনার রাজাসনে অভিষিক্ত করিলেন। চিত্রাঙ্গদ, পিতার ন্যায় প্রবলপরাক্রমে রাজ্যশাসন ও ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে চতুর্দ্দিকে হস্তিনাপতি চিত্রাঙ্গদের বীরত্বের খ্যাতি প্রচারিত হইয়া পড়িল। তচ্ছ্রবনে গন্ধর্ব্ব "চিত্রাঙ্গদ", তৎসহ যুদ্ধ করিতে আসিল। কুরুক্ষেত্রে হিরণ্বতী নদীর কূলে, দুই বীরে ক্রমাগত তিন বৎসর ঘোরতর যুদ্ধ হইল; অবশেষে মায়াবী গন্ধর্ব্বহস্তে হস্তিনাপতি চিত্রাঙ্গদ নিহত হইলেন।

চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধে নিহত হইলে, ভীষ্ম অবিলম্বে বালক বিচিত্রবীর্য্যকে পিতৃ-সিংহাসনে বসাইলেন। বালক বিচিত্রবীর্য্য, ভীষ্মদেবের আদেশ গ্রহণকরিয়া যথাবিধি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেলাগিলেন। ভীষ্মদেবও ধর্ম্মানুসারে বিচিত্রবীর্য্যকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিচিত্র-বীর্য্য যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলেন, ভীষ্ম তাঁহার বিবাহের জন্য চেষ্টিত হইলেন। ইতিমধ্যে ভীষ্ম শুনিতে পাইলেন, কাশীরাজের তিন কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন। শ্রবণমাত্র ভীষ্ম-দের মায়ের আদেশ লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। ভীষ্মদেব স্বয়ম্বরসভা হইতে বলপূর্ব্বক কাশীরাজের তিন কন্যাকে গ্রহণ করিলেন। উপস্থিত রাজগণ, কন্যাত্রয়ের উদ্ধারের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া ভীষ্মের নিকট পরাস্ত হইলেন। ভীষ্ম রণে জয়ী হইয়া কন্যাত্রয়সহ হস্তিনাপুরের দিকে যাত্রা করিলেন।

রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তিনি তিন কন্যার সহিত বিচিত্র-বীর্য্যের বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন।

বিবাহের আয়োজন পূর্ণ হইল। কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা 'অম্বা' পূর্ব্বেই শৌভরাজ্যের অধিপতি শাল্বকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কাশীরাজও তাহাতে মত দিয়াছিলেন। এক্ষণে অম্বা ভীষ্মদেবকে সেই কথা বলিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ অম্বাকে শাল্বরাজের নিকট গমন করিতে অনুমতি দিলেন এবং অপর কন্যাদ্বয় অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন। বিবাহের সাত বৎসর পর যক্ষ্মা রোগে বিচিত্রবীর্য্য পরলোক গমনকরিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের এইরূপ অকালমৃত্যুতে ভীষ্মদেব অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইলেন। অম্বিকার গর্ভে অন্ধপুত্র ধৃতরাষ্ট্র এবং অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করিলেন। মহামতি বিদুরও ইঁহাদের অন্যতম বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিচিত্রবীর্য্যের এই পুত্রদ্বয় নিতান্ত শিশু বলিয়া ভীষ্মদেব হস্তিনারাজ্য শাসন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজপুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত ও নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন।

ইঁহাদের মধ্যে পাণ্ডু পরাক্রমে ও ধনুর্ব্বিদ্যায়, ধৃতরাষ্ট্র বলে এবং বিদুর ধর্ম্ম-জ্ঞানে নিপুণ হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইলেও জন্মান্ধ বলিয়া রাজ্য লাভকরিতে পারিলেন না, পাণ্ডু হস্তিনার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধাররাজকন্যা গান্ধারীর, পাণ্ডুর সহিত যদুবংশ-পতি

রাজা "শূরের কন্যা" (শূরের পিসতাত ভ্রাতা কুন্তিভোজের পালিতা) পৃথার এবং মদ্রাধিপতি শল্য-ভগিনী মাদ্রীর পরিণয় সম্পন্ন হইল।

বিবাহের পর মহাবীর পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া দশার্ণ জয়করিলেন, মগধরাজ দীর্ঘতমাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। অতঃপর ক্রমে ক্রমে মিথিলা, কাশী, সুহ্ম, পুণ্ড্র প্রভৃতি রাজ্য জয়করিলেন। পরাজিত রাজগণ, পাণ্ডুকে অমোঘ-বীর্য্য ও দেবরাজতুল্য মনে করিতে লাগিলেন। পাণ্ডু দিগ্‌বিজয় করিয়া হস্তিনায় প্রত্যাগত হইলে, ভীষ্মাদি কৌরবগণ ও প্রজাবর্গ পরমসমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। ভীষ্মদেব আনন্দাশ্রু বর্ষণকরিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুর সহিত সস্নেহে আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। অতঃপর পাণ্ডু বহুকাল রাজত্ব এবং অসংখ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন ও সুখে রাজ্য শাসন করিলেন। কিন্তু সন্তানাদি জন্ম গ্রহণ না করায় সংসারে বিরক্ত হইয়া পত্নীদ্বয়সহ মৃগয়ার জন্য অরণ্যে গমন করিলেন। মৃগয়া করিতে করিতে পাণ্ডু হিমালয়ের দক্ষিণস্থিত শালবন-বেষ্টিত এক অরণ্যে উপস্থিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। বনবাসীরা অস্ত্রশস্ত্রশোভিত কন্দর্পের ন্যায় রূপবান পাণ্ডুকে দেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

কিছুকাল অতীত হইলে, মহামতি ভীষ্ম, রাজা দেবকের রূপবতী ও গুণশালিনী কন্যাকে আনয়নকরিয়া ধর্ম্ম-প্রাণ বিদুরের করে অর্পণ করিলেন।

যথাকালে গান্ধারী দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত পুত্র ও দুঃশলা নামে এক কন্যা প্রসব করিলেন। ইহা ব্যতীত অপর পত্নীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের যুযুৎসু নামে এক পুত্রও জন্মিল। এ দিকে অরণ্যবাসকালেই পাণ্ডু-পত্নী পৃথা (কুন্তীদেবী) যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র এবং মাদ্রী—নকুল ও সহদেবনামে যুগলপুত্র প্রসব করিলেন। দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা ক্রূর, পরশ্রী-কাতর ও অতিশয় লোভী, আর পাণ্ডু-পুত্রগণ সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়া উঠিল। তন্মধ্যে যুধিষ্ঠির অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ এবং ভীম প্রচণ্ড বলবান হইলেন। যে দিন দুর্য্যোধন জন্ম গ্রহণকরেন, মহাবল ভীমও সেই দিনই ভূমিষ্ঠ হন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ কৌরব এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ পাণ্ডব বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হইলেন।

মহাত্মা পাণ্ডু সংসারে বিরক্ত হইয়া পত্নীদ্বয়সহ অরণ্যবাসী হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হইলে সাধ্বী মাদ্রী, স্বামিসহ দেহবিসর্জ্জন করিলেন; শিশু বালকগণের পালনভার লইয়া কুন্তী হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন। হস্তিনাবাসীরা পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যুতে অতিশয় শোককাতর হইল। বিদুর অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পাণ্ডু ও মাদ্রীর প্রেতকর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। পিতৃহীন পাঁচ ভাই ভীষ্মাদিকর্ত্তৃক সাদরে লালিত পালিত হইতে লাগিল।

পাণ্ডুর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন হইলে সত্যবতী ব্যাসদেবের উপদেশ মতে বধূ অম্বিকা ও অম্বালিকাসহ বনে গমন করিলেন।

তথায় তপস্যানুষ্ঠানে দেহ ত্যাগকরিয়া যথাকালে তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। অন্ধরাজই হস্তিনার সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

এ দিকে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা হস্তিনাপুরে থাকিয়া দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতার সহিত তাঁহাদেরও শাস্ত্রবিহিত সংস্কারাদি সম্পন্ন হইল। সকলের সহিত পঞ্চ ভ্রাতা বাল্য-ক্রীড়ায় কাল কাটাইতে লাগিলেন।

বালকোচিত সকল ক্রীড়ায়ই পঞ্চ ভ্রাতা, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্ত্রদিগকে পরাজিত করিতেন। একমাত্র ভীমসেন দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতাকে অনায়াসে বিজিত ও নিপীড়িত করিতেন। খেলিতে খেলিতে ভীমসেন, কখনও দুর্য্যোধন-ভ্রাতাদিগকে ধরিয়া মাথায় মাথায় আঘাত প্রতিঘাত করিতেন, কখন বা কৌরবদিগকে মাটিতে ফেলিয়া বলপূর্ব্বক টানিয়া লইতেন; মৃত্তিকার ঘর্ষণে ব্যথিত, ক্ষতজানু, ক্ষতস্কন্ধ হইয়া উহারা ক্রন্দন করিত; কেহবা প্রাণভয়ে হতচেতনবৎ হইত, কেহ হতাশে নীরব হইয়া বলহীন মৃতের ন্যায় হইলে ভীমসেন তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেন।

জল-ক্রীড়া-কালে ভীমসেন, কৌরবদিগের দশজনকে জড়াইয়া ধরিয়া জলে মগ্ন হইতেন, এবং মৃতবৎ করিয়া সকলকে মুক্ত করিতেন। কৌরব বালকগণ ফলাহরণজন্য বৃক্ষে আরোহণ করিলে, ভীমসেন দ্রুতগতি যাইয়া ঐ বৃক্ষের কাণ্ডে ক্রমাগত প্রচণ্ড বেগে পদাঘাত করিতেন। বৃক্ষসকল ভীমের নিদারুণ

পদাঘাতে অতিশয় আন্দোলিত ও কম্পিত হইত। কৌরবেরা ঐ কম্পিত বৃক্ষে কিছুতেই স্থির থকিতে পারিত না; বৃন্তচ্যুত ফলের সহিত তাঁহারাও বৃক্ষহইতে ভূমিতে পতিত হইত। এইরূপে ক্রীড়াব্যতীত শস্ত্রাভ্যাস, বাহুযুদ্ধ, বল-প্রদর্শন প্রভৃতি সকল কাজেই কৌরবগণ একমাত্র ভীমের হস্তে পরাভূত হইতে লাগিল।

কৌরবগণের মধ্যে দুর্য্যোধন যেমন বয়োজ্যেষ্ঠ—তেমনই অতিশয় ক্রূরপ্রকৃতি, পাপাচার ও ঐশ্বর্য্যলোভী। দুর্য্যোধন ভীমের পরাক্রমে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, পাণ্ডবগণের—বিশেষতঃ ভীমের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দুর্য্যোধন ভীমের সর্ব্বনাশের জন্য অনেক পাপময় কল্পনা করিলেন; কিন্তু তাঁহার কোন কল্পনাই সিদ্ধ হইল না; তথাপি নিরুৎসাহ না হইয়া ছিদ্র সন্ধান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে জলকেলি করিবার জন্য গঙ্গাকূলে বস্ত্রগৃহাদি নির্ম্মাণ ও প্রচুর খাদ্য পানীয় সংগৃহীত করিয়া পাণ্ডবদিগকে তথায় ক্রীড়ার্থ আহ্বান করিলেন। সরল-হৃদয় যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত জলকেলি করিবার জন্য গঙ্গাকূলে গেলেন।

সকলে কেলিস্থানে সমবেত হইয়া উপবন ভ্রমণে আনন্দিত হইলেন। পরে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য লইয়া পরস্পরের মুখে প্রদান ও নিজে ভোজন করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই অবসরে বিষ-মিশ্রিত খাদ্য সমূহ আনয়ন করিয়া স্বহস্তে ভীমসেনকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। নির্ব্বিকার-চিত্ত ভীমসেনও

উদর পূরিয়া বিষমিশ্রিত দ্রব্য আহার করিলেন। ভোজনের পরে তাঁহারা সকলে গঙ্গাজলে বহুক্ষণ জলক্রীড়া করিয়া শিবিরে আসিলেন এবং বিশ্রামাদির পর হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

জলক্রীড়া শেষ করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি চারি ভ্রাতাও শিবিরে ফিরিলেন। তাঁহারা ভীমকে তথায় দেখিতে না পাইয়া মনে করিলেন সে পূর্ব্বেই গৃহে ফিরিয়াছে। ভীমসেনকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা একটু চিন্তিত হইলেন; কিন্তু দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অন্তরে আনন্দ আর ধরিল না। চারি ভ্রাতা হস্তিনায় ফিরিয়াও জানিলেন, ভীম আসে নাই, তখন জননী কুন্তীরও চিন্তার অবধি রহিল না। তাঁহারা বিষণ্ণ-হৃদয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

এদিকে জলক্রীড়ায় ও বিষক্রিয়ায় ক্লান্ত-দেহ ভীম, অচৈতন্য হইয়া গঙ্গাপুলিনে পতিত হইলে, দুষ্ট দুর্য্যোধন, ভীমসেনকে লতাপাশে কঠিনরূপে বন্ধন করিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। শেষে মৃতকল্প ভীমসেন গঙ্গায় ডুবিতে ডুবিতে নাগ-রাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় নাগগণের শুশ্রূষায় তাঁহার শরীরের বিষের প্রভাব হ্রাস পাইল; অপিচ বিষ-হর সুধা সেবনে শরীরে প্রচুর বলসঞ্চার হইল। তিনি নাগগণের সাহায্যে অবিলম্বে হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া মাতা ও ভ্রাতাদিগের সাক্ষাতে সকল কথা নিবেদন করিলেন। তদবধি ভ্রাতৃগণ আত্ম-রক্ষার চেষ্টা ও সাবধানে থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। বিদু-রের পরামর্শে তাঁহারা দুর্য্যোধনের অনুষ্ঠিত এই পাপব্যাপারের কাহিনী কাহাকে বলিলেন না। ক্রমে দিন গত হইতে লাগিল।

একদিন কৌরব ও পাণ্ডবগণ নগর-বাহিরে লৌহগোলক *লইয়া খেলা করিতেছিলেন। সহসা ঐ লৌহ-গোলক এক* জল-শূন্য কূপে পতিত হইল। বালকেরা উহা কূপ হইতে তুলিবার জন্য বহু চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই তুলিতে পারিল না। এমত সময়ে বৃদ্ধ দ্রোণাচার্য্য ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। বালকেরা কন্দুক তুলিয়া দিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। তিনি একটু হাসিয়া হস্তস্থিত ঈষিকা (কুশ) দ্বারা ধনু ও বাণ প্রস্তুত করিয়া প্রথমে বালকগণের ক্রীড়া-গোলক, পরে আপন অঙ্গুরীয় কূপে ফেলিয়া তাহাও উত্তোলিত করি-লেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই বিস্ময়কর শক্তি দর্শনকরিয়া বালকেরা তৎক্ষণাৎ ভীষ্মদেবের নিকট সকল ব্যাপার বিবৃত করিল। তিনি এই অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, ধনু-র্ব্বেদ-নিপুণ দ্রোণ হস্তিনায় আগমন করিয়াছেন। কাল বিলম্ব না করিয়া ভীষ্মদেব দ্রোণাচার্য্যকে আনয়নপূর্ব্বক যথারীতি সৎকার এবং পরিশেষে তাঁহাকে কুরু পাণ্ডবগণের অস্ত্রবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন।

মহারথী দ্রোণ ভীষ্মের সভক্তি সৎকার লাভকরিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। পরে, শিক্ষারম্ভের পূর্ব্বে তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন যে, ‘তোমরা যদি আমার একটি অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, তাহা হইলে, আমি তোমাদিগকে উত্তমরূপে অস্ত্র শিক্ষা দিব।’ আচার্য্য দ্রোণের এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধনাদি সকলেই নীরব রহিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন গুরুর

অভিলাষ পূরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে পুনঃ পুনঃ তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য সবিশেষ যত্নের সহিত কৌরব ও পাণ্ডবদিগকে অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অবিলম্বে এই বার্ত্তা চারিদিকে প্রচারিত হইলে, বহু রাজপুত্র হস্তিনায় আসিয়া আচার্য্যের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সূত পুত্র কর্ণও অস্ত্র শিক্ষা করিতে আসিলেন। দুর্য্যোধনের সহিত কর্ণের অতিশয় হৃদ্যতা হইলে, সে বন্ধুর পক্ষ হইয়া সর্ব্বদা অর্জ্জুনের সহিত জিগীষা করিতে এবং বিবিধ বিদ্রূপবাক্যে অর্জ্জুনকে অবমানিত করিতে লাগিল।

অর্জ্জুন ব্যতীত শিষ্যগণের আর কেহই দ্রোণাচার্য্যতুল্য শিক্ষিত হইতে পারিলেন না। অল্পকাল মধ্যেই গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণ বিনীত অর্জ্জুন, বিবিধ অস্ত্র-বিদ্যায় সবিশেষ নিপুণতা লাভ করিলেন। গুরু দ্রোণাচার্য্যও অর্জ্জুনের একাগ্রতা ও গুরুভক্তিতে আনন্দিত হইয়া নিজ পুত্র অশ্বত্থামা অপেক্ষাও উঁহাকে অধিক শিক্ষা দিলেন।

দ্রোণাচার্য্যের শিক্ষাদানের সংবাদ শ্রবণে নিষাদপুত্র একলব্যও শিক্ষা লাভের জন্য আচার্য্যসমীপে আগমন করিল। নীচকুলজাত বলিয়া আচার্য্য তাহাকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিতে অস্বীকৃত হইলেন। একলব্য অতিশয় বিষণ্ণচিত্তে দ্রোণের পদধূলি লইয়া গভীর অরণ্যে চলিয়া গেল এবং তথায় দ্রোণাচার্য্যের মৃত্তিকা নির্ম্মিত

মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেই মূর্ত্তির সম্মুখে স্বয়ং অস্ত্রের সন্ধান, প্রয়োগ ও সংহার প্রভৃতি শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদা কৌরব ও পাণ্ডবগণ গুরুর আদেশে মৃগয়া করিতে অরণ্যে গেলেন। সকলে তথায় স্বেচ্ছানুসারে মৃগয়া করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভ্রমণ করিতে করিতে সেই বনে এক কুরূপ যুবাকে অনবরত শরক্ষেপ করিতে দেখিয়া পরিচয় জানিতে চাহিলেন। সে আপনাকে নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র ও দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিল। একলব্যের পরিচয় পাইয়া সকলে হস্তিনায় ফিরিল, আচার্য্য-সমীপে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। অর্জ্জুন কিন্তু একলব্যকে দ্রোণশিষ্য স্থির করিয়া এবং উহার অপূর্ব্ব অস্ত্র-প্রয়োগ-নৈপুণ্যে বিস্মিত হইয়া আচার্য্যের উপর অভিমান করিলেন। তিনি গুরুকে আপন প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া কহিলেন, "আমা অপেক্ষা আপনার অন্য কোন শিষ্য উৎকৃষ্ট হইবে না বলিয়াছিলেন—কিন্তু আপনার শিষ্য একলব্য আমাঅপেক্ষাও ধনুর্ব্বেদে অধিকতর নিপুণতার পরিচয় দিতেছে।" এই কথা শুনিয়া আচার্য্য অনতিবিলম্বে অর্জ্জুনসহ একলব্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সকল প্রত্যক্ষ করিলেন। একলব্য গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে দ্রোণ দক্ষিণাস্বরূপ তাহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ চাহিলেন, একলব্যও স্বীয় দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কর্ত্তন করিয়া দিয়া আচার্য্যের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। অঙ্গুষ্ঠ ছেদনে একলব্যের অস্ত্রপ্রয়োগ-ক্ষমতা একবারে হ্রাস পাইল, অর্জ্জুনই দ্রোণাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ শিষ্য

রহিলেন। অর্জ্জুনকে ধনুর্ব্বিদ্যাপারদর্শী ও ভীমসেনকে গদাযুদ্ধে নিপুণ অসীম বলশালী দেখিয়া ক্রুরবুদ্ধি দুর্য্যোধনাদির হৃদয়ে সতত হিংসার আগুন জ্বলিতে লাগিল।

শিষ্যগণের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল। দুর্য্যোধন ও ভীম গদাযুদ্ধে, অশ্বত্থামা সর্ব্বশাস্ত্রে, নকুল ও সহদেব অসিযুদ্ধে, যুধিষ্ঠির রথিমধ্যে, অর্জ্জুন উৎসাহ, শক্তি, বুদ্ধি ও ধনুর্ব্বিদ্যায় সাতিশয় পারগতা লাভ করিলেন। শিষ্যদিগকে শিক্ষিত দেখিয়া গুরুদেব তাহাদিগের বিদ্যা পরীক্ষায় মানস করিলেন।

একদিন দ্রোণ, সকলের অগোচরে একটী নীলবর্ণ পক্ষী নির্ম্মাণ করাইয়া এক বৃক্ষশাখায় স্থাপন করিলেন। তারপর অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত শিষ্যদিগকে লইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক তাহা-দিগকে আদেশ পালনে সত্বর হইতে কহিলেন। শিষ্যগণ সকলে প্রস্তুত হইলে, তিনি সর্ব্বাগ্রে যুধিষ্ঠিরকে বৃক্ষস্থাপিত পক্ষীতে লক্ষ্য স্থির করিতে কহিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির তাদৃশ একাগ্রতার সহিত লক্ষ্য স্থিরকরিতে পারিলেন না। সুতরাং আচার্য্য তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন। এইরূপে বহু শিষ্য অকৃতকার্য্য হইল, কেহই আচার্য্যের অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিতে না পারিয়া তিরস্কৃত ও দূরীভূত হইল।

অবশেষে অর্জ্জুনকে আহ্বান করিয়া আচার্য্য লক্ষ্য স্থির করিতে আদেশ করিলেন। অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ গুরুর আদেশ পালন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। গুরুদেব অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে কি কি দেখিতেছে? উত্তরে অভিনিবিষ্ট-

চিত্ত,স্থির-লক্ষ্য অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি পক্ষীর গলাটী ব্যতীত উপস্থিত জনগণ, আচার্য্য, বৃক্ষ, এমন কি পক্ষীর সমুদায় অঙ্গও দেখিতে পাইতেছি না! কেবল পক্ষীর মস্তকটী মাত্র দেখিতেছি।" তখন আচার্য্যের আদেশমাত্র অর্জ্জুন লক্ষ্য পক্ষীর গ্রীবা ছেদন করিলেন। দ্রোণাচার্য্য, শিষ্যের এই অসামান্য অভি-নিবেশে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। সর্ব্ব সমক্ষে অর্জ্জুনের শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষা হইল।

কিছুকাল গত হইলে আচার্য্য পুনরায় শিষ্যদিগের পরীক্ষা গ্রহণকরিতে অভিলাষী হইলেন। একদা তিনি শিষ্যগণের সহিত গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেন। দোণাচার্য্য গঙ্গায় অবতরণ করিলে এক ভয়ঙ্কর কুম্ভীর আসিয়া তাঁহার জঙ্ঘা দংশন করিয়া ধরিল। আচার্য্য, কুম্ভীর-মুখহইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যস্তভাবে শিষ্যদিগকে আদেশ দিলেন। শিষ্যেরা আকস্মিক বিপদে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া স্তম্ভিত হইল, কিন্তু অর্জ্জুন গুরুর আদেশ মাত্র জলমগ্ন কুম্ভীরকে পাঁচটী তীক্ষ্ণতরশরে বিদ্ধ ও নিহত করিয়া গুরুকে উদ্ধার করিলেন। আচার্য্য অতিশয় প্রীত হইয়া অর্জ্জুনকে 'ব্রহ্মশির' নামক অস্ত্র প্রদান করিলেন। কিন্তু উহা মনুষ্যের প্রতি প্রয়োগ করিতে নিষেধ করিলেন।

শিষ্যবর্গকে অস্ত্র বিদ্যায় সুশিক্ষিত দর্শন করিয়া, আচার্য্য ধৃতরাষ্ট্রকে বালকগণের অস্ত্র শিক্ষার নিপুণতা রঙ্গ-ভূমিতে পরীক্ষিত হওয়ার কথা বলিলেন। অন্ধরাজও দ্রোণাচার্য্যের আদেশে সম্মতি দিলেন। বিদুরের প্রতি রঙ্গভূমি-নির্ম্মাণের

আদেশ প্রদত্ত হইল। যথাকালে আচার্য্যের অভিলাষানুরূপ রঙ্গভূমি নির্ম্মিত হইল, পরীক্ষা প্রদানার্থ সুসজ্জিত ও অস্ত্রধারী শিষ্যবর্গ সমাগত হইল, সর্ব্ব শ্রেণীর দর্শকবৃন্দ সমবেত হইয়া রঙ্গমঞ্চ সকল পরিপূর্ণ করিল। বিবিধ বাদ্যের গভীরগর্জ্জনে ও জনমণ্ডলীর কলকলধ্বনিতে রঙ্গস্থল সাগরের ন্যায় মনে হইতে লাগিল।

এই সময়ে শ্বেতবর্ণ কেশ ও শ্মশ্রু শোভিত, শুক্লবাস ও শুক্ল যজ্ঞোপবীতধারী, শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতদেহ, শুক্লমাল্য-শোভিত আচার্য্য দ্রোণ সপুত্র রঙ্গস্থলে প্রবেশকরিলেন। মাঙ্গলিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইলে অস্ত্রক্রীড়া আরম্ভ হইল। শিষ্যগণ আপন আপন শিক্ষা-কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। গদাহস্তে ভীম ও দুর্য্যোধন রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য যুদ্ধ-কৌশল প্রদর্শনকরিলেন। অন্ধরাজ একে একে সকল কথা মহাত্মা বিদুরের মুখে অবগত হইতে লাগিলেন। বস্ত্রাবৃতচক্ষু গান্ধারীও কুন্তীর নিকট পুত্রগণের বীরত্ব ও শিক্ষা-কৌশল প্রদর্শনের কথা শুনিতে লাগিলেন। এদিকে দুর্য্যোধন ও ভীমসেনকে ক্রুদ্ধ দর্শন করিয়া আচার্য্য অশ্বত্থামাকে প্রেরণপূর্ব্বক বীরদ্বয়কে যুদ্ধে নিবৃত্ত করিলেন।

এবার আচার্য্য আপনি রঙ্গভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া বাদ্যধ্বনি নিবারিত করিলেন এবং অর্জ্জুনের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা-কৌশল প্রদর্শনার্থ আহ্বানকরিলেন। গুরুর আদেশমাত্র সুবর্ণ-কবচধারী অর্জ্জুন প্রচণ্ড শরাসন ধারণকরিয়া রঙ্গে প্রবেশ

করিলেন। অর্জ্জুনকে উপস্থিত দর্শন করিয়া চারিদিকহইতে ঘোর-রবে শঙ্খ ও বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। দর্শকগণের অন্তর *আনন্দে নাচিয়া উঠিল, তাহাদের প্রশংসাবাণীতে রঙ্গভূমি* কোলাহলময় হইল। তচ্ছ্রবনে অন্ধরাজ বিদুরকে কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসাকরিলে, তিনি বলিলেন, "বীরেন্দ্র অর্জ্জুনকে রণ-বেশে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ দর্শনকরিয়া দর্শকবর্গ অর্জ্জুনের প্রশংসা করিতেছে। ইহা সেই প্রশংসা বাক্যের কোলাহল।" শুনিয়া অন্ধরাজ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। কোলাহল নিবৃত্ত হইলে, অর্জ্জুন দর্শক-মণ্ডলীকে ভীত, ত্রস্ত, বিস্মিত ও আনন্দিত করিয়া বহুবিধ অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহার প্রণালী দেখাইলেন। অস্ত্র-ক্রীড়া শেষ হইলে দর্শক-মণ্ডলীর অনেকে রঙ্গভূমিত্যাগ করিলেন।

এমত সময়ে মহাবীর কর্ণ রঙ্গক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তাঁহার তেজোদীপ্ত আকৃতি ও উজ্জ্বল অস্ত্রাদি দর্শনকরিয়া দর্শক-বৃন্দ বিস্মিত হইলেন। কর্ণ অবজ্ঞার সহিত দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "রঙ্গভূমিতে আমিও অর্জ্জুনের ন্যায় শস্ত্র-শিক্ষা-নিপুণতা প্রদর্শনকরিব।" কর্ণবাক্যে দুর্য্যোধনের অন্তরে অতিশয় আনন্দ ও অর্জ্জুনের মনে লজ্জার আবির্ভাব হইল। দুর্য্যোধন কর্ণকে সাদর অভ্যর্থনা ও তাঁহার সহিত গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। কর্ণ বলিলেন. আমি দুর্য্যোধনের সহিত মিত্রতা এবং অর্জ্জুনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে উপস্থিত হইয়াছি—এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধনের আহ্লাদের আর অবধি রহিল না। কর্ণের প্রগল্‌ভবাক্যে অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার বিবাদের সূচনা হইল।

'রাজা কিংবা রাজপুত্র ব্যতীত অপরের সহিত পাণ্ডবেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন না', কৃপাচার্য্য রঙ্গমধ্যে এই কথা বলিলে, দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎ কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে বিবাদের সূচনা হইল। সন্ধ্যা সমাগত হইল বলিয়া সকলে রঙ্গক্ষেত্র পরিত্যাগকরিয়া গৃহে গমনকরিলেন। দুর্য্যোধন, অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণের মিত্রতা লাভকরিয়া হৃষ্ট ও পাণ্ডব-জয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিবাদ দৃঢ়মূল হইল।

আচার্য্য দ্রোণ দেখিলেন তাঁহার শিষ্যগণ ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছে; তখন তিনি গুরুদক্ষিণার জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। শিষ্যগণ সমবেত হইলে আচার্য্য গুরুদক্ষিণাস্বরূপ পাঞ্চালপতি দ্রুপদকে পরাজিত করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। শিষ্যগণ অবিলম্বে গুরুর আদেশপালনে উদ্যোগী হইলেন, কৌরবগণ বহু সৈন্যসহ পাঞ্চাল আক্রমণ করিল, পাঞ্চালপতিও যথাসাধ্য প্রত্যাক্রমণ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য যত্নকরিতে লাগিল। দ্রুপদের আক্রমণে ও অস্ত্রাঘাতে কৌরব-পক্ষীয় বীরগণ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল।

এমত সময়ে পাণ্ডবগণ ব্যূহরচনা করিয়া পাঞ্চালরাজকে আক্রমণ করিলেন। ভীমসেনের ভীম গদা ও অর্জ্জুনের বজ্রসম শরের আঘাতে পাঞ্চালগণ আহত ও জর্জ্জরিত হইল, কেহ কেহ রণে বিমুখ হইল। তখন অর্জ্জুন প্রবলপরাক্রমে আক্রমণ ও ঘোরতর অস্ত্র বর্ষণকরিয়া দ্রুপদরাজকে পরাজিত ও ধৃত করিয়া

আচার্য্য সমীপে উপস্থিত করিলেন। বাল্যবন্ধু দ্রুপদকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, দ্রোণ তাঁহাকে পূর্ব্বের গর্ব্বভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—পরে তাঁহাকে পাঞ্চালের উত্তরার্দ্ধ দান করিয়া নিজে দক্ষিণার্দ্ধ অধিকার করিলেন; উভয়ে পুনরায় মিত্রতা-বদ্ধ হইলেন। উভয়ে স্ব স্ব অধিকৃত রাজ্য শাসন ও প্রজা পালনকরিয়া সুখে কাল যাপনকরিতে লাগিলেন।

দ্রুপদ বিজয়ের পর এক বৎসর অতীত হইলে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠিরের ধীরতা, বীরত্ব, সহিষ্ণুতা ও সরলতায় অল্পদিন মধ্যেই প্রজা ও পৌরগণ তাঁহার অনুরাগী হইয়া উঠিল। ভীমসেন অতিশয় যত্নের সহিত বলরামের নিকট গদা, অসি ও রথযুদ্ধ শিক্ষা করিলেন। এই সময়ে একদিন গুরু দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিলেন যে, সে দ্রোণের প্রতিযোদ্ধা হইবে। অর্জ্জুন বিনয়ের সহিত গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। পরে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল প্রভৃতি বহু দেশ জয় করিয়া প্রচুর ধনরত্নসহ হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পাণ্ডবগণের প্রভাব দেখিয়া ও প্রশংসা শুনিয়া ক্রমে অন্ধনরপতির হৃদয়েও অসাধুভাব জাগিতে লাগিল, তিনি নিদ্রাত্যাগপূর্ব্বক দিনরাত্রি চিন্তামগ্ন হইয়া ম্লানমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের কণিকনামে নীতিশাস্ত্র-বিশারদ এক মন্ত্রী ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণের প্রবলপরাক্রমে শঙ্কিত হইয়া উক্ত মন্ত্রীকে আহ্বান করিলেন এবং আপনার মনের ভাব প্রকাশকরিয়া

কহিলেন। সকল শুনিয়া কণিক অন্ধরাজকে বহু নীতিগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করাইলেন। পরে পুত্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। কণিকের কৌশলপূর্ণ কূট-নীতিবাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবহিংসায় ও কল্পিত দুঃখে অন্ধরাজের অন্তঃকরণ অতিশয় আকুল হইল। তিনি নিতান্ত নিরাশ-হৃদয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

অতঃপর দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনসহ ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে উপনীত হইলেন। বহুক্ষণব্যাপী পরামর্শ করিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, "কুন্তীসহ পঞ্চ পাণ্ডবকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া নিহত করিতে হইবে।" বুদ্ধিমান বিদুর দুর্য্যোধনাদির আকার ইঙ্গিত দর্শনে ভাবী বিষম বিপদের আশঙ্কায় বাতযন্ত্রসহ, পতাকাশোভী, সাগর-তরঙ্গসহনক্ষম নৌকা প্রস্তুতকরিয়া গঙ্গায় রাখিলেন। পরে পুত্রসহ কুন্তী দেবীকে অবিলম্বে নৌকাযোগে পলায়ন করিতে কহিলেন। এদিকে গোপনে, অথচ লোকের মনে কোন প্রকার সন্দেহ জন্মিতে না পারে এইরূপ কৌশলে, পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করিতে হইবে, এই পরামর্শ স্থির করিয়া দুর্য্যোধনাদি তাঁহাদিগকে বারণাবত নগরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। পাণ্ডবগণও বারণাবতে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন।

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা বারণাবতে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে, পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন, পুরোচননামক ম্লেচ্ছজাতীয় অমাত্যকে আহ্বান করিয়া তদগ্রে অবিলম্বে বারণাবতে প্রেরণ

করিল। পুরোচন তথায় গমন করিয়া অত্যল্প সময়মধ্যে শণ, ধূপ, লাক্ষা, বসা, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য (যাহাতে অগ্নি সহজে জ্বলিয়া উঠে) দ্বারা এক বিচিত্র গৃহ নির্ম্মাণকরাইল। ঐ গৃহে এরূপ সুকৌশলে অগ্নিদাহ্য পদার্থ সমূহ দেওয়া হইল, যাহা বিশেষ সন্ধানী লোক ভিন্ন অপরে কিছুতেই স্থির করিতে সমর্থ হয় না।

এ দিকে পাণ্ডবগণ রাজপুত্রোচিত আড়ম্বরের সহিত গুরুজনের পদধূলি লইয়া, মিষ্টবাক্যে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বারণাবত নগরে যাত্রা করিলেন। বিদুর প্রভৃতি হিতৈষিগণ বহুদূর পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবে পাণ্ডবগণের এইরূপ নির্ব্বাসনে অসন্তোষ প্রকাশ ও ধৃতরাষ্ট্রাদির অযশ কীর্ত্তনকরিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সঙ্গিগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলেও বিদুর পাণ্ডবগণের সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। পরে ম্লেচ্ছভাষায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন;—(১) "তৃণরাশি মধ্যেও গর্ত্ত করিয়া বাস করিলে প্রজ্বলিত তৃণরাশি তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারে না। (২) লৌহাদি ধাতু বিনির্ম্মিত না হইলেও যে শস্ত্র শরীর ধ্বংস করে, যে জন সেই অস্ত্রের কথা জানে সে কখনও বিপন্ন হয় না। (৩) অন্ধেরা পথ জানে না বা দিক্‌নিরূপণ করিতে পারে না। সর্ব্বদা ভ্রমণ করা ব্যতীত নাম জানা যায় না, নক্ষত্র না চিনিলে দিক্ নিরূপিত হয় না। (৪) জিতেন্দ্রিয় না হইলে সর্ব্বদাই কোন না কোন বিপদে পতিত হইতে হয়।" যুধিষ্ঠির 'বুঝিলাম' বলিয়া বিদুরের

বাক্যে উত্তর প্রদানকরিলেন। সকলে হস্তিনায় প্রত্যাগত হইলে, পাণ্ডবগণ পথ অতিক্রম করিয়া ফাল্গুন মাসের আট দিন গত হইল রোহিণী নক্ষত্রে বারণাবতে উপস্থিত হইলেন।

পাণ্ডবগণ বারণাবতে উপস্থিত হইয়া তথাকার নাগরিকদিগ-কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অভ্যর্থনা ও পূজা প্রাপ্তহইয়া বাস করিতে লাগিলেন। পরে একাদশ দিন অতীত হইলে তাঁহারা পুরোচন-নির্ম্মিত গৃহে গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির, গৃহে প্রবেশ করিয়াই ভীমসেনকে কহিলেন, "বৃকোদর, দেখ, এই গৃহে জতুমিশ্রিত বসার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। আর দেখ, বল্বজ, মুঞ্জ ও বংশের সহিত ঘৃতাদি দাহ্য পদার্থ মিশ্রিত করিয়া এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই আগ্নেয় গৃহ। মহাত্মা বিদুর বুঝিতে পারিয়াই ইঙ্গিতে আমাদিগকে সাবধান করিয়াছিলেন।" অনন্তর তাঁহারা বিদুরের উপদেশানুসারে মৃগয়াচ্ছলে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিয়া পথ, রাত্রিতে নক্ষত্র দর্শন করিয়া দিক্ নিরূপণকরিলেন এবং বিদুর-প্রেরিত খনক-সাহায্যে গৃহমধ্যে গর্ত্ত খননকরিয়া তথায় রাত্রি যাপন ও সতত সাবধানে বাস করিতে লাগিলেন। পুরোচনও পাণ্ডবগণের বিশ্বস্ততা উৎপাদনের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত হইল। এইরূপে এক বৎসর অতীত হইয়া গেল।

এক বৎসর অতীত হইলে পাপিষ্ঠ পুরোচন মনে করিল, পাণ্ডবগণ এখন তাহাকে বিশ্বাস করেন সুতরাং সে মনে মনে অতিশয় হৃষ্ট হইল। এদিকে যুধিষ্ঠিরও পুরোচনকে সন্তুষ্ট দর্শন করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পলায়নের পরামর্শ করিলেন।

যুক্তি স্থির হইলে পাণ্ডবগণ সেই রাত্রিতেই ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলেন। সকলে পানাহারে প্রীত হইয়া গৃহে গমন করিলে এক নিষাদ-রমণী ক্ষুধায় কাতর হইয়া পাঁচ পুত্রসহ পাণ্ডবগণের সমীপে উপস্থিত হইল। পাণ্ডবগণ তাহাদিগকেও প্রচুর পানাহার প্রদান করিলেম। ভোজন শেষে নিষাদ-রমণী মদ্যপানে বিভোর হইয়া তথায়ই পড়িয়া রহিল, তাহাদিগের আর চলিবার শক্তি ছিল না। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। প্রাণিগণ গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইল,বেগে বায়ু বহিতে লাগিল। পাণ্ডবেরা ইহাই পলায়নের উত্তম সুযোগ বলিয়া মনে করিলেন।

ভীমসেন এই সময়ে সর্ব্বাগ্রে পুরোচনের শয়নগৃহে অগ্নি প্রদানকরিয়া পরে জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিলেন এবং গৃহভিত্তিস্থিত গহ্বরের পথে অরণ্যে উপস্থিত হইয়া দ্রুতগতি পলায়ন করিলেন। গৃহদাহের শব্দে নাগরিকগণ জাগরিত হইয়া দেখিল সর্ব্বনাশ উপস্থিত: পাণ্ডবগণের গৃহ ভীষণ অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। এতদ্দর্শনে সকলেই পাণ্ডবগণের উদ্দেশে বিলাপ করিতে করিতে ধৃতরাষ্ট্রাদিকে ধিক্কার দিতে লাগিল। কিন্তু পাপিষ্ঠ পুরোচনের গৃহ ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া তাহারা বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হইল না।

এদিকে মহাবল ভীম, মাতা কুন্তীকে স্কন্ধে, সহদেবও নকুলকে ক্রোড়ে লইয়া যুধিষ্ঠিরও অর্জ্জুনের বাহু ধারণপূর্ব্বক অতিশয়বেগে ধাবিত হইলেন। ক্রমে বহুপথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা পুণ্যতোয়া গঙ্গার কূলে আসিলেন। পাণ্ডবেরা মায়ের

সহিত বনে পলায়ন করিলে, বিদুর তাহাদের নিকট বিশ্বস্ত লোক প্রেরণকরিয়া পূর্ব্ব-নির্ম্মিত নৌকাযোগে তাঁহাদিগকে নদী পার করিয়া দিলেন।

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইলে নাগরিকগণ পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিতে আসিল। জতুগৃহের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে সকলেই দেখিল, তন্মধ্যে ছয়টি এবং পুরোচনের গৃহে কতিপয় লোকের দগ্ধাবশেষ রহিয়াছে। তদ্দর্শনে সকলে মাতাসহ পাণ্ডবগণের এবং পুরোচনও তদীয় সহচরদিগের নিশ্চিত মৃত্যু স্থির করিল। সকল সংবাদ হস্তিনানগরে ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে প্রেরিত হইল। পৌরগণ পাণ্ডবদিগের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে শোকাকুল হইয়া বিলাপকরিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে মৃতগণের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সম্পন্ন হইল।

পাণ্ডবগণ গঙ্গা উত্তরণপূর্ব্বক রাত্রির অন্ধকারে নক্ষত্রদ্বারা দিক্ নির্ণয় করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা এক গভীর অরণ্যে উপস্থিত হইলেন। পরিশ্রমে পিপাসার্ত্ত ও ঘুমে আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা আর চলিতে সমর্থ হইলেন না। এতদ্দর্শনে ভীমসেন পুনরায় সকলকে স্কন্ধে ও ক্রোড়ে লইয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। অবিলম্বে মহারণ্য অতিক্রান্ত হইল, রাত্রিরও অবসান হইল। দুর্য্যোধন-ভয়ে ভীত পাণ্ডবগণ নিতান্ত প্রচ্ছন্নভাবে গমনকরিতে লাগিলেন। পুনরায় রাত্রি উপস্থিত হইলে তাঁহারা অপর এক মহারণ্যে উপনীত হইলেন। 'রাত্রির অন্ধকারে পথ চিনিতে'

পারা যায় না, বিশেষতঃ ক্ষুৎপিপসায় সকলে এমন কাতর হইয়াছেন যে, আর পথ চলিবার শক্তি কাহারও নাই। সুতরাং তাঁহারা তথায় বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইলেন।

ভীমসেন সকলকে অতিশয় পিপাসা-কাতর দর্শন করিয়া জলান্বেষণে গমন করিলেন। দুই ক্রোশ দূরে এক জলাশয় প্রাপ্ত হইয়া ভীম স্নানপানে তৃপ্তিলাভপূর্ব্বক উত্তরীয় বস্ত্রে জল গ্রহণকরিয়া—অবিলম্বে ফিরিয়া আসিলেন। ভীমসেন ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া মাতা এবং ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় মৃত্তিকায় শয়নকরিয়া ঘুমে অচেতন হইয়াছেন। তদ্দর্শনে ভীম অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া বহু বিলাপ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ না করিয়া রক্ষণা-বেক্ষণার্থ আপনি জাগরিত রহিলেন।

এই বনে এক বিশালকায় শালবৃক্ষে হিড়িম্বনামে এক নর-ঘাতী রাক্ষস বাস করিত। দুষ্ট রাক্ষস মানুষের গন্ধ পাইয়া, আবাস-বৃক্ষহইতে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অদূরে পাণ্ডবদিগকে দেখিতে পাইল। নরমাংসলোভী রাক্ষস অবিলম্বে পাণ্ডবদিগকে নিধন করিবার জন্য ভগিনী হিড়িম্বাকে পাঠাইল। ভ্রাতার আদেশে হিড়িম্বা পাণ্ডবদিগের নিকট উপস্থিত হইল; কিন্তু মহাবাহু ভীমসেনকে দর্শনকরিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। হিড়িম্বা রাক্ষসীরূপ পরিত্যাগকরিয়া সুন্দরীবেশে ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাদের পরিচয়প্রদানপূর্ব্বক পাণ্ডব-গণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল এবং ভীমকে পতিত্বে বরণ করিতে

চাহিল। ভীম, রাক্ষসীর প্রার্থনা পূরণকরিতে কিংবা মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। বরং রাক্ষস-গান্ধর্ব্বাদিকে তিনি বিন্দুমাত্রও ভয় করেন না, উহাদিগকে তিনি অনায়াসে পরাজিত ও নিহত করিতে পারেন, সগর্ব্বে এই কথা বলিলেন।

হিড়িম্বা ও ভীমসেনের কথোপকথনে বিলম্ব হইতে লাগিল। হিড়িম্বাকে ফিরিতে না দেখিয়া দুষ্ট রাক্ষস অতিশয় চঞ্চল হইয়া পাণ্ডবগণের দিকে ধাবিত হইল। হিড়িম্বা, ভ্রাতাকে ক্রোধ-ভরে দ্রুত আসিতে দেখিয়া অতিশয় ব্যস্তভাবে ভ্রাতাদিসহ ভীম-সেনকে তাহার শরীরে আরোহণ করিতে কহিল। তাহাহইলেই হিড়িম্বা পাণ্ডবদিগকে অনায়াসে বিপদহইতে উদ্ধার করিতে পারিবে। কিন্তু ভীমসেন হিড়িম্বার ভয়প্রদর্শনে কিংবা হিড়িম্বের ভয়ে ভীত না হইয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। হিড়িম্ব ক্রোধ-ভরে পাণ্ডবগণের নিকটে আসিয়া হিড়িম্বাকে তিরস্কারপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে নিধনকরিতে ধাবিত হইল। ভীমের সহিত দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল, ভীম বলপূর্ব্বক হিড়িম্বকে উর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক ঘূর্ণিত করিয়া ভীষণবেগে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন; এবং পশুবৎ সংহার করিলেন।

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইলে, পূর্ব্বদিক অরুণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে কৌরব-ভয়ে ভীত পাণ্ডবগণ দ্রুতপদে অন্যত্র চলিলেন। হিড়িম্বাও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ভীম, রাক্ষসীকে তাঁহাদের সঙ্গে আসিতে দেখিয়া

পদাঘাতে নিহত করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের নিষেধে মহাপাপকর স্ত্রীহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। হিড়িম্বা কুন্তীদেবীর নিকট কাতরভাবে আপন অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে, মাতা ও ভ্রাতার আদেশে ভীমসেন হিড়িম্বাকে বিবাহ করিলেন। যথাসময়ে হিড়িম্বার গর্ভে ভীমসেনের ঘটোৎকচনামে এক বীর পুত্র জন্মিল। হিড়িম্বা পুত্রসহ ও পাণ্ডবেরা মাতৃসহ অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। ঘটোৎকচ, পাণ্ডবদিগের পদে প্রণাম করিয়া প্রয়োজন হইলেই তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইবে বলিয়া বিদায় গ্রহণকরিল।

পাণ্ডবগণ শত্রুভয়ে ভীত হইয়া তাপসবেশে ত্রিগর্ত্ত, পাঞ্চাল, মৎস্য, কীচক প্রভৃতি দেশের বনমধ্যে ভ্রমণকরিতে করিতে একচক্রা নগরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় সহসা মহর্ষি বেদ-ব্যাসের সহিত পাণ্ডবগণের সাক্ষাৎকার লাভ হইল। ব্যাসদেব পাণ্ডবদিগকে অভয় প্রদানকরিয়া একচক্রা নগরীতে বাস-করিতে বলিলেন এবং পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত একচক্রাতেই অবস্থান করিতে কহিলেন। ব্যাসদেবের আদেশানুসারে পাণ্ডবগণ মায়ের সহিত একচক্রানগরীতে এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাসকরিতে লাগিলেন। তাঁহারা দিবাভাগ ভিক্ষা বা ভ্রমণে কাটাইয়া, রাত্রিতে মাত্র আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একদিন ভীমসেন ব্যতীত অপর চারি ভ্রাতা ভিক্ষার্থ গমন করিলেন। জননীর সহিত ভীমসেন আবাসে রহিলেন। এমত

সময়ে ঐ আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের গৃহে বিষম ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। রোদনধ্বনি শুনিয়া করুণাময়ী কুন্তীদেবী অবিলম্বে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে গমন করিয়া শুনিলেন, একচক্রার অদূরে বকনামে এক দুর্দ্দান্ত রাক্ষস বাসকরে। নাগরিকগণ তাঁহার অধিকারে বাসকরে, এজন্য রাক্ষস বকের ভোজনার্থ নগর-বাসিগণকে প্রতিদিন এক এক গৃহহইতে একটি মানুষ, দুইটা মহিষ ও কুড়ি খারী (২৫৬ মণ) চাউল দিতে হইত। আজ ব্রাহ্মণের পর্য্যায় (পালা) উপস্থিত, সুতরাং দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবার বিপদ্ বুঝিয়া আকুলভাবে ক্রন্দন করিতেছে। দয়াবতী কুন্তী আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের বিপদের বার্ত্তা শুনিতে পাইয়া ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ভীমসেনের নিকট সকল কথা কহিলেন। ভীম, জননীর আদেশে আশ্রয়দাতার উদ্ধারার্থ দুরাত্মা বকের নিধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

যুধিষ্ঠিরাদি ভিক্ষা করিয়া দিনান্তে আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলে কুন্তীদেবী তাঁহার নিকট বকের বৃত্তান্ত ও আপনার প্রতিশ্রুতির কথা বলিলেন। যুধিষ্ঠিরও দয়াময়ী মাতার অভিলাষ পূরণার্থ ভীমসেনকে বকবধে অনুমতি দিলেন। পরদিন দিনান্তে সর্ব্ববিধ খাদ্যসহ ভীমসেন বকের নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইয়া রাক্ষসকে আহ্বানপূর্ব্বক স্বয়ং অন্ন রাশি ভক্ষণকরিতে লাগিলেন। এতদ্দর্শনে বক অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া ভীমকে বধ করিবার জন্য দ্রুতপদে ধাবিত হইল। বীর শ্রেষ্ঠ ভীমসেন তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া একান্তমনে অবিচলিতভাবে ভোজন করিতে

লাগিলেন। ইহাতে রাক্ষসের রাগ অতিমাত্র বৃদ্ধি পাইল; সে ভীমসেনের পশ্চাতে গমন করিয়া শরীরের সমস্ত বলের সহিত ভীমপৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। ভীমসেন তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অন্নগুলি নিঃশেষে উদরস্থ করিয়া আচমন করিলেন। আচমন শেষ হইলে ভীমসেন দুর্দ্দান্ত বককে সবলে আকর্ষণ করিয়া সজোরে ভূতলে ফেলিলেন, এবং জানুদ্বারা উহার মেরুদণ্ড চাপিয়া ধরিয়া একহস্তে গ্রীবা ও অপর হস্তে কটির বসন ধারণ করিয়া এমত বলে আকর্ষণ করিলেন যে, উহাতেই বকের জীবন বহির্গত হইয়া গেল। ভীমসেনও স্বীয় আশ্রয়দাতার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রি প্রভাতে বকের পর্ব্বতাকার প্রকাণ্ড মৃতদেহ দর্শন করিয়া নগর-বাসিগিণ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহারা ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলে, তিনি প্রকৃত কথা গোপন করিয়া, 'এক মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বক বধ করিয়াছেন,' সকলকে এই কথা বলিলেন। বকের মৃত্যুতে সকলেই আনন্দিত হইলেন, পাণ্ডবেরাও পূর্ব্ববৎ ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা জনৈক ব্রাহ্মণ একচক্রানগরে পাণ্ডবগণের আবাসে অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণ কথা-প্রসঙ্গে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের যজ্ঞোদ্ভূতা কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সংবাদ প্রকাশ করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ কহিলেন, "ভরদ্বাজ মুনির পুত্র দ্রোণাচার্য্যের সহিত পাঞ্চাল রাজপুত্র দ্রুপদের বাল্য-প্রণয় ছিল। যথাকালে দ্রুপদ পাঞ্চালের রাজা হইলেন. এদিকে দ্রোণাচার্য্যও পরশুরামের

নিকট হইতে অস্ত্র বিদ্যায় নিপুণতা লাভ করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। বাল্যসখা দ্রোণ পাঞ্চালের রাজা, তাঁহার নিকট গেলে দরিদ্রতা ঘুচিবে মনে করিয়া দ্রোণ তথায় গেলেন; কিন্তু রাজ-পদ-লাভে অহঙ্কৃত দ্রুপদ দরিদ্র বলিয়া দ্রোণের সহিত বন্ধুতা স্বীকার করিলেন না। ইহাতে দুঃখিত হইয়া দ্রোণ হস্তিনানগরে গমন করিয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণের ধনুর্ব্বেদ শিক্ষক হইলেন। পরে শিষ্যবর্গ শিক্ষিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে দক্ষিণাস্বরূপ দ্রুপদকে ধৃত করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। অস্ত্রপারদর্শী পাণ্ডবপুত্র অর্জ্জুন অবিলম্বে দ্রুপদকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া গুরুহস্তে প্রদান করিলেন। অতঃপর দ্রোণ স্বয়ং পাঞ্চালের অর্দ্ধরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া অপরার্দ্ধ দ্রুপদকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং দ্রুপদের সহিত পুনরায় মিত্রতা স্থাপন করিলেন।”

“এইরূপ পরাজয়ে ও অবমানায় দ্রুপদ বড়ই রুষ্ট ও দুঃখিত হইল। সে দ্রোণের নিধনের জন্য পুত্রকামনা করিয়া যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত বহু মুনি ঋষির আশ্রমে গমন করিল। কিন্তু কেহই তাহার অভীষ্ট যজ্ঞ সম্পাদনে স্বীকৃত হইলেন না। পরে উপযাজ নামে এক মুনি দ্রুপদের জন্য পুত্রেষ্টি যাগ করিলেন, যজ্ঞে দ্রোণ-বিনাশক এক পুত্র উৎপন্ন হইল। অগ্নিসম তেজস্বী সুকুমার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ননামে পরিচিত হইল। দ্রুপদ-মহিষীর আকাঙ্ক্ষায় যজ্ঞকুণ্ডহইতে এক কৃষ্ণবর্ণা অতি সুন্দরী কন্যাও উৎপন্ন হইল; কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া তাহার নাম হইল কৃষ্ণা এবং যজ্ঞসমুদ্ভূতা

বলিয়া নাম হইল যাজ্ঞসেনী। দ্রোণ যথাকালে দ্রুপদের পুত্র লাভ সংবাদ শ্রবণ করিলেন। দৈব লঙ্ঘন করা কিংবা দৈবের অন্যথাচরণ করা কাহারও সাধ্য নহে মনে করিয়া, দ্রোণাচার্য্য আপন কীর্ত্তিস্থাপনের জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে আনয়ন করিয়া যত্নপূর্ব্বক অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণমুখে দ্রোণের ভাবী বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া কুন্তী ও পাণ্ডবগণ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। যাহা হউক, তাঁহারা কৃষ্ণার স্বয়ংবর উপলক্ষে পাঞ্চালে গমন করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। যথাকালে সকলে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত পাঞ্চাল যাত্রা করিলেন। এমত সময়ে মহর্ষি বেদব্যাস তথায় উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীর পূর্ব্ব-জন্ম-বৃত্তান্ত এবং মহাদেবের বরে তাঁহার পঞ্চস্বামী হইবার কথা ব্যক্ত করিলেন। পাণ্ডবগণ সন্তুষ্টচিত্তে ব্যাসপদে প্রণাম করিয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ভাগীরথীতীরবর্ত্তী সোমাশ্রয়ায়ণ তীর্থে গন্ধর্ব্ব চিত্ররথের সহিত পাণ্ডবগণের বিরোধ উপস্থিত হইল; অর্জ্জুন চিত্ররথকে পরাজিত ও ধৃত করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট উপ-স্থিত করিলেন। পরে চিত্ররথের পত্নীর প্রার্থনায় গন্ধর্ব্বকে মুক্ত করিয়া দিলেন। গন্ধর্ব্ব, অর্জ্জুনের সহিত বন্ধুতা করিয়া তাঁহাকে ইচ্ছামাত্র জগতের সমস্ত দর্শন করিবার জন্য 'চাক্ষুসী' নাম্নী বিদ্যা দানকরিলেন, অর্জ্জুনও তাঁহাকে ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করিলেন।

অতঃপর চিত্ররথের বাক্যানুসারে পাণ্ডবগণ উৎকোচক তীর্থে গমন করিয়া শ্রেয়োলাভার্থ মহর্ষি দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৌম্য ঋষিকে পৌরোহিত্যে বরণকরিলেন। তিনিও পাণ্ডুপুত্রগণের অবিচল বলবীর্য্য, অসীম উৎসাহ, তীক্ষ্ণতরবুদ্ধি ও ধর্ম্মভাব দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীতির সহিত পৌরোহিত্য স্বীকার করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণের মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়ন সম্পন্ন হইলে তাঁহারা মাতার সহিত দ্রৌপদীর স্বয়ংবর দর্শনার্থ পাঞ্চাল যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে স্বয়ংবর দর্শনার্থী অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত বহুবিধ কথোপকথন হইল। অবিলম্বে সকলে পাঞ্চাল রাজ্যের সুসজ্জিত রাজধানীতে উপনীত হইলেন। পাণ্ডবগণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ছদ্মবেশে এক কুম্ভকারের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

দ্রুপদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, অর্জ্জুনের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ দিবেন। এই অভিলাষ তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। জতুগৃহে পাণ্ডবগণের বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া— দ্রুপদ, কন্যার জন্য অভিলষিত পাত্রপ্রাপ্তির আশায় লক্ষ্যবেধের অনুষ্ঠান করিলেন। একটী কৃত্রিম আকাশযন্ত্র স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে লক্ষ্য স্থাপিতহইল এবং উহা বিদ্ধ করিবার জন্য দূরানম্য ধনুও নির্ম্মিত হইল। দ্রুপদ ঘোষণা করিলেন, "যিনি ধনুতে গুণ যোজনা করিয়া আকাশযন্ত্রস্থ লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তিনি যে জাতি কেন না হউন, দ্রৌপদী তাঁহারই গলে মাল্য প্রদান করিবেন।" ঘোষণা শুনিয়া চারিদিক হইতে

শত শত রাজপুত্র পাঞ্চালে আগমন করিলেন। পাঞ্চালের ঐশ্বর্য্য, রাজধানীর সৌন্দর্য্য ও স্বয়ংবর সভার সজ্জা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। স্বয়ংবরক্ষেত্র নৃত্যগীত ও অভিনয়ে সর্ব্বদা আমোদ-তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। এইরূপ আমোদকর ব্যাপারাদি দর্শন করিতে করিতে তথায় পাণ্ডবগণের পঞ্চদশ দিবস গত হইল।

অনন্তর ষোড়শ দিবসে বেশভূষা পরিহিতা, বিচিত্র কাঞ্চন-মালা শোভিতা, দ্রৌপদী সুন্দরী স্বয়ংবরক্ষেত্রে সমাগত হইল। পুরোহিতেরা বিধিপূর্ব্বক স্বস্ত্যয়ন করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন উপস্থিত রাজগণের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন, "যিনি এই ধনুকে গুণ যোজনা করিয়া—যন্ত্রছিদ্র-পথে পাঁচটী শর সন্ধানপূর্ব্বক লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিতে সমর্থ হইবেন—সেই কুলশীল রূপবান্ জনের হস্তে ভগিনী কৃষ্ণাকে প্রদান করিব।" এই বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন একে একে ভগিনীর নিকট রাজগণের পরিচয় প্রদানকরিলেন।

সমাগত রাজগণ দ্রৌপদীর অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মোহিত হইলেন। সকলেই দ্রৌপদীলাভার্থ অপরের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া লক্ষ্যবেধে উৎসুক ও উদ্যত হইলেন। বলদেবসহ শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ংবর সভায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-বর্গমধ্যে সমাসীন পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন—এবং উহারাই যে পাণ্ডব, বলদেবকে বারংবার সে কথা বলিলেন। বলদেবও পঞ্চ বিপ্রবেশীকে দর্শন করিয়া

হৃষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের দিকে সম্মতি-সূচক দৃষ্টিপাত করিলেন। অন্যান্য রাজগণ দ্রৌপদী-চিন্তায় এমন বিমুগ্ধ হইলেন যে, ছদ্ম-বেশধারী পঞ্চভ্রাতার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নিমিষের জন্যও আকৃষ্ট হইল না।

অতঃপর দুর্য্যোধন, শাল্ব, শল্য, অশ্বত্থামা, বিদেহরাজ, কলিঙ্গ-পতি, ক্রাথ-পাণ্ড্য-বক্র-যবনরাজ, বঙ্গাধিপতি প্রভৃতি রাজগণ নানা বিচিত্রবেশে সজ্জিত হইয়া স্বকীয় বাহুবল প্রদর্শনার্থ ধনু গ্রহণকরিলেন। কিন্তু কেহই ধনুরাকর্ষণ করিয়া তাহাতে জ্যাযোজনা করিতে সমর্থ হইলেন না; অধিকন্তু শরাসনে আহত হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের বস্ত্রালঙ্কারাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পড়িতে লাগিল; লজ্জিত হইয়া তাঁহারা মলিনমুখে—অবনতমস্তকে আসনে যাইয়া বসিলেন। কাহারও মুখে আর একটি কথাও বাহির হইল না—দ্রৌপদী-লাভের আশাও সম্পূর্ণ ঘুচিয়া গেল।

রাজগণ লক্ষ্যবেধে অকৃতকার্য্য হইলে মহাবীর কর্ণ গাত্রো-ত্থান করিয়া ধনুর্গ্রহণ করিলেন। কর্ণ ধনুকে জ্যাযোজনা করিয়া লক্ষ্যবেধে উদ্যত হইলে দ্রৌপদী সর্ব্বসমক্ষে দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।" দ্রৌপদীর এইরূপ প্রগল্ভ-পূর্ণ নির্ঘাত বাক্যে ক্রুদ্ধ কর্ণ অতিক্লেশে মনোভাব গোপন করিয়া হাসিমুখে সূর্য্যদর্শনপূর্ব্বক শরাসন ত্যাগ করিয়া আপন আসনে উপবেশন করিলেন।

অতঃপর, শিশুপাল লক্ষ্যবেধ করিবার আশায় ধনুর্দ্ধারণ

করিলেন। কিন্তু ধনুর্জ্যা-যোজনসময়ে তাহার আঘাতে ভগ্ন-জানু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। জরাসন্ধও ধনুর আঘাতে ভূপতিত হইয়া লজ্জায় সভা ত্যাগকরিলেন। ক্ষত্রিয় বীরগণের এইরূপ দুর্দ্দশা দর্শনকরিয়া অপর কোন রাজাই লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন না। সভা নীরব নিশ্চিষ্ট হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনরায় পূর্ব্ববৎ ঘোষণা বাণী উচ্চারণ করিতে -লাগিলেন।

এইরূপে রাজগণ পরাস্ত হইলে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘোষণা প্রচার করিলে বিপ্রবর্গের মধ্য হইতে ছদ্মবেশী অর্জ্জুন লক্ষ্যবেধ করিবার আশায় দণ্ডায়মান হইলেন। ক্ষত্রিয়গণের অকৃত-কার্য্যতা ও দুর্দ্দশা দর্শনে বিকলচিত্ত বিপ্রগণ, অর্জ্জুনকে দণ্ডায়-মান হইতে দেখিয়া মহা কোলাহল করিতে লাগিল। কেহ লক্ষ্য-বেধে উৎসাহ দিল, কেহ বাধা দিল, কেহবা আনন্দ কোলাহল করিয়া উঠিল। অপর কেহবা ব্রাহ্মণ জাতির লোভপরায়ণতা ও দ্রৌপদীর রূপ দর্শনে মুগ্ধচিত্ত বলিয়া অর্জ্জুনকে তিরস্কারপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের ভাবী লজ্জার জন্য নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন কাহারও কথায় নিবৃত্ত না হইয়া যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিতানুমতি লইয়া শরাসন গ্রহণ ও তাহাতে অবলীলাক্রমে গুণ যোজণাকরিলেন। পরে পাঁচটী শরে যন্ত্র-ছিদ্র-পথে লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিলেন। অর্জ্জুনের এই অসাধ্য-সাধন দেখিয়া চারিদিক্ আনন্দ-কোলাহল ও বাদ্যধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। অর্জ্জুনের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। নিবারণ-

কারী ব্রাহ্মণবর্গের বাগাড়ম্বরে ও গর্ব্ববাক্যে সভা মুখরিত হইয়া উঠিল।

দ্রুপদ, ছদ্মবেশী অর্জ্জুন-করে কন্যা দানকরিতে উদ্যত হইলে পরাজিত রাজগণ আপনাদিগকে অবমানিত মনে করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। সকলে মিলিত হইয়া দ্রুপদের প্রাণবধার্থ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। দ্রুপদ বিপদ্ দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় লইলেন। তখন ভীমার্জ্জুন দ্রুপদের প্রাণরক্ষার্থ অগ্রসর হইলে রাজগণের সহিত তাঁহাদের ভীষণ সমর উপস্থিত হইল। ভীমসেনের ভীষণ প্রহারে ও অর্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে রাজগণ পরাজিত হইলেন। পাণ্ডবগণও দ্রৌপদীসহ কুম্ভকারগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন গোপনে কুম্ভকার-গৃহে যাইয়া পাণ্ডবগণের যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, চিন্তাগ্রস্ত পিতাকে নিশ্চিন্ত ও আহ্লাদিত করিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের সহিত মহা-সমারোহে দ্রৌপদীর পরিণয় সাধিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণবেশী পঞ্চ ভ্রাতাকে পাণ্ডব বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। অনন্তর রাজগণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ছদ্মবেশধারী বিপ্রকে সমূলে বৃক্ষ উৎপাটন-পূর্ব্বক যুদ্ধে রত হইতে দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সন্দেহ দূর হইল। অতঃপর যুদ্ধাবসানে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কুম্ভকার-গৃহে গমন করিয়া পিতৃষ্বসার পদে প্রণাম এবং পরস্পর কুশল-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন।

বিবাহান্তে পাণ্ডবগণ দ্রুপদ-পুরেই বাস করিতে লাগিলেন,

সদাচারশালিনী, চারুশীলা বধূ পাইয়া কুন্তী অতিশয় আনন্দিতা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ, বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ বহু দ্রব্য পাণ্ডবগণের নিকট প্রেরণকরিলেন। তাঁহারাও আনন্দিত অন্তরে কৃষ্ণ-প্রেরিত উপহার-দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পরমসুখে মাতা ও পত্নীর সহিত পঞ্চালরাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে কৌরবের নিয়োজিত গুপ্তচরগণ রাজগণের নিকট সংবাদ দিল যে, "পাণ্ডবগণ জীবিত আছে, জতুগৃহদাহে তাঁহাদের মৃত্যু হয় নাই। তাহারাই দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে রাজগণের অসাধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া দ্রৌপদী লাভকরিয়াছে।" এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন এবং পাণ্ডবদিগকে জীবিত জানিয়া হৃষ্টমনে স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। কেবল দুর্য্যোধনের ও কৌরবপক্ষীয়দিগের হৃদয় বিষাদে সমাচ্ছন্ন হইল। তাঁহারা নানা আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পাণ্ডবকাহিনী প্রচারিত করিলেন। বিদুর সকল কথা শুনিলেন, শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তিনি অবিলম্বে অন্ধরাজকে পাণ্ডবগণের সর্ব্বপ্রকার শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রও এ সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর দুর্য্যোধন ও কর্ণ অন্ধরাজকে নির্জ্জন-স্থানে লইয়া পাণ্ডবগণের অনিষ্ট-সাধনের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে নিহত বা হীনবল করিবার জন্য অনেক প্রকার যুক্তি কহিলেন, কর্ণ বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার

সকল কথারই অসারতা প্রতিপাদন করিলেন। পরে কর্ণ কহিলেন,—"দুর্য্যোধন! কৌশলে পাণ্ডবগণের অনিষ্ট চেষ্টা বৃথা, কারণ বাল্যকাল হইতে বহুবার তদ্রূপ চেষ্টা করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। এখনত তাহারা সহায়সম্পন্ন; সুতরাং কৌশলে তাঁহাদের কোনিরূপ অনিষ্ট করিতে পারিবে না। পাণ্ডবগণ জিতেন্দ্রিয়, সতত সাবধান; অতএব কোন প্রকার ব্যসনে তাঁহাদিগকে কলুষিত করিতে পারিবে না। দৈব তাঁহাদের সহায় বলিয়াই পাণ্ডবগণ অসাধ্যসাধনে সমর্থ হইতেছে। পাণ্ডবগণ সকলেই দ্রৌপদীকে সমভাবে প্রীতিকরে সুতরাং তাঁহাদের সৌভ্রাত্র বিনষ্টকরা কিছুতেই অল্পায়াসসাধ্য নহে। পক্ষান্তরে পাণ্ডবগণকে দীনহীন, অসহায় দর্শন করিয়াও যখন দ্রৌপদী হৃষ্টমনে তাঁহাদ্দিগকেই বরণ করিয়াছে, তখন পাণ্ডবগণের প্রতি দ্রৌপদীর মন বিরক্ত করাও অসম্ভব। বিশেষতঃ রমণীর বহুপতিত্ব অতিশয় আদরণীয়; কৃষ্ণা বিনাকৌশলেই তাহা লাভ করিয়াছে। অতএর কিছুতেই দ্রৌপদীর মনে পাণ্ডববিদ্বেষ জন্মাইতে পারিবে না। পাণ্ডবহিতৈষী সপুত্র দ্রুপদ, কখনও অর্থের লোভে পাণ্ডবগণের পক্ষ ত্যাগ কিংবা তাঁহাদের অনিষ্ট করিবে না। পাণ্ডবক্ষয়ের একটি মাত্র পথ আছে—এখন তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়; সে পথ যুদ্ধ। পাণ্ডবগণ ধনরত্ন ও স্বজনবান্ধবাদি সহায়ে বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে নিধন করা কিংবা আশ্রয়হীন করাই একমাত্র পন্থা।"

"আমাদের পক্ষ সবল ও পাণ্ডবপক্ষ দুর্ব্বল থাকিতে অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য। যাবৎ তাঁহারা গান্ধার রাজ্যের সহায়তা না পায়, পাঞ্চালগণ যে পর্য্যন্ত উহাদের সহায়তায় অগ্রসর না হয়, শ্রীকৃষ্ণ যাদবীয় সেনা লইয়া যাবৎ পাণ্ডবগণের পক্ষাবলম্বন না করে, তাবৎকালের মধ্যে তাঁহাদিগকে প্রবলবলে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য। তাহাতেই তাঁহারা নিহত হইবে—দুর্য্যোধন নিঃশত্রু ও নিষ্কণ্টক হইয়া নিখিল সাম্রাজ্য ভোগে সমর্থ হইবে।"

ধৃতরাষ্ট্র সকল কথা শুনিয়া কর্ণের অশেষ প্রশংসা করিলেন। পরে ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। রাজাদেশে ভীষ্ম দ্রোণাদি অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় অবগত হইলেন। তখন ভীষ্মদেব বলিলেন, "ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু আমার নিকট সমান। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের ন্যায় পাণ্ডুপুত্রগণও আমার রক্ষণীয়। সুতরাং আমার মতে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। বরঞ্চ অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান করিয়া তাহাদিগের সহিত সন্ধি করাই কর্ত্তব্য। দুর্য্যোধন যেমন হস্তিনাকে আপন পৈতৃক রাজ্য মনে করিতেছে, হস্তিনা পাণ্ডবগণেরও তেমনই পৈতৃকরাজ্য।" এই বলিয়া ভীষ্মদেব ধৃতরাষ্ট্রকে অশেষ উপদেশ প্রদান করিলেন। আচার্য্য দ্রোণও ভীষ্মদেবের যুক্তির অনুসরণ করিবার জন্যই ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করিলেন।

মহাত্মা ভীষ্মদেব ও আচার্য্য দ্রোণের বাক্য দুষ্টবুদ্ধি কর্ণের

মনোমত হইল না। সে গল্পচ্ছলে দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতিকে মূর্খ, স্বার্থপর, ও রাজদ্রোহী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিল। মহারথী আচার্য্য কর্ণের বাক্যে অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন। তিনি কঠোর বাক্যে উত্তর করিলেন, "কর্ণ! দুষ্ট! দুরাশয়! তুমি আমাদের সদ্‌যুক্তির কেন কদর্থ করিতেছ? যদি ক্ষমতা থাকে, তবে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট যুক্তি দেখাও। কিন্তু আমি ও ভীষ্ম যাহা বলিলাম, যদি তাহার অন্যথা কর, তবে নিশ্চয়ই কুরুবংশ অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।" মহামতি বিদুরও ধীরভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষ্ম ও দ্রোণের যুক্তি গ্রহণ করিতে বলিলেন এবং পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিয়া জতু-গৃহদাহের কলঙ্ক হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে কহিলেন। পাণ্ডবদিগকে রাজ্যদান করিয়া প্রজাবর্গের সন্তোষসাধন, তাহাদের প্রীতি আকর্ষণ ও পাণ্ডব-শ্বশুর পাঞ্চালরাজকে সহায় লাভ করিবার জন্য বুদ্ধিমান বিদুর বিশেষভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র—পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদানে সম্মতিদিলেন এবং বিদুরকেই পাণ্ডবদিগকে আনয়ন করিবার জন্য পাঞ্চালে প্রেরণ করিলেন।

বিদুর যথাকালে পাঞ্চালরাজ্যে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ ও পাণ্ডব-দিগকে সভামধ্যে নিরীক্ষণ করিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া মঙ্গল জ্ঞাত হইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি জানাইলেন। পাণ্ডবগণও দ্রুপদ ও শ্রীকৃষ্ণে

অভিমত গ্রহণ করিয়া মাতা ও পত্নীসহ হস্তিনায় গমন করিলেন। অন্ধরাজ, পাণ্ডবগণের আগমন সংবাদ শুনিয়া বিশেষ সমারোহে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন; পৌর ও নাগরিকগণ পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। পাণ্ডবগণও গুরুজনের পাদবন্দনা করিয়া বিশ্রামার্থ স্ব-স্ব-ভবনে গমন করিলেন।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম, পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিয়া অর্দ্ধরাজ্য প্রদানপূর্ব্বক খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে অনুমতি দিলেন। পাণ্ডবগণ রাজাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন। তথায় বিপুলবিস্তার নগর স্থাপনকরিয়া পরমসুখে বাসকরিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের সুশাসনে প্রজাবৃন্দের সুখ-সমৃদ্ধির আর অবধি রহিল না।

একদা পাণ্ডবগণ সুখে আসীন আছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিতহইলেন। তাঁহারা দেবর্ষিকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও পূজা করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন এবং অন্তঃপুরে দ্রৌপদী-সমীপে দেবর্ষির আগমনবার্ত্তা প্রেরণকরিলেন। দ্রৌপদীও সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র তথায় আসিয়া নারদের পাদবন্দনা করিলেন। দেবর্ষি, কল্যাণী দ্রৌপদীকে বিবিধরূপে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত নানা কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে পরস্পরের সৌহৃদ্য ও সৌভ্রাত্র অব্যাহত রাখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পাণ্ডবগণ দেবর্ষি নারদের যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই নিয়মে

পরস্পরে আবদ্ধ হইলেন যে, "পঞ্চ ভ্রাতার এক জন যখন দ্রৌপদীর গৃহে অবস্থান করিবেন, তখন অপর ভ্রাতা তথায় উপস্থিত হইবেন না। এই নিয়ম যিনি ভঙ্গ করিবেন তিনি দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বনবাসী থাকিবেন।"

পাণ্ডবগণ শস্ত্র-বলে শত্রুশাসন ও শাস্ত্রমতে প্রজাপালন করিয়া পত্নীসহ সুখে কাল হরণকরিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীও কায়মনোবাক্যে পতিগণের পরিচর্য্যা, পুরবাসিগণের পদোচিত সম্মান বিধান করিয়া—সুখে কাল হরণকরিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে, দেশ দোষহীন, দুঃখ-ব্যাধি-বিরহিত ও ধনরত্ন-পূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে বহুদিন অতীত হইল।

একদা কতিপয় তস্কর জনৈক ব্রাহ্মণের গবী হরণ করিয়া লইল। ব্রাহ্মণ গবীরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে খাণ্ডবপ্রস্থে উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণের ক্রন্দন শব্দ শুনিয়া ধনঞ্জয় তাঁহাকে অভয় প্রদানকরিলেন। এবং তাঁহার গবী উদ্ধার করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া অস্ত্রগৃহে গমন করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন দ্রৌপদীসহ অস্ত্রাগারে উপবিষ্ট ছিলেন, সুতরাং নারদকৃত নিয়ম স্মরণ করিয়া অর্জ্জুন তথায় সহসা প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণের ক্রন্দনে আকুলহৃদয় হইয়া এবং ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিলে অধর্ম্ম ঘটিবে ভাবিয়া, অস্ত্রাগারে প্রবেশপূর্ব্বক অস্ত্র লইলেন। অবিলম্বে সেই তস্করহস্ত হইতে গোধন উদ্ধার

করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। অতঃপর নারদকৃত নিয়ম প্রতিপালনার্থ দ্বাদশবর্ষ বনবাসের জন্য যুধিষ্ঠির-সমীপে অনুমতি চাহিলেন। যুধিষ্ঠির, কোনরূপে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া অতিকষ্টে বনগমনে অনুমতি দিলেন। অর্জ্জুনও অনতি-বিলম্বে ব্রহ্মচারীর বেশে বনে প্রস্থান করিলেন।

ধনঞ্জয় বনযাত্রা করিলে ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণগণও তাঁহার সহিত বনে গমন করিলেন। তাঁহারা নানা নদ, নদী, সরোবর, অরণ্য, পর্ব্বতাদি অতিক্রম করিয়া গঙ্গাদ্বারে উপনীত হইলেন এবং তথায় আশ্রম নির্ম্মাণকরিয়া বাসকরিতে লাগিলেন। গঙ্গাদ্বারে নাগকন্যা উলুপীকে বিবাহ করিলে, অর্জ্জুন—"জলচর জীবদিগকে জয় করিতে পারিবেন" এই বর লাভকরিলেন। অতঃপর তথা হইতে তাঁহারা তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে গয়া-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে কলিঙ্গদেশ হইয়া অত্যল্প সঙ্গিসহ পার্থ মহেন্দ্রপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মণিপুরে গমন করিলেন। অর্জ্জুন মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণি গ্রহণকরিলেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জ্জুনের বভ্রুবাহন নামে এক পুত্র জন্মিল। অনন্তর অর্জ্জুন, দক্ষিণসাগরের পবিত্র তীর্থ সকল ভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্চতীর্থনামক স্থানে কুম্ভীররূপা বর্গানাম্নী অপ্সরীকে উদ্ধারপূর্ব্বক পুনরায় মণিপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার পর অপরান্তক দেশের তাবৎ তীর্থ ভ্রমণকরিয়া মহাবীর অর্জ্জুন অবশেষে প্রভাসে উপনীত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ শুনিতে পাইলেন, প্রিয়সখা অর্জ্জুন প্রভাসে আসিয়াছেন, অমনি তিনি অর্জ্জুন-সমীপে উপস্থিত হইলেন। পরস্পরে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া পরম পরিতোষ লাভকরিলেন। বিশ্রামাদির পর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে স্বকীয় তীর্থযাত্রার কারণ বর্ণন করিলেন। অর্জ্জুনের বাসের জন্য শ্রীকৃষ্ণের সাধের প্রভাস সুসজ্জিত এবং তাঁহার সন্তুষ্টি সাধনের জন্য বিবিধ মনোহর বস্তু সংগৃহীত হইল। অর্জ্জুন যথাবিধি আহারাদি সমাপন-পূর্ব্বক পরিজন-পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে তীর্থভ্রমণের বিবরণ সকল বর্ণন করিলেন। তদ্বিবরণ শ্রবণে সকলেই যুগপৎ হর্ষবিষাদে মগ্ন হইলেন এবং একবাক্যে পার্থের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

পরদিন প্রাতেই অর্জ্জুন যদুপুরী দ্বারকায় গমন করিলেন। দ্বারকাবাসিগণ অর্জ্জুনের অভ্যর্থনার্থ অনুপম সজ্জায় দ্বারকাপুরী সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। পার্থ উপস্থিত হইলে নাগরীকগণ তথায় নানা উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করিতে লাগিল।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞায় রৈবতক পর্ব্বতে মহোৎসব আরম্ভ হইল। অন্ধক ও যাদবগণ উৎসবামোদে মত্ত হইল। পর্ব্বতপার্শ্বস্থ স্থানসমূহ অট্টালিকা ও ফলবান্ বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত হইল। রেবতীসহ বলদেব, সহস্র অঙ্গনাসহ রাজা উগ্রসেন, রুক্মিণীনন্দন শাম্ব, অক্রূর, সারণ, সাত্যক, সাত্যকী, উদ্ধব প্রভৃতি যাদবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে উৎসবা-

নন্দে যোগ দানকরিলেন। শ্রীকৃষ্ণও পার্থের সহিত এই উৎসবে যোগ দানকরিলেন। উৎসব ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্বভূষণ-বিভূষিতা অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী সুভদ্রা সহসা পার্থের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে দর্শন করিয়া অতিমাত্র মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার অন্তরও ঈষৎ চঞ্চল হইল। সুভদ্রাও অর্জ্জুনকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, মনের ভাব মুখে প্রকাশ পাইল! তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "সখে! ইনি আমার বৈমাত্রেয় ভগিনী, সারণের সহোদরা; ইহার নাম সুভদ্রা।" শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্ট বুঝিলেন, পার্থ সুভদ্রার প্রতি অনুরাগী সুতরাং তিনি স্বয়ংবর উপলক্ষে সুভদ্রাকে হরণ করিতে ইঙ্গিতে পরামর্শ দিলেন। অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রপ্রস্থে দূত প্রেরণ করিয়া এবিষয়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মতিও গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-সারথি দারুকও প্রভুর ইঙ্গিতে রথাদিসহ অর্জ্জুনের সহায়তা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

এদিকে সুভদ্রাদেবী বৈরতকের উৎসবে গমনপূর্ব্বক দেবতার আশীর্ব্বাদ লইয়া দ্বারকায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সামরিক বেশে সুসজ্জিত অর্জ্জুন বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে শ্রীকৃষ্ণের রথে তুলিয়া লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থের অভিমুখে দ্রুত রথচালনা করিলেন। যাদবসৈন্যগণ সহসা সুভদ্রাকে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক অপহৃতা দর্শন করিয়া কোলাহলে দিক্ পূর্ণকরিল। কেহ কেহ দ্রুতগতি যাইয়া রাজসভায় সুভদ্রাহরণের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। তৎক্ষণাৎ ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ

গম্ভীররবে ভেরী বাজাইয়া যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইল। যাদবগণ অর্জ্জুনের এই অবৈধ অত্যাচার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রায় উদ্যোগী হইলেন।

যাদবদিগকে অতিশয় ক্রোধান্বিত ও যুদ্ধগমনে উদ্যোগী অথচ শ্রীকৃষ্ণকে নীরব নিশ্চেষ্ট দর্শনে বলদেব সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বীরগণ! তোমরা এ কি করিতেছ? তোমরা যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ করিতেছ; কিন্তু এদিকে দেখ জনার্দ্দন এসকল বিষয়ে নীরব! সুতরাং তোমরা পূর্ব্বে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হও, পরে যুদ্ধে গমন কর, কিংবা যুদ্ধসজ্জা পরিত্যাগ কর। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় না জানিয়া বৃথা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া লাভ কি?" বলদেবের এই কথা শুনিয়া যাদবগণ শান্তভাব অবলম্বন করিল, সকলে মৌনভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিল।

তখন বলদেব নিশ্চিন্তচিত্তবৎ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাসুদেব! সকলে তোমার মুখেরদিকে চাহিয়া রহিয়াছে, তবে তুমি নীরব আছ কেন? তোমার অনুরোধেই আমরা অর্জ্জুনকে বড় আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলাম, বহুবিধ সামগ্রীদ্বারা তাঁহার তুষ্টিসাধন করিয়াছিলাম! পাপিষ্ঠ পার্থ যদুকুল কলঙ্কিত করিয়া সেই সৎকারের উপযুক্ত প্রতিফলই দিয়াছে! অর্জ্জুনের এই অত্যাচার আমরা কিরূপে সহ্য করিব?" এই বলিতে বলিতে হলধর ক্রোধাবেগে তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনকে

আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। যাদবগণও বলদেবের সমর্থন করিতে লাগিল।

সকলকে এইরূপ ক্রুদ্ধ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন,—"বীরগণ! আমার কথা শুন। মহাবীর অর্জ্জুন সুভদ্রা হরণ করিয়া আমাদের বংশের অবমাননা করেন নাই, বরং ইহাতে বংশের সম্মানই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ সব্যসাচী আমাদিগকে অর্থলোভী মনে করে না; তাই তিনি অর্থের বিনিময়ে কন্যাগ্রহণে চেষ্টা করেন নাই। স্বয়ংবরে কন্যালাভ সহজ নহে, এজন্যই অর্জ্জুন স্বয়ংবরে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন নাই। আমার মনে হয়, চারিদিকের নানা অসুবিধা ও দোষ আলোচনা করিয়াই অর্জ্জুন সুভদ্রাকে স্বীয়বলে হরণ করিয়াছে। অর্জ্জুন সামান্য কেহ নহে; সে বীর, যশস্বী, সকল গুণে গুণবান্; কুন্তিভোজের দৌহিত্র। অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক গৃহীতা হওয়াতে সুভদ্রা যশস্বিনী হইবে। অর্জ্জুন ভরতবংশের অলঙ্কার। আমার রথ ও অশ্ব এবং আমি যদি অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হই, তাহাহইলে ত্রিলোকের সকলে একত্র হইলেও পার্থকে পরাজিত করিতে পারে না। সুতরাং আমার বিবেচনায় সান্ত্বনাবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া পার্থকে ফিরাইয়া আনাই কর্ত্তব্য।" শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি শুনিয়া যাদবগণ তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনকে ফিরাইয়া আনিল এবং যথেষ্ট সৎকৃত করিল। সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ সম্পন্ন হইল। পরিণয়ের পর অর্জ্জুন এক বৎসরকাল দ্বারকায় অবস্থান করিলেন। অনন্তর তথা হইতে পুষ্করতীর্থে

ভ্রমণপূর্ব্বক সুভদ্রাসহ খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বনবাসের দ্বাদশবর্ষ অতীত হইয়া গেল।

অর্জ্জুন বনবাসান্তে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইলেন। রূপ-গুণ-সম্পন্না মনোমত বধূ পাইয়া কুন্তীদেবীর আহ্লাদের আর সীমা রহিল না।

এদিকে মাধব ও বলদেব প্রভৃত উপহার দ্রব্যসহ খাণ্ডবপ্রস্থে আগমন এবং তৎসমুদয় সুভদ্রা ও সব্যসাচীকে অর্পণ করিলেন। পাণ্ডবগণ ও সতী সুভদ্রা কৃষ্ণ-দত্ত উপহার দ্রব্য লাভকরিয়া আহ্লাদে মগ্নহইলেন। যাদবগণের আগমনে খাণ্ডবপ্রস্থ উৎসব আমোদে ভাসমান হইল। বহুদিন অবস্থানের পরে স্বজনাদিসহ বলদেব দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন, কেবল শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডবপ্রস্থে রহিলেন।

যথাকালে সুভদ্রা অভিমন্যু নামে এক পুত্র প্রসব করিলেন। বাল্যকাল হইতেই বালক অভিমন্যু শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় হইল। বালকের শরচ্চন্দ্র-সঙ্কাশ দিব্য মুখমণ্ডল দর্শনকরিয়া পৌর ও নাগরিকগণ অতিশয় আনন্দিত হইল। বাসুদেব স্বয়ং বালকের জাতকর্ম্মাদি সকল শুভকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। দিন দিন অভিমন্যু চন্দ্রকলার ন্যায় দীপ্তি লাভকরিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। বালক একে একে পিতার নিকট সমুদয় ধনুর্ব্বেদ ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্র শিক্ষা করিল। এই সময় মধ্যে দ্রৌপদীও যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ, ভীম হইতে সুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকর্ম্মা, নকুল হইতে শতানীক ও সহদের

হইতে শ্রুতসেন নামে পঞ্চপুত্র লাভ করিলেন। দ্রৌপদীর পাঁচপুত্রও অৰ্জ্জুনের নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিল। পাণ্ডবগণ পত্নীপুত্রাদি সহ পরমসুখে খাণ্ডবপ্রস্থে বাসকরিতে লাগিলেন।

ক্রমে গ্রীষ্মকাল সমাগত হইলে জীবগণ অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। একদা মহাবীর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে, "চল আমরা সুহৃদ্‌বর্গের সহিত যমুনায় জলবিহার করিতে যাই।" শ্রীকৃষ্ণ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে পাণ্ডবগণ স্বজনবর্গ-সহ যমুনায় জলবিহারার্থ গমনকরিলেন। সকলে জলবিহারে মত্ত হইয়া নিজ নিজ অভিলাষানুরূপ আচরণে রত হইল; কিন্তু কৃষ্ণার্জ্জুন এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া নানা কথায় কাল যাপনকরিতে লাগিলেন। এমত সময়ে সহসা তথায় এক অতি তেজস্বী ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ কৃষ্ণার্জ্জুনকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া কহিলেন, "আমি অগ্নি, শ্বেতকী (মরুত্ত) রাজার শতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে অজস্র হবির্ভক্ষণ করিয়া আমি বিকৃত ও মলিন হইয়া যাইতেছি।" এই কথা বলিয়া অর্জ্জুনকে খাণ্ডববন দগ্ধ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে, পার্থ তাহাতে সম্মত হইলেন। অনন্তর অগ্নি খাণ্ডব দাহনের সাহায্যকল্পে বরুণের নিকট হইতে কপিধ্বজ রথ, গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং চক্র আনয়ন করিয়া চক্র কৃষ্ণকে ও অন্যান্য অর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন। তাঁহারাও স্ব-বলে খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়া অগ্নির তৃপ্তিসাধন করিলেন।

অর্জ্জুনাস্ত্রে খাণ্ডব দগ্ধ হইতে লাগিল। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় দানব "ময়" প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। অগ্নির প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ ময়দানবকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু সে প্রাণভয়ে পার্থের শরণ লইল। শরণাগতপালক পার্থ ময়দানবের জীবন দানকরিলেন। পঞ্চদশদিবসে খাণ্ডব বন নিঃশেষে ভস্মীভূত হইল, ময় ব্যতীত খাণ্ডববনস্থিত সমুদয় পশু পক্ষী ও প্রাণী অগ্নির আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিল। তখন ইন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া এই অসাধ্য সাধনের জন্য অর্জ্জুনকে স্বকীয় সমুদয় অস্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণকে, পার্থসহ চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব বর্ত্তমান থাকিবার বর প্রদানকরিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন পুনরায় যমুনাকূলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

———o———

সভা-পর্ব্ব।

খাণ্ডব বন দগ্ধ হইলে দানব ময় বারংবার অর্জ্জুনের নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ-পূর্ব্বক, তাঁহারা কোনও উপকার করিবার জন্য ব্যগ্রতা জানাইতে লাগিল। অর্জ্জুন উপকারের প্রার্থী না হইলেও ময় বারংবার তাঁহার উপকার করিবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিল। ময়দানবের প্রার্থনা পরিহার করিতে না পারিয়া অর্জ্জুন তাহাকে 'শ্রীকৃষ্ণের কোনও উপকার' করিবার জন্য অনুজ্ঞা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ময়দানবকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য, মনুষ্যের অনুকরণের অতীত, এক অদ্ভুত সভা নির্ম্মাণপূর্ব্বক উপকার করিতে কহিলেন। দানবশ্রেষ্ঠ ময় হৃষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুযায়ী সভা নির্ম্মাণ করিতে উদ্যোগী হইল। সভাক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য পাঁচ হাজার হাত ভূমি নির্দ্দিষ্ট হইল।

খাণ্ডবপ্রস্থে কিয়ৎকাল বাসের পর কৃষ্ণ কুন্তীচরণে প্রণাম এবং ভদ্রাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া—দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। পাণ্ডবগণ প্রীতিবশতঃ বহুদূর পর্য্যন্ত কৃষ্ণসহ গমন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণও দ্বারকায় প্রবেশ করিয়া ক্রমে পিতা, জননী, বলভদ্র ও অন্যান্য গুরুজনকে প্রণাম করিয়া প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, গদ, চারুদেষ্ণ,

ভানু, অনিরুদ্ধ প্রভৃতিকে আশীর্ব্বাদ ও স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া রুক্মিণীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে ময় যুধিষ্ঠিরের সভা নির্ম্মাণের জন্য দ্রব্যাদি আহরণার্থ প্রস্থান করিল। কিয়ৎকাল পর কৈলাস পর্ব্বতের উত্তর দিকস্থ এক বিশাল পর্ব্বতহইতে সভা-নির্ম্মাণের উপযোগী বিবিধ রত্ন, বরুণ হইতে দেবদত্ত শঙ্খ ও মহাগদা লইয়া সে খাণ্ডবপ্রস্থে ফিরিয়া আসিল। গদা বৃকোদরকে এবং শঙ্খ সব্যসাচীকে প্রদানকরাহইল। সমাহৃত দ্রব্যাদি দ্বারা শিল্পিশ্রেষ্ঠ ময় অতি অপূর্ব্ব এক সভা নির্ম্মাণ করিল। উহার কোথাও রত্নফলশোভী কনক-তরু, কোথাও স্ফটিক-সোপানখচিত স্বচ্ছ-সলিল সরোবর, সরোবরে বৈদুর্য্যমণির পত্রশোভিত মণিময় মৃণালে কনককমল শোভা পাইতেছে। হংস, কারণ্ডব, সারস, মরাল প্রভৃতি জলচর পক্ষিসমূহ সরোবরে সতত ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। সভার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণকৌশলে জলে স্থল ও স্থলে জল ভ্রম হইল। সুগন্ধ কুসুম, মৃদুমন্দ সমীরণ, ছায়াবহুল বৃক্ষে ঐ সভাস্থল অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। রক্তাক্ষ, পিঙ্গলাক্ষ, মহাকায়, শুক্তিকর্ণ, ঘোরবর্ণ, নভশ্চর, অষ্টসহস্র রাক্ষস প্রতিনিয়ত সতর্কতার সহিত এই সভা রক্ষা করিত, আবশ্যক হইলে উহা বহন করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইত। চতুর্দ্দশ মাসে এই অপূর্ব্ব সভার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করিয়া ময় মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সেই সংবাদ প্রেরণ করিল। ধর্ম্মরাজও শাস্ত্রবিহিত মঙ্গলাচার সম্পাদনপূর্ব্বক মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও

নানাদেশীয় রাজগণের সহিত শুভদিনে সভায় প্রবেশ করিলেন। দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও ভূপতিবর্গ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এইরূপ সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা ও পূজা করিলেন। দেবর্ষি নারদ সন্তুষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য-সংক্রান্ত বহুবিধ তথ্য প্রশ্নচ্ছলে জ্ঞাপন করিলেন। দেবর্ষির সহিত যুধিষ্ঠিরের সভা সম্বন্ধে বহুবিধ কথোপকথন হইলে, নারদ যুধিষ্ঠিরের সভার প্রশংসা করিয়া ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের ও ব্রহ্মসভার বর্ণনা করিলেন। এইরূপে কথোপকথন প্রসঙ্গে দেবর্ষি নারদ রাজসূয় মহাযজ্ঞের ফল বর্ণনকরিয়া দশার্হ (দ্বারকা) নগরে গমন করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও রাজসূয় যজ্ঞ কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে তাহার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয়-সম্পাদনে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া প্রজাবর্গের হিতসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপরায়ণতা, মহাশক্তি ভীমসেনের পালন, মহাবীর সব্যসাচী অর্জ্জুনের শত্রুজয়, নকুলের অকৃত্রিম বিনয় বাক্য ও ধীমান্ সহদেবের ধর্ম্মানুশাসনে রাজ্য বিগ্রহ-ভয়শূন্য ও নিরাপদ্ হইল। প্রজাবৃন্দের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অন্ত রহিল না। অমাত্য, মুনি, ঋষি, পুরোহিত, ঋত্বিক ও ভ্রাতৃগণ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির মনে মনে সকলের উৎসাহ-বাক্য আলোচনা করিয়া

শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিবার জন্য অবিলম্বে দ্বারকায় দূত প্রেরণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের আহ্বান মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া খাণ্ডব প্রস্থে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজের সকল কথা শুনিয়া তিনিও তাঁহাকে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনে যুক্তি প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "রাজসূয় যজ্ঞ করিতে হইলে পৃথিবীস্থ ভূপালবর্গকে পরাজিত ও অনুগত করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা অভিষিক্ত হইতে হয়। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত বীর জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে, সকল রাজাকে বশীভূত করা অসাধ্য হইবে। কেননা জরাসন্ধ স্বয়ং রাজসূয়যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত বহু ভূপতিকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। এই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ জরাসন্ধকে পরাজিত ও নিহত করিয়া যদি বন্দীভূত রাজাদিগকে মুক্ত করা যায়, তাহাহইলে, তাঁহারা কৃতজ্ঞচিত্তে যুধিষ্ঠিরের অধীনতা স্বীকার করিবেন। সুতরাং এক যুদ্ধেই বহুযুদ্ধের ফললাভ ও রাজসূয় যজ্ঞের পথ সুগম হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি শ্রবণ করিয়া মহাবীর ভীমসেনও জরাসন্ধ বধেই অভিমত দিলেন। বাসুদেব বলিলেন, "পাপিষ্ঠ জরাসন্ধ রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই। অপিচ বন্দীর সংখ্যা একশত পূর্ণ করিয়া সে ঐ এক শত নৃপতির মুণ্ড ছেদনকরিতে অভিলাষী। এপর্য্যন্ত ছিয়াশি জন রাজা জরাসন্ধ-কারাগারে বন্দী আছেন; আর চৌদ্দজন রাজাকে বন্দী করিতে পারিলেই জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে বলি দিবে।

এহেন দুরাচারকে যিনি পরাস্ত করিতে পারিবেন, তিনিই জগতে যশস্বী হইবেন, তাঁহারাই সাম্রাজ্য লাভহইবে।" এই সকল কথায় যুধিষ্ঠির জরাসন্ধের অজেয়তা স্মরণ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের চেষ্টাহইতে নিবৃত্ত হইবার কল্পনা করিলেন। এমন সময়ে মহাবীর গাণ্ডীবী তথায় উপস্থিত হইয়া জ্বলন্তবাক্যে যুধিষ্ঠিরের চিত্তের অবসাদ দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনের উৎসাহবাক্য সমর্থন করিয়া—তেজোময় নীতিগর্ভবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহ প্রদান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিপূর্ণ উৎসাহবাক্যে ও অর্জ্জুনের ওজস্বিতায় যুধিষ্ঠিরের অন্তরের জড়তা দূর হইল, তিনি জরাসন্ধবধে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণসহ ভীম ও অর্জ্জুন জরাসন্ধ-বধার্থ স্নাতক বিপ্রের বেশে মগধাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বিপ্রবেশ-ধারী বীরত্রয় ক্রমে কুরু, কুরুজাঙ্গল, কোশল, মিথিলা প্রভৃতি দেশ অতিক্রম করিয়া মগধে উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব দূর হইতে বৃকোদর ও অর্জ্জুনকে চৈত্যক, বৃষভ, ঋষি, বরাহ ও বৈহার এই পঞ্চপর্ব্বত-শোভিত সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় গিরিব্রজ নগর দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহারা অনতিবিলম্বে জরাসন্ধের রাজধানীতে উপনীত হইলেন।

জরাসন্ধ-পুরে প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে তত্রত্য গম্ভীরনাদী ভেরীত্রয় ভঙ্গ করিয়া চৈত্যশৃঙ্গ বিনষ্ট করিলেন। পরে বীরত্রয় বাহুযুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া রাজপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা ক্রমে তিন কক্ষ অতিক্রম-

পূর্ব্বক জরাসন্ধের সমীপে উপস্থিত হইয়া, অভ্যর্থনা-গ্রহণপূর্ব্বক, *অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিবেন বলিলেন।* যথাকালে জরাসন্ধ, ছদ্মবেশী বীরত্রয়ের সমীপে উপনীত হইলে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিয়া, জরাসন্ধের অত্যাচার সকল বর্ণন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বহু বিতর্কের পর জরাসন্ধ তাঁহাদের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে কহিলেন, "আমরা তিনজন, তুমি একাকী; সুতরাং আমাদের যাহার সহিত ইচ্ছা হয় তুমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পার।" জরাসন্ধ বীরত্ব ভালবাসিতেন। সুতরাং তিনি ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ভীম-কর্ম্মা বীর-যুগল পরস্পর জিগীষু হইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অবিশ্রামে ত্রয়োদশ দিন যুদ্ধে রত রহিলেন। অনন্তর চতুর্দ্দশ রাত্রিতে ভীমসেন জরাসন্ধকে ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক বারংবার ঘূর্ণিত, ভূপাতিত এবং জানুচাপে জরাসন্ধের পৃষ্ঠদণ্ডভগ্ন ও দেহদ্বিখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

জরাসন্ধ নিহত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে বন্দী রাজগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন। বিমুক্ত ভূপতিবর্গ প্রাণ পাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে উপনীত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন। রাজগণও সানন্দহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-

বাক্যে স্বীকৃত হইয়া স্ব স্ব রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। অতঃপর জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজগৃহের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া বহুরত্নদ্রব্যসহ তাঁহারাও ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জরাসন্ধবধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে দ্বারকায় প্রতিগমন করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় উত্তরদিকস্থ—কুলিন্দ, আনর্ত্ত, কালকূট, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, কিরাত, চীন, উলূক, সুদামন, মোদন্ত, দেবপ্রস্থ, কাশ্মীর, ত্রিগর্ত্ত, সুহ্ম, কাম্বোজ প্রভৃতি রাজ্য; ভীমসেন পূর্ব্বদিকস্থিত পাঞ্চাল, দশার্ণ, পুলিন্দ, চেদি, কোশল, কাশী, বিদেহ, মগধ, অঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি রাজ্য; সহদেব দক্ষিণদিকস্থিত মথুরা, মৎস্য, অবন্তী, ভোজকট, কিষ্কিন্ধ্যা, মাহিষ্মতী, কৌশিক, সুরাষ্ট্র, ওড্র, পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, কেরল প্রভৃতি এবং নকুল পশ্চিমদিকস্থিত দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, মদ্র প্রভৃতি বহুদেশ বিজয় করিয়া অসংখ্য ধনরত্নসহ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া আসিলেন।

ভ্রাতৃবর্গ দিগ্‌বিজয় করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইল, আনীত রত্নাদিতে রাজকোষ পরিপূর্ণ হইল। ধর্ম্মরাজ রাজকোষের পরিমাণ বুঝিয়া যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যজ্ঞীয় দ্রব্য সমূহ আনীত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থ পূর্ণ হইল। সহদেব-প্রেরিত দূত সকল সমস্ত ব্রাহ্মণ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্রাদিকে নিমন্ত্রণ করিল। সমাগত ব্যক্তিবর্গের আনন্দ কোলাহলে রাজধানী মুখরিত হইয়া উঠিল। হস্তিনাপুর হইতে ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কৃপাচার্য্য, জয়দ্রথ

ও দুর্য্যোধনাদি শতভ্রাতা ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগত হইলেন। রাজগণ ইন্দ্রপ্রস্থের রমণীয়তা, যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভারের বিপুলতা, অভ্যর্থনার বাহুল্য দর্শনে বিস্মিত হইলেন, এমন অপূর্ব্বব্যাপারের কাহিনীও তাঁহারা শ্রবণ করেন নাই বলিয়া শতমুখে পাণ্ডবগণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সকলে সমাগত হইলে ধর্ম্মপুত্র বিনীতভাবে তাঁহাদিগের উপর যজ্ঞসম্বন্ধীয় বিবিধ কাজের ভারার্পণ করিলেন। দুঃশাসন খাদ্য বিতরণ, অশ্বত্থামা দ্বিজসেবা, সঞ্জয় রাজসেবা, কৃপাচার্য্য রত্নাদিরক্ষা ও দক্ষিণাদান, ধৃতরাষ্ট্র, জয়দ্রথ, সোমদত্ত ও বাহ্লিক গৃহপতির, রাজা দুর্য্যোধন রাজদত্ত উপহার সংগ্রহের ভার পাইলেন। 'কি করা কর্ত্তব্য, কি কর্ত্তব্য নহে' ইহা নির্ণয়ের ভার পিতামহ ভীষ্মদেব ও গুরু দ্রোণাচার্য্যের উপর অর্পিত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমাগত বিপ্রবর্গের পাদ-প্রক্ষালনের ভার গ্রহণ করিলেন। বিপুল উৎসবের সহিত যজ্ঞীয় ব্যাপার সকল নিষ্পন্ন হইতে লাগিল।

অভিষেক দিবসে রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ ও রাজগণ সভায় সমবেত হইলে সভা অপূর্ব্ব-শ্রী ধারণকরিল। চারিদিকে নানা জল্পনা কল্পনা, বাগ্বিতণ্ডা ও শাস্ত্রবিচার হইতে লাগিল। সভাসমাসীন দেবর্ষি নারদ নৃপতিবর্গসহ যজ্ঞেশ্বর হরিকে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে সমুপস্থিত দর্শন করিয়া চিন্তিতমনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। দেবর্ষি দিব্যনেত্রে দেখিলেন—এই বিরাট্ ক্ষত্রিয়-বল জিগীষু হইয়া অচিরে বিনষ্ট ও লয় পাইবে।

অতঃপর রাজগণের মধ্যে কে প্রবীণ, কাহাকে অর্ঘ্য প্রদান করা যাইতে পারে এই বিষয়ের আলোচনা হইলে ভীষ্মদেবের আদেশে একটী অর্ঘ্য আনীত হইল। কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকেই অর্ঘ্য-লাভের পাত্র বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। পিতামহের আদেশে সহদেব শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণে অর্ঘ্য প্রদান করিতে দেখিয়া চেদিপতি শিশুপাল অতিশয় কটুবাক্যে ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ ও শ্রীকৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ শিশুপালকে নিবৃত্ত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। তিনি নীরব হইলে এবং ভীষ্মদেব পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিলে শিশুপাল পুনরপি তাঁহার প্রতি অতিশয় কটূক্তি করিতে লাগিল। তচ্ছ্রবনে সহদেব ও নারদ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এ দিকে রাজা সুনীথ তৎক্ষণাৎ পাণ্ডব ও কৌরবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকরিলেন। তাঁহার উৎসাহে শিশুপালও তৎসহ যোগদান করিয়া পাণ্ডবের রাজসূয় পণ্ড করিবার জন্য উদেযাগী হইলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজগণকে ক্রুদ্ধ ও যুদ্ধোদ্যত দর্শন করিয়া উপস্থিত বিপদে কি করা উচিত, পিতামহ ভীষ্মদেবের নিকট তাহা জানিতে চাহিলেন। ভীষ্মদেব তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও ভীত বা অধীর হইতে বারণ করিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমানে শিশুপাল প্রভৃতির চীৎকার, সিংহ-সমীপে কুক্কুরধ্বনি মাত্র, কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইলে শিশুপাল প্রভৃতি অচিরে যমালয় গমন করিবে,' বলিয়া ভীষ্মদেব তাঁহাকে স্পষ্টবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান

করিতে লাগিলেন। ভীষ্মবাক্য শ্রবণে অতি কোপান্বিত শিশুপাল কঠোর কথায় ভীষ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিতে লাগিল। যে কৃষ্ণের পক্ষে কথা কহিল, শিশুপাল তাহাকেই কর্কশ কথায় ভৎ´সনা করিতে লাগিল।

শিশুপালের স্পর্দ্ধা ও কটূক্তি শ্রবণ করিয়া ভীমসেন দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া দণ্ডায়মান হইতেছিলেন দেখিয়া, ভীষ্মদেব তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। ভীষ্মের নির্ভীক বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপক্ষগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিহত করিবার যুক্তি করিতে লাগিল। কিন্তু শিশুপাল কৃষ্ণের প্রশংসায় অতিমাত্র রাগান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসহ যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণব চক্র নিক্ষেপ-পূর্ব্বক দুরাত্মা শিশুপালের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শিশুপালের নিধনে রাজগণ ও উপস্থিত সভ্য সমূহ অতিমাত্র ভীত ও বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন। শত্রুগণ নীরব ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। রাজসূয় সুসম্পন্ন হইল।

যুধিষ্ঠিরের আদেশে শিশুপালের অন্ত্যেষ্টি নির্ব্বাহিত ও তৎপুত্র চেদিরাজ্যে অভিষিক্ত হইল। রাজসূয়ে নিমন্ত্রিত রাজগণও যুধিষ্ঠিরের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া স্বরাজ্যে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। একমাত্র রাজা দুর্য্যোধন শকুনিসহ বিষণ্ণমনে যুধিষ্ঠিরের সভায় রহিলেন।

অনন্তর মহামতি ব্যাসদেব বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য যুধিষ্ঠির-সমীপে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির পিতামহ ব্যাসদেবকে উপস্থিত দেখিয়া রাজসূয়-সময়ে নারদ যে দিব্য ও আন্তরীক্ষ

বিপদ্ উপস্থিত হইবার কথা বলিয়াছিলেন, দুরাত্মা শিশুপালের মৃত্যুতে সেই উৎপাত অতীত হইল কিনা, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে ব্যাসদেব বলিলেন যে, দেবর্ষি নারদ-কথিত উৎপাত ত্রয়োদশ বৎসর ব্যাপিয়া ঘটিবে। তাহাতে তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়া ভীমার্জ্জুনের বলে, দুর্য্যোধনের দোষে, সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতি ধ্বংস পাইবে। সুতরাং সেই দৈব ঘটনার জন্য ব্যস্ত বা চিন্তিত না হইয়া ধীরভাবে সংযম অবলম্বন করিয়া থাকাই কর্ত্তব্য। মহর্ষি ব্যাসদেব এই কথা বলিয়া কৈলাস পর্ব্বতের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন। যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতৃবর্গের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, "অদ্য হইতে ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ভ্রাতৃবর্গ কি রাজগণ ইহাদের কাহারও প্রতি কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিব না। জ্ঞাতিগণের মতানুসারে চলিব, সকলের প্রিয় সাধন করিব, যাহাতে সুহৃদ্‌ভেদ হইতে পারে এমত কোন কাজই করিব না।" রাজগণের বিদায়ের পর ভ্রাতৃবর্গ-সমীপে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বজনবর্গসহ ধর্ম্মরাজ স্বপুরে প্রস্থান করিলেন। কেবল মাতুল শকুনিসহ রাজা দুর্য্যোধন তখনও সভায় রহিলেন।

দুর্য্যোধন শকুনিসহ পাণ্ডবের সভাগৃহ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হস্তিনায় যাহা নাই, তিনি যাহার কল্পনাও করিতে পারেন না, এইরূপ অদ্ভুত সভা দর্শনকরিয়া দুর্য্যোধনের হৃদয় হিংসানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। স্ফটিক-মণ্ডিত স্থানে গমন করিয়া দুর্য্যোধন জলভ্রমে বস্ত্রাদি সংযত করিতে লাগিলেন,

অবশেষে পদক্ষেপ করিয়া লজ্জিত হইলেন। কোথায় বা জল-ভ্রমে স্থলের উপর পতিত হইলেন, স্থল-ভ্রমে স্ফটিকস্বচ্ছ জলে পড়িয়া গেলেন! ভ্রমণ করিতে করিতে দুর্য্যোধন এক স্থানে পদ্মশোভিত সরোবরের জলে পতিত হইলেন, তাঁহার বস্ত্রাদি সিক্ত হইয়া গেল! দুর্য্যোধনের এইরূপ দুর্দ্দশা দর্শনকরিয়া ভীম ও তাঁহার ভৃত্যবর্গ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, ক্রোধে দুর্য্যোধনের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। স্ফটিক-প্রাচীরে প্রতারিত-চিত্ত দুর্য্যোধন দ্বার মনে করিয়া যেমন অগ্রসর হইলেন, অমনি স্বচ্ছ প্রাচীরগাত্রে আহত-ললাট হইয়া রক্তাক্তকলেবর হইলেন, কোথাও বা স্ফটিকের কবাট-বদ্ধ দ্বারপথে বাহির হইবার চেষ্টা করিয়া সহসা ভূপতিত হইয়া গেলেন! এইরূপে বিবিধ প্রকারে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হইয়া দুর্য্যোধন শকুনিসহ হস্তিনায় ফিরিয়া গেলেন।

পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, মহানুভবতা, দান ও আধিপত্য প্রভৃতি দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনের হৃদয় হিংসা-বিষে পরিপূর্ণ হইল। সর্ব্বোপরি সভার শোভায় দুর্য্যোধনের চিত্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। ঐ সভা, ঐ বিপুল ধনরত্ন হস্তগত করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। মাতুল শকুনির নিকট অন্তর্নিহিত সকল কথা প্রকাশ করিয়া উহা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

দুর্য্যোধনের মনের কথা শুনিয়া শকুনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দুর্য্যোধন! কেন তুমি বিষণ্ণচিত্ত হইতেছ

কেনই বা তোমার হৃদয়ে হিংসাগ্নি জ্বলিতেছে? তুমি পাণ্ডবদিগকে শতপ্রকারে ক্লেশ দিতে, এমন কি রাজ্যচ্যুত করিতে পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছ; কিন্তু তাহাদিগকে কষ্ট ত দিতেই পারিলে না, পরন্তু রাজ্যের অর্দ্ধেক প্রদান করিতে বাধ্য হইলে। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে ভার্য্যা, শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রুপদকে সহায় পাইয়া শক্তিশালী হইয়াছে, পৈতৃক সম্পত্তি আত্মচেষ্টায় বর্দ্ধিত করিয়াছে। তবে তুমি তাহাদিগকে হিংসা কর কেন? ধনঞ্জয় অগ্নিকে তুষ্ট করিয়া গাণ্ডীব, অক্ষয় তুণীর ও দিব্যাস্ত্র সকল লাভ করিয়াছে, এবং নিজ ভুজবলে তাঁহার সাহায্যে রাজন্যবর্গকে অধীন করিয়াছে। ইহাতে তোমার ক্রোধ করিবার কি হেতু আছে? শ্রীকৃষ্ণ সহায়ে খাণ্ডবদাহন করিয়া অর্জ্জুন শরণাগত দানব ময়কে জীবন দানকরিয়াছিল, দানবও প্রাণ লাভকরিয়া পাণ্ডবদের সভা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে এবং ভৃত্যবর্গদ্বারা সর্ব্বদা সভা বহন করাইতেছে; ইহাতে তোমার কষ্ট হইতেছে কেন? তুমি বলিতেছ, তোমার কেহ সহায় নাই; ইহা সত্য নহে। ভ্রাতৃগণ তোমার বাধ্য রহিয়াছে, তদ্ব্যতীত দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, সোমদত্ত, আমি ও আমার সহোদরবর্গ সকলই ত তোমার সহায়; তবে তুমি কেন চিন্তিত হও? এসকল সহায় লইয়া কার্য্যে তৎপর হও; অখণ্ড ভূমণ্ডল জয় কর।"

মাতুল শকুনির বাক্যে দুর্য্যোধনের মৃত-প্রাণে যেন জীবনের সঞ্চার হইল। সে মাতুল ও কর্ণাদির সাহায্যে পাণ্ডবদিগকে জয় করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে রাজত্ব লাভ করিবার জন্য উৎসুক

হইল। কিন্তু শকুনি তাঁহাকে কহিল যে, "শ্রীকৃষ্ণসহায় পঞ্চপাণ্ডবকে জয় করিতে দেবগণও অসমর্থ। যুদ্ধে তাঁহাদিগকে জয় করিবার আশা বৃথা। তবে, আমি জানি ধৰ্ম্মপুত্র পাশা ক্রীড়ায় বড়ই উৎসুক, কিন্তু খেলায় তাঁহার নিপুণতা নাই। সুতরাং তাঁহাকে যদি পণ রাখিয়া পাশাখেলায় প্রবৃত্ত করিতে পার, তাহাহইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে পরাজিত করিব।" শকুনিবাক্যে দুর্য্যোধন সম্মতি প্রদানকরিয়া, তাঁহাকেই দূতরূপে পিতার সমীপে প্রেরণ করিলেন। শকুনি নানাছলে কথা বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনঃ অধিকার করিলে, অন্ধরাজ পাণ্ডবদিগকে পাশাখেলায় আনয়ন করিতে স্বীকৃত হইলেন। অচিরে পাশা-ক্রীড়ার জন্য সুদৃশ্য ও সুশোভন, দশশত-স্তম্ভযুক্ত, শতদ্বারসমন্বিত এক সভাগৃহ নিৰ্ম্মিত হইল।

সভাগৃহ নিৰ্ম্মিত হইলে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আহ্বান কারলেন; বুদ্ধিমান বিদুর সকলই বুঝিতে সমর্থ হইলেন এবং জ্যেষ্ঠের সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে এই অনর্থকর সর্ব্বনাশক ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বারংবার নিষেধ করিলেন। অন্ধরাজ নানা আশ্বাসবাক্যে বিদুরকে নিবৃত্ত করিয়া, ধৰ্ম্মরাজকে আনয়নের জন্য তাঁহাকেই ইন্দ্রপ্রস্থে প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে দুর্য্যোধন পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া রাজসূয়যজ্ঞ-সভায় আপনার অবমাননার কথা এবং যুধিষ্ঠিরের অপার ঐশ্বর্য্যের বর্ণন করিয়া ক্রূরবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরে বিষ-রাশি ঢালিয়াদিলেন। পুত্রের মুখে সকল কাহিনী শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র বিষণ্ণচিত্ত দুর্য্যোধনকে

নানাকথায় সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত হিংসা করিতে নিষেধ করিলেন। পিতার সান্ত্বনাবাক্য ও নীতিযুক্ত উপদেশ শুনিয়া দুর্য্যোধন অধিকতর বিলাপসহকারে আপনার আন্তরিক দুঃখের কাহিনী বৃদ্ধ পিতার সমীপে কহিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অন্ধরাজ কিছুতেই দুর্য্যোধনের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। বরং তিন স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন, "দুর্য্যোধন! তোমার এই বুদ্ধি-বিকার হইতে অসি নিষ্কাশিত ও শর-তূণীর বহির্গত হইবে। বিদুরের ন্যায় সুবুদ্ধি ও দূরদর্শীর মতে যাঁহারা বাধ্য নহে তাঁহাদের মৃত্যু অনিবার্য্য।" অতঃপর তিনি বহু উপদেশেও দুর্য্যোধনের মনের গতি প্রতিরোধে সমর্থ হইলেন না; সুতরাং দৈব প্রতিকূল ভাবিয়া দ্যূত-ক্রীড়ায় অনুমতি করিলেন।

পাণ্ডব-হিতৈষী বুদ্ধিমান বিদুর, ত্বরায় ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজসূয় যজ্ঞাবসানে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "জ্ঞাতিগণের মতানুসারে চলিবেন, কখনও সুহৃদ্‌ভেদের উপযোগী কাজ কিংবা কাহাকেও কর্কশ কথা কহিবেন না।" এই প্রতিজ্ঞা মনে করিয়া তিনি কৌরব সভায় পাশা খেলিতে লাগিলেন। পণ রাখিয়া পাশা খেলা চলিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির একে একে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ভ্রাতৃবর্গ ও পত্নী দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত দ্যূতপণে হারিলেন।

দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ভ্রাতৃবর্গের সহিত যুধিষ্ঠির

অধোমুখে সভাসীন হইলেন। দ্যূতে জয় লাভকরিয়া দুর্য্যোধন অতিশয় হৃষ্ট হইয়া দ্রৌপদীকে রাজ-সভায় আনয়ন করিবার জন্য বিদুরকে অনুমতি করিলেন। মহামতি বিদুর সে অন্যায় আদেশ পালন করিলেন না, বরং উপদেশচ্ছলে দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অবশেষে দুরাত্মা দুঃশাসন রাজজ্ঞায় যাইয়া অন্তঃপুরহইতে ভীতা, রোদন-পরায়ণা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক সভায় আনয়ন করিল। বিপন্না দ্রৌপদী সভাজনের সমক্ষে করুণ-ভাষায় বিলাপকরিতে লাগিলেন।

দ্রৌপদীর দুর্দ্দশাদর্শনে ও কাতর বিলাপশ্রবণে ভীমকর্ম্মা ভীমসেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি পত্নী পণ করিবার জন্য প্রথমে ধর্ম্মরাজকে সুতীব্র অনুযোগ দিয়া যুধিষ্ঠিরের বলহীন বাহুযুগল দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। ইতিমধ্যে দুর্য্যোধন-ভ্রাতা বিকর্ণ সভাজনসমক্ষে দ্রৌপদীর অনুকূলে বহু যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন; কিন্তু কেহই সেই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না।

বিকর্ণের কথায় কর্ণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সভায় দণ্ডায়মান হইলেন। এবং পাণ্ডবগণের প্রতি বহুবিধ কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের ও দ্রৌপদীর গাত্র-বস্ত্রাদি গ্রহণ করিবার জন্য দুঃশাসনকে আদেশ দিলেন। পাণ্ডবগণ কর্ণের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব উত্তরীয় উন্মোচন করিয়াদিলেন। দ্রৌপদী বস্ত্রাদিত্যাগ করিলেন না দেখিয়া দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রৌপদী এই বিষম বিপদে

পতিত হইয়া বিপত্তারণ শ্রীমধুসূদনকে একান্তমনে ডাকিতে লাগিলেন। দয়াময় ভক্তের বিপদে সহায় হইলেন, স্বয়ং বস্ত্ররূপে কৃষ্ণার দেহ আবৃত করিলেন। এদিকে দুরাত্মা দুঃশাসন দৌপদীর অঙ্গ হইতে বলপূর্ব্বক ক্রমাগত বস্ত্র খুলিয়া লইতে লাগিলেন, কিন্তু সে বস্ত্র আর ফুরাইল না! বস্ত্রের পর্ব্বত সঞ্চিত হইল, বস্ত্রাকর্ষণে দুরাত্মার দেহ হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইল, তবু দ্রৌপদীর অঙ্গের বস্ত্র ফুরাইল না। এই অদ্ভুত ব্যাপারে সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইয়া দ্রৌপদীর প্রতি প্রশংসা ও দুরাত্মা দুঃশাসনের প্রতি তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

অমিততেজা ভীমসেন এই পৈশাচিক কাণ্ড দর্শনে আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলেন না। ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের ন্যায় সভাক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া কঠোর-কণ্ঠে সভাজন-সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, "আমি সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতির নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এই কৌরব-কুলকলঙ্ক দুঃশাসনের বক্ষোবিদীর্ণ করিয়া তাহার রক্ত পান করিব। যদি তাহা না পারি, তবে যেন আমার সদ্গতি না হয়।" আরক্তলোচন ভীমসেনের এই ভয়াবহ বচন শ্রবণ করিয়া সকলে ভীত ও স্তম্ভিত হইল, হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। সভাসীন জনেরা দুঃশাসনকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দিতে লাগিল। দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণে অসমর্থ দুঃশাসন লজ্জায় অধোবদন হইয়া সভায় যাইয়া উপবেশন করিল। মহামতি বিদুর দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদীর প্রশ্নের যথাযথ

উত্তর প্রদান করিবার জন্য সভাসীন রাজন্যবর্গকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কেহই কোন প্রকার উত্তর প্রদান করিলেন না। সকলকে নীরব দর্শন করিয়া, "দাসী দ্রৌপদীকে অন্তঃপুরে লইয়া যাও" কর্ণ এই বলিয়া দুঃশাসনকে আদেশ প্রদান করিল। দুঃশাসনও সভামধ্যেই দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

পাপিষ্ঠের অবমাননায় অপমানিতা দ্রৌপদী স্বামিগণের দিকে কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া অতীব করুণকণ্ঠে বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, "আমি অসূর্য্যম্পশ্যরূপা পুরচারিণী, কুরুকুলবধূ; স্বয়ংবর সভায় ব্যতীত রাজগণও কখন আমায় দর্শন করিতে পা'ন নাই। ধর্ম্মপত্নীগণ কদাপি সভামধ্যে আনীত হ'ন নাই—সাধ্বীরা কখনও অবমানিতা হ'ন নাই। কিন্তু পাপিষ্ঠেরা আজ আমাকে গুরুজনপূর্ণ সভায় আনয়ন ও অবমানিতা করিল। হায়! ধর্ম্ম নিশ্চয়ই বিলুপ্ত—বিকৃত হইয়াছে; নতুবা এমন ঘটিবে কেন? ধর্ম্মরাজের ভার্য্যা দাসী কি অ-দাসী তাহা সভাজন নির্ণয় করুন। আমি জিতা কি অজিতা তাহাও নির্দ্ধারিত হউক। যাহা স্থির হয়, আমি তাহার অনুরূপ কাজই করব।"

দ্রৌপদীর করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া ভীষ্মদেব কহিলেন, "দ্রৌপদি! তোমার প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানে আমি সমর্থ নহি। তবে আমি একথা স্থির করিয়া কহিতেছি যে, কৌরবগণ লোভমোহে মত্ত হইয়াছে, অচিরে একুল বিনাশ পাইবে। তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করিতে একমাত্র ধর্ম্মরাজ

যুধিষ্ঠিরই সমর্থ। আমি তাঁহাকেই তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।”

দুর্য্যোধনও বিদ্রূপবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, “তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর ধর্ম্মরাজ প্রদান করুন। তাহাহইলেই তোমার দাসীত্ব মোচন হইতে পারে।” দুর্য্যোধনভয়ে ভীত রাজগণ দুর্য্যোধনের প্রশংসা করিয়া ধর্ম্মরাজ কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য উৎসুক হইলেন। কিন্তু কোন কোন রাজা এই কৌটিল্য ব্যাপারে নীরবে অশ্রুপাত করিতে, কেহ বা বস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে বৃকোদর পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন, “ধর্ম্মরাজ আমাদের গুরু, আমাদের প্রভু, তিনি আমাদের ঈশ্বর—আমাদের প্রাণেরও ঈশ্বর। যদি তিনি পরাজয় মানিয়া লন, তবে আমরাও নিশ্চয়ই পরাজিত। জ্যেষ্ঠের গৌরব রক্ষা ও ধর্ম্মের বন্ধনে বদ্ধ বলিয়াই আমি আজ এই মেষপালকে ক্ষমা করিতেছি। বিশেষতঃ অর্জ্জুন আমাকে পুনঃ পুনঃ নিবারিত করিতেছেন। যদি তাহা না হইত, তবে, এই দুর্ব্বৃত্ত ধৃতরাষ্ট্র-তনয়দিগকে ক্ষণমধ্যে চপেটাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করিতাম, প্রলয়ের অবতারণা করিতাম। ভীমের বিশাল ভুজদণ্ডের নিষ্পেষণে পতিত হইলে স্বয়ং দেবরাজও মুক্তি পান না—নররাজগণ ত দূরের কথা।” এই বলিয়া ভীমসেন স্বীয় অর্গলতুল্য সুবিশাল চন্দনচর্চ্চিত ভীমবাহু বিস্তারিত করিলেন। ভীষ্মদেব ও আচার্য্য বিদুর, ভীমসেনকে উত্তরোত্তর অধিকতর

ক্রুদ্ধ দর্শন করিয়া বিপদ্‌ভয়ে তাঁহাকে ত্বরায় নিবারিত করিলেন। ভীম, গুরুজনের আদেশে নীরবে আসন গ্রহণ করিলেন।

ভীমসেনকে নিবারিত করিলে, কর্ণ—ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরকে "কৌরবগণের শত্রু" বলিয়া কটূক্তি করিল এবং দ্রৌপদীকে কহিল, "দ্রৌপদি! পুত্র, দাস ও দাসী এই তিন ব্যক্তির সকল অর্থে একমাত্র প্রভুর অধিকার—উহাদের কিছুতেই স্বাধীনতা নাই। তুমি নির্ধন দাসের নিকৃষ্টা রমণী, সুতরাং প্রভুর সম্পূর্ণ অধীন। অতএব অন্তঃপুরে গমন করিয়া রাজপরিজনের সেবা কর। ঈশ্বর ইহাই তোমার কপালে লিখিয়াছেন। পণ-পরাজিত পাণ্ডবগণ এখন আর তোমার স্বামী নহেন, সুতরাং তুমি অপর স্বামী গ্রহণ কর।" এতচ্ছ্রবনে ভীমসেন ক্রুদ্ধ নেত্রে সকলের মুখপানে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দুর্য্যোধন অবজ্ঞাভরে পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্রৌপদী জিতা কি অ-জিতা তাহা তুমিই বল।" এই বলিয়া দুর্য্যোধন আপন সুগোল বাম উরু অনাবৃত করিয়া দ্রৌপদীকে দেখাইল।

এদৃশ্যে ভীমের ক্রোধ দাবাগ্নি-সমান প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভীম গভীর গর্জ্জনে সভ্যদিগের চিত্ত চমৎকৃত ও কম্পিত করিয়া কহিলেন, "দুষ্ট দুর্য্যোধন আজ অনাবৃত করিয়া সভাক্ষেত্রে যে উরু প্রদর্শন করিল আমি ভীষণ গদাঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঐ উরু ভগ্ন করিব।" ভীমের ভীম প্রতিজ্ঞা ও ক্রোধজ্বলিত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিদুর বিপদ্ গণিলেন। তিনি তখনও এই অধর্ম্মকর

ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের আগ্নিহাত্র গৃহে সহসা ভীষণ শব্দে শৃগালের চীৎকার শ্রুত হইল। চারিদিকে পশু পক্ষিগণ আর্ত্তস্বরে কলরব করিয়া উঠিল। তচ্ছ্রবনে তত্ত্বজ্ঞ বিদুর ও ধর্ম্মশীলা সাধ্বী গান্ধারী বড়ই ভীত হইলেন। ভীষ্ম-দ্রোণাদিও ভাবী বিপদ্ভয়ে চিন্তিত হইলেন।

গান্ধারী ও বিদুর তৎক্ষণাৎ অন্ধরাজ-সমীপে গমনকরিয়া এই সকল অনর্থপাতের কথা জ্ঞাপন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র সকল ব্যাপার অবগত হইয়া দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা ও বর প্রদান করিলেন। অন্ধরাজ, প্রথম বরে যুধিষ্ঠিরাদির দাসত্ব মোচন ও দ্বিতীয় বরে ভীমার্জ্জুন-নকুল-সহদেবের মুক্তি প্রদান করিলেন। তিনি দ্রৌপদীকে পুনরায় আর এক বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, কৃষ্ণা বলিলেন, "তৃতীয় বর গ্রহণে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার, অতএব আমি তৃতীয় বরের যোগ্যা নহি। আমার স্বামিগণ মুক্তি লাভকরিয়াছেন, এখন পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া আমরা কল্যাণ লাভকরিতে পারিব।" এই বলিয়া দ্রৌপদী নিবৃত্ত হইলেন।

দ্রৌপদী নিবৃত্ত হইলে কর্ণ সভাক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া বিদ্রূপ-বাক্যে কহিতে লাগিলেন,—"পৃথিবীতে বহু রমণী-রত্ন আছে, তাহাদের কাহিনীও শুনিয়াছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত কাহিনী আর শ্রবণ করি নাই। পাণ্ডবগণের ক্রোধাগ্নিতে পাঞ্চালী শান্তিরূপিণী, তাহাদের বিপদ্ সাগরে দ্রৌপদী একমাত্র তরণী। স্ত্রীলোকের

সহায়ে পুরুষ এরূপে বিপদ উত্তীর্ণ হয়, এমন কাহিনী আর শ্রবণ-গোচর হয় নাই।” কর্ণবাক্যে ভীমসেন পুনরায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, শান্তশীল অর্জ্জুন তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তথাপি ভীম ভীষণ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন; তদ্দর্শনে যুধিষ্ঠির তাহাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া নিবৃত্ত করিলেন। পরে ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে বিদায় প্রার্থনা এবং গুরুজন বর্গের পাদবন্দনা করিয়া ভ্রাতৃবর্গ ও ভার্য্যা দ্রৌপদী-সহ সকলে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় ধনাদি লাভকরিয়া প্রস্থান করিতেছে জানিয়া, দুর্ম্মতি দুঃশাসন দুর্য্যোধনকে সেই সংবাদ জানাইল। শ্রুতমাত্র দুর্য্যোধন নিতান্ত দুঃখিত-চিত্তে কর্ণ ও শকুনির সহিত কি কর্ত্তব্য তাহার যুক্তি করিতে লাগিলেন। পরে ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে গমনকরিয়া বিনয়ের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, “পাণ্ডবগণ সর্ব্বদাই আমাদের অহিত চিন্তা করিতেছে সুতরাং তাঁহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কখনও সঙ্গত কি? পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধমনে অতিক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ইন্দ্রপ্রস্থে দ্রুত গমন করিতেছে। এবার তাঁহারা কিছুতেইত আমাদিগকে ক্ষমা করিবে না। শুনিলাম অর্জ্জুন কবচ পরিয়া গাণ্ডিব হস্তে তূণীর স্কন্ধে; ভীম গদাহস্তে, নকুল অর্দ্ধচন্দ্র-সম চর্ম্ম ও তীক্ষ্ণধার খড়্গ হস্তে অগ্রসর হইতেছে এবং যুধিষ্ঠিরও ইঙ্গিতে যুদ্ধের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। নিজেদের এত অপমান, দ্রৌপদীর এত ক্লেশ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা কি আমাদিগকে আর ক্ষমা

করিবে? সুতরাং আপনি পাণ্ডবদিগকে পুনরায় পাশা খেলার জন্য আহ্বানকরুন। খেলায় যে পরাজিত হইবে, 'তাহাকে দ্বাদশ বৎসর দীনবেশে বনে বনে ও পরে এক বৎসর লোকালয়ে অজ্ঞাতে বাস করিতে হইবে। যদি অজ্ঞাতে বাসকালে তাঁহারা লোকের জ্ঞাত হয়, তাহা হইলে, পুনরায় তাহাদিগকে দ্বাদশ-বর্ষ অরণ্যে বাস ও একবর্ষ উক্তরূপ অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে।' এই সত্যে আবদ্ধ হইয়া এবার পাশা খেলিব। মাতুল শকুনি নিশ্চয়ই পাশায় জয়ী হইবেন। অতএব পাণ্ডবদিগকে বনে-গমন করিতে হইবে। সুতরাং আমরা নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে পাইব। আর ত্রয়োদশ বৎসর পর তাঁহারা রাজ্যে উপস্থিত হইলেও তাহাদিগকে তখন অনায়াসে পরাজিত করিতে পারিব.। যদি ইহাতে আপনি সম্মতি প্রদান না করেন, তবে কৌরব কুলের দুর্গতির আর সীমা থাকিবে না।"

পুত্রস্নেহে বিমুগ্ধ-চিত্ত অন্ধরাজ পূর্ব্ব পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ দুর্য্যোধনের যুক্তিতে সম্মতি দিলেন এবং পথিমধ্য হইতেই পাণ্ডবদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য দূত পাঠাইতে বলিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, অশ্বত্থামা প্রভৃতি দূরদর্শী নীতিবিদেরা কিন্তু এই অসৎকার্য্যে কিছুতেই সম্মতি দিলেন না; বরং তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রকে এরূপ পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রস্নেহে বিমূঢ় হইয়া তাঁহাদের কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

মনস্বিনী পতিপরায়ণা গান্ধারী শুনিতে পাইলেন, অন্ধরাজ,

পাশা খেলার জন্য পুনরায় আহ্বান করিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। তচ্ছ্রবনে তিনি অতিশয় দুঃখিতা হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে এরূপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। অন্ধরাজ ধর্ম্মার্থিনী গান্ধারীর বাক্য শ্রবণ করিয়াও পুত্রদিগের অভিলাষে বাধাদিতে ইচ্ছুক হইলেন না, রাজাজ্ঞায় প্রাতিকামী দ্রুত গমন করিয়া পথিমধ্যেই মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ জানাইল। "রণে বা দ্যূতে আহূত হইয়া ক্ষত্রিয় কদাপি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে না" এই শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠির হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিধির নির্ব্বন্ধ ও গুরুজনের আজ্ঞা মনে করিয়া তিনি জ্যেষ্ঠতাতের অনুমতি পালনে প্রস্তুত হইলেন।

পুনরায় সত্যরক্ষাপূর্ব্বক পাশাখেলা হইল। শকুনীর কপটতায় যুধিষ্ঠির পরাজিত হইয়া বনগমনে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা পরিধেয় পরিত্যাগ করিয়া মৃগচর্ম্মধারণ করিলে দুঃশাসন নানারূপ কটুকথায় পাণ্ডবদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। দুঃশাসনের কঠোরবাক্যে ভীমসেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ভৎর্সনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন; "পাপিষ্ঠ, শকুনির বিদ্যাবলেই তোমাদের এত দর্প বাড়িয়াছে, এইরূপ মর্ম্মচ্ছেদকর কটূক্তি করিতেছ। কিন্তু নিশ্চয় জানিবে, একদিন রণক্ষেত্রে তোর মর্ম্মস্থল ভিন্ন করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। যাহারা রক্ষকরূপে তোদের এই পাপানুষ্ঠান সকলের সহায়তা করিয়াছে, তাহাদিগকেও নিশ্চয়ই সবান্ধবে যমালয়ে প্রেরণ করিব।"

ভীমের ভর্ৎসনা শুনিয়া দুঃশাসন তাঁহাকে "গরু" বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল এবং পরম আনন্দে সভাক্ষেত্রে নাচিতে লাগিল।

পাণ্ডবগণ বনবাসের জন্য কৌরব সভা হইতে বহির্গত হইলে, দুর্য্যোধন ভীমসেনের গমনের অনুকরণ করিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। ভীমসেন ঈষৎ পশ্চাৎফিরিয়া—কঠোরস্বরে কহিল, "পামর, ইহাতেই আপনাকে কৃতার্থমনে করিও না। শীঘ্রই সবান্ধবে তোমাদের যমালয়ে যাইবার পথ মুক্ত করিয়া, তোমার এই ব্যবহারের কথা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিব। আমি দুর্য্যোধনকে নিধন করিব, ধনঞ্জয় কর্ণকে, সহদেব কপট শকুনীকে নিধন করিবে, ইহা নিশ্চিত। অচিরেই সেই ভীষণযুদ্ধ আসিতেছে। দেখিবে সে যুদ্ধে গদাঘাতে দুর্য্যোধনকে নাশ করিয়া—তার মাথায় দাঁড়াইব—পাপিষ্ঠ দুঃশাসনের রক্ত পান করিব।"

ভীমের বাক্য অবসান হইলে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন কহিলেন, "ত্রয়োদশবর্ষ পরে ভীমের আদেশবাণী রক্ষা করিব। পরশ্রীকাতর আত্মশ্লাঘাকারী দুরাশয় কর্ণকে নিশ্চয়ই নিহত করিব। কর্ণের পক্ষীয়গণ এবং যাহারা আমাদের প্রতিকূল হইবে, তাহাদিগকেও নিশ্চয়ই যমালয়ে প্রেরণ করিব।"

ধনঞ্জয় এইরূপ বলিলে সুধী সহদেবও এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যে দুরাত্মা কপটতা-বলে অক্ষক্রীড়ায় আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিল—সে পাপিষ্ঠ যাহাকে "অক্ষ" মনে করিয়াছে—দেখিবে

তাহা অক্ষ নহে—তীক্ষ্ণবাণ। পাপিষ্ঠ ঐ অক্ষ ক্ষেপণকরিয়াই আপন মৃত্যুবাণ ত্যাগকরিয়াছে। বীর বৃকোদরের আদেশ রক্ষার্থ আমিও তাহাকে সমরক্ষেত্রে বান্ধবসহ শেষ-শয্যায় শয়ন করাইব।”

সহদেব সত্যে আবদ্ধ হইলেন শুনিয়া সুজন নকুল বলিতে লাগিলেন, “দ্রৌপদীর অবমাননায় যে সকল পাপিষ্ঠ সহায়তা করিয়াছে, সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে যমালয়ে প্রেরণকরিয়া পাঞ্চালীর মনের দুঃখ দূর ও পৃথিবীকে ধার্ত্তরাষ্ট্রশূন্য করিব।”

মহাবাহু পাণ্ডবগণ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া মাতা কুন্তীকে বিদুরের গৃহে স্থাপনপূর্ব্বক দ্রৌপদী এবং পুরোহিত ধৌম্যসহ, ধৃতরাষ্ট্রপদে প্রণামকরিয়া বনে গমনকরিলেন।

পাণ্ডবগণ বনে গমন করিলে, ধৃতরাষ্ট্র শঙ্কিতহৃদয়ে মহাত্মা বিদুরের নিকট কে কি ভঙ্গীতে গমন করিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্যেষ্ঠের প্রশ্ন শ্রবণকরিয়া বিদুর কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া, ভীম আপন বিশাল বাহুযুগলে দৃষ্টি-পাতপূর্ব্বক, সব্যসাচী অর্জ্জুন বালুকা বিকীর্ণকরিতে করিতে, সহদেব লেপনদ্রব্যে মুখ লিপ্ত করিয়া, কন্দর্পকান্তি নকুল সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া এবং কৃষ্ণা কেশপাশে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যুধিষ্ঠিরের পাশ্চাৎ গমনকরিতেছেন। আর পুরোহিত ধৌম্য কুশহস্তে যমদেবতার স্তুতি গান করিয়া—তাঁহাদের পশ্চাদ্ গমন করিতেছেন।” পাণ্ডবগণ কেন ঐরূপ বিবিধ আকার ভঙ্গী করিয়া বনযাত্রা করিয়াছে, ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের নিকট সে কথার মর্ম্ম জানিতে চাহিলেন। বিদুর পুনরায় বলিলেন, “ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ

নানা অসদাচরণ করিয়া রাজ্য লইলেও যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হ'ন নাই *কিন্তু এখন বঞ্চনা করিয়া রাজ্যচ্যুত করাতে—যুধিষ্ঠিরের মনে* ক্রোধের আবির্ভাব হইয়াছে। ধর্ম্মপুত্রের ক্রোধদৃষ্টিতে পাছে জনগণ দগ্ধ হয়, তাই তিনি বস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া চলিয়াছেন। অসীমবাহুবলে শত্রুকুল নির্ম্মূল করিব, এই মনে করিয়া ভীম বিশালবাহুযুগল দর্শনকরিতে করিতে যাইতেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বালুকাবৎ অজস্রধারায় অনবরত অসংখ্য বাণ বর্ষণকরিব, ইহা বুঝাইবার জন্য সব্যসাচী বালুকা বিকীর্ণ করিয়া চলিয়াছেন। মনে নিদারুণ লোকলজ্জা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সহদেব মুখ লেপিয়া এবং "পথে যেন কোনও নারীকে মুগ্ধ না করি" এই ভাবিয়া কন্দর্পকান্তি নকুল সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া চলিয়াছেন। শোণিতরক্ত একবসনধারিণী, রজস্বলা, মুক্তকেশী, দ্রৌপদী পথ চলিতে চলিতে বলিতেছে "চতুর্দ্দশ বৎসরপর—যাহাদের জন্য আমার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহাদের পত্নীগণ পতিপুত্রাদির নিধনে কাতর হইয়া যেন শোণিতলিপ্তদেহে হস্তিনায় প্রবেশ করে।" আর পুরোহিত ধৌম্য,—"কৌরবগণ সমরশায়ী হইলে এইরূপে তাঁহাদের গুরুপুরোহিতগণ সাম গানকরিবেন" একথা বুঝাইবার জন্যই ঐরূপভাবে চলিয়াছেন। পাণ্ডবগণের বন গমনে প্রজাকুল ও পুরবাসিগণ কাঁদিয়া আকুল হইল। নানা দৈবী আপদ্ সমুপস্থিত হইল। এই বলিয়া বিদুর নিবৃত্ত হইলেন।

এইরূপ সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় আগমন করিলেন। তিনি সভামাঝে উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "অদ্যাবধি চতুর্দ্দশবৎসর

উপস্থিত হইলে, দুর্য্যোধনের অপরাধে ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে কৌরবকুল নিঃশেষে নিধন পাইবে।" এই বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ দেবর্ষি অম্বরপথ অবলম্বনকরিয়া সহসা অন্তর্হিত হইলেন। তখন ভাবী ভয়ে ভীত দুর্য্যোধন গুরু দ্রোণাচার্য্যকে একমাত্র আশ্রয় মনে করিয়া, তাঁহাকে কৌরব-রাজ্য অর্পণ করিলেন। কিন্তু দ্রোণাচার্য্য কহিলেন যে, "দৈব কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। চতুর্দ্দশবৎসরে যে ভীষণ কাণ্ড হইবে তাহা নিবারণ করা অসাধ্য। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর অবমাননার কথা মনে করিয়া, বনবাস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই যে মহামার উপস্থিত করিবে তাহাতে কৌরবকুল নিশ্চয়ই নিধন পাইবে। ভীমবাহু ভীমসেনের গদাঘাত ও সব্যসাচী অর্জ্জুনের বজ্রসমশর সহিতে কেহই সমর্থ হইবে না। পাণ্ডবদিগকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াই তোমরা কৃতকার্য্য হইয়াছ একথা মনে করিও না। এ সুখ ক্ষণমধ্যে হেমন্তকালে তালচ্ছায়ার ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে।"

দেবর্ষি নারদের ও গুরু দ্রোণাচার্য্যের বাক্য শ্রবণকরিয়া অন্ধরাজ ভীত ও চিন্তামগ্ন হইলেন। জ্ঞানিপ্রবর সঞ্জয়ও এই সময়ে তাঁহাকে "দ্রৌপদীর অবমাননা-পাপে কুরুকুল নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। পুত্রস্নেহে অন্ধ অন্ধরাজ সেই সকল কথা শুনিয়া ক্ষোভে ও দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন।

বনপর্ব্ব।

দ্যূতে পরাজিত, দুর্ব্বাক্যে পীড়িত, সদাশয় পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরী হইতে বহির্গত হইয়া উত্তরমুখে গমনকরিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদিগকে বনে গমনকরিতে দেখিয়া পৌরবর্গ শোকাকুল-চিত্তে ভীষ্ম-দ্রোণাদিকে নিন্দা করিয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিল। তাহারা পাপমতি কুরুগণের রাজ্য ত্যাগকরিয়া পাণ্ডব-দিগের সহিত বনযাত্রা করিল। মহামতি যুধিষ্ঠির বহু প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া প্রজাবর্গকে হস্তিনায় ফিরিয়া যাইতে বলিলে, গুণবাধ্য প্রজাবর্গ "হায় মহারাজ" বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে হস্তিনায় ফিরিয়া গেল। পাণ্ডবগণও সে দিবস গঙ্গাতীর-স্থিত "প্রমাণ" নামক মহা বটতরুর তলে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, পরদিবস প্রভাতে বনোদ্দেশে গমনকরিলেন।

প্রজাবর্গ হস্তিনায় প্রত্যাগত হইলেও বহু ভিক্ষার্থি ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হইলেন। রাজ্য-ধন-হীন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া স্বীয় দরিদ্রতার জন্য অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। তখন পুরোহিত ধৌম্য, তাঁহাকে সূর্য্যারাধনা করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। ধর্ম্মরাজ তদনুসারে সুসংযত ও শুদ্ধ-দেহ হইয়া ভাস্করের উপাসনায় নিরত হইলেন। স্তবে তুষ্ট ভাস্কর-দেব স্বয়ং যুধিষ্ঠির সমীপে উপস্থিত হইয়া

তাঁহাকে একটী তাম্রস্থালী (তামার ভাণ্ড) প্রদান করিয়া কহিলেন, "তোমার সকল অভিলাষ পূর্ণ হইবে। হে মহারাজ! এই তাম্র-নির্ম্মিত স্থালী গ্রহণকর; পাঞ্চালী অনাহারে থাকিয়া যাবৎ এই পাত্র রক্ষা করিবে, তাবৎ পাকশালায় পক্ব ফল, মূল, শাক ও আমিষ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ অন্ন অক্ষয় হইয়া থাকিবে।" এই অত্যদ্ভুত স্থালী লাভকরিয়া যুধিষ্ঠির মহানন্দে প্রত্যহ অল্পমাত্র খাদ্য পাকদ্বারাই ব্রাহ্মণদিগকে পরিতোষ-রূপে আহার করাইতেলাগিলেন। সকলের আহার সম্পন্ন হইলে দ্রৌপদী যেমন ভোজনকরিতেন, অমনি পাত্র খাদ্য-শূন্য হইয়া যাইত। এইরূপে এই পাত্র-সাহায্যে বনবাসী হইয়াও যুধিষ্ঠির দ্বিজসেবা, বিবিধ-যজ্ঞ ও [illegible]দি কার্য্যে অভিলষিত অন্ন দানকরিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিতেলাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা দ্বিজমণ্ডলী-সহ হৃষ্ট-মনে সরস্বতীর তীরবর্ত্তী মনোহর কাম্যকবনে গমন করিলেন।

পাণ্ডবগণ বনে প্রবেশকরিলে, ধৃতরাষ্ট্র অগাধবুদ্ধি বিদুরের নিকট, "কি করিলে কৌরব কুলের হিত হয়," তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তচ্ছ্রবণে বিদুর, পাণ্ডবদিগকে পূর্ব্ব-দত্ত-রাজ্য ও ধনাদি প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুরের বাক্য শ্রবণে ক্রোধভরে তাঁহাকে কটূক্তি করিয়া "যথা ইচ্ছা তথা যাইতে" আদেশ করিলেন এবং বিরক্তির সহিত সহসা আসন ত্যাগকরিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের কঠোর কথায় বিদুর অতিশয় ক্লিষ্টহৃদয় হইয়া

পাণ্ডব-দর্শনার্থ হস্তিনা ত্যাগকরিয়া ব্যাকুল-চিত্তে ক্যাম্যক বনে উপস্থিত হইলেন। এ সংবাদে দুর্য্যোধনাদির হৃদয়ে অসীম আনন্দের সঞ্চার হইল।

পাণ্ডবগণ মহামতি বিদুরকে সহসা সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন ও যথারীতি সৎকার করিলেন। বিদুর ক্ষুণ্ণমনে, অন্ধরাজের কটূক্তি প্রভৃতি সকল কথা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। এদিকে বিদুরকে কঠোর কথায় বিতাড়িত করিয়া অন্ধরাজের মনে বড়ই আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। সন্ধি, বিগ্রহ ও সমুদায় নীতি-বিশারদ বিদুর পাছে প্রচণ্ড-তেজা পাণ্ডবগণের সহায় হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া অন্ধরাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য সঞ্জয়কে আদেশ করিলেন। রাজাজ্ঞা লাভ করিয়া সঞ্জয় কাম্যকবনে গমনপূর্ব্বক বিদুর-সহ হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন। অন্ধরাজ বিদুরকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাহিলেন। মহামতি বিদুরও জ্যেষ্ঠের কটূক্তির কথা ভুলিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে হস্তিনায় বাস করিতে লাগিলেন।

বিদুর হস্তিনায় ফিরিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আদর লাভ করিয়াছেন, একথা শুনিয়া দুর্য্যোধন অতিশয় সন্তপ্ত হইল। পাণ্ডবপ্রিয় বিদুরের পরামর্শে পাছে অন্ধরাজ পুনরায় পাণ্ডব-দিগকে আনয়ন করিয়া রাজ্যার্দ্ধ অর্পণ করেন, এই চিন্তায় পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। সে তৎক্ষণাৎ কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনকে আহ্বান করিয়া পাণ্ডবগণের সর্ব্বনাশ সাধনের বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিল। পরিশেষে কর্ণের

যুক্তিমত সৈন্যাদিসহ বনে গমনকরিয়া পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ ও নিহত করিবার পরামর্শ স্থির হইল। অবিলম্বে সৈন্যাদিসহ সকলে পাণ্ডবগণের উদ্দেশে বনযাত্রার উদ্যোগ করিল।

সর্ব্বদর্শী ভগবান ব্যাস জ্ঞানচক্ষে সকল দর্শন করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রসমীপে গমনপূর্ব্বক এই দুষ্কার্য্য হইতে পুত্রদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অন্ধরাজকে অনুরোধ করিলেন। এবং দুঃখ-ভারাক্রান্ত, নিরাশ্রয় পাণ্ডবদিগকে আপনার শতপুত্রের ন্যায় রক্ষাকরিতে কহিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবের নিকট এবিষয়ে হিতকর পরামর্শ চাহিলে, তিনি বলিলেন যে, "মৈত্রেয় ঋষি পাণ্ডবগণের নিকট হইতে তোমার এখানে আসিতেছেন, তিনিই তোমাকে যথার্থ যুক্তি প্রদানকরিবেন। এই বলিয়া ব্যাসদেব প্রস্থান করিলেন।

ব্যাসদেব প্রস্থান করিলে ঋষি মৈত্রেয় অন্ধরাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। মৈত্রেয় কহিলেন, "মহারাজ! আমি তোমার পুত্র দুর্য্যোধনাদির অত্যাচারকাহিনী এবং কপট দ্যূতের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াই হস্তিনায় আগমন করিয়াছি। এই বলিয়া তিনি প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রকে নানা উপদেশ প্রদানকরিয়া দুর্য্যোধনকে পাণ্ডব-হিংসা পরিত্যাগকরিতে কহিলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ঋষিবাক্যে কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া ঈষৎহাস্যমুখে স্বকীয় উরূপরি করাঘাত করিয়া অধোমুখে পদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা ভূমি খননকরিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মুনিবর মৈত্রেয় আপনাকে অবমানিত মনে করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ "যুদ্ধে ভীমসেনের গদাঘাতে তোর উরু ভগ্ন হইবে"

এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, অভিসম্পাত প্রত্যাহারের জন্য বহু অনুনয় বিনয় করিলে মৈত্রেয় বলিলেন, "যদি দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের সহিত আর বিরোধ না করে, তবেই শাপ বিফল হইবে; নতুবা নিশ্চয়ই শাপবাণী সত্য হইবে।" এই বলিয়া মৈত্রেয় প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে বিদুর কহিলেন, "পাণ্ডবগণ বনযাত্রা করিয়া তৃতীয় দিবসে কাম্যকবনে উপস্থিত হইলেন। রাত্রির অর্দ্ধেক গত হইল, পৃথিবীর জীবজন্তু নিদ্রায় নিমগ্ন হইলে ধরণী নীরব হইল। সেই ঘোরতর নিশীথ সময়ে এক বিকৃতরূপ, বিশালদেহ রাক্ষস পাণ্ডবগণের পথ রোধকরিয়া দাঁড়াইল। তাহার গভীর গর্জ্জনে পশুপক্ষ্যাদির নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, জীবকুল ভয়ে আশ্রয় ত্যাগকরিয়া ইতস্ততঃ প্রস্থান করিতে লাগিল। দুরন্ত রাক্ষস আপনাকে বকরাক্ষসের ভ্রাতা কির্ম্মীর বলিয়া পরিচয়প্রদানপূর্ব্বক ভ্রাতৃঘাতী ভীমসেনকে নিহত করিবে বলিয়া আস্ফালন আরম্ভ করিল।

ভীম, রাক্ষসবাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইলেন এবং এক বিশাল বৃক্ষ তুলিয়া লইলেন। গাণ্ডীবীও ধনুতে জ্যা যোজনা করিলেন। ভীম অর্জ্জুনকে নিবারণ করিয়া স্বয়ং রাক্ষসকে আক্রমণ করিলে, রাক্ষসসহ ভীমের ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর ভীম রাক্ষসকে ধৃত করিয়া নিষ্পেষিত, ভ্রামিত ও ভূপাতিত করিল! পরে জানুচাপে রাক্ষসদেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া পাপিষ্ঠকে নিহত করিল। কির্ম্মীর

নিহত হইলে কাম্যকবন ভয়বিরহিত ও মুনিঋষিগণের স্বচ্ছন্দে বাসোপযোগী হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র, ভীমের অসীমবলের বিষয় শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিমনা হইলেন।

দ্যূতে পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ পত্নীসহ বনে গমনকরিয়াছেন, এই সংবাদ অনতিবিলম্বে চারিদিকে প্রচারিত হওয়ামাত্র ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক বংশীয়গণ, পাঞ্চালরাজের স্বজনাদি এবং ধৃষ্টকেতু, কৈকেয় প্রভৃতি রাজগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বনে আগমন করিলেন। তাঁহারা একবাক্যে দুর্য্যোধনের নিন্দা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধভরে কহিলেন, "দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনী ও দুঃশাসন এই চারি পাপিষ্ঠই সকল অনর্থের মূল। যুদ্ধক্ষেত্রে স্বপক্ষসহ উহাদিগকে নিহত করিয়া আমরা অবশ্যই ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। যাহারা ছলে পরের অপকার করে, সনাতন ধর্ম্মমতে তাহারা অবশ্যই বধযোগ্য।"

বাসুদেবকে ক্রুদ্ধ দর্শনকরিয়া, অর্জ্জুন স্তুতিবাক্যে তাঁহার ক্রোধ দূরকরিলেন। দ্রৌপদীও নানারূপ বিনয়বচনে শ্রীকৃষ্ণের সহানুভূতিলাভে সচেষ্ট হইলেন। দ্রৌপদী, বাল্যাবধি পাণ্ডবগণ যে যে কষ্ট সহিয়াছেন, পাণ্ডবকুলবধূহইয়া কৃষ্ণা যে ক্লেশ—যে অবমাননা সহিয়াছেন, একে একে করুণভাষায় তাহা সর্ব্বসমক্ষে বর্ণন করিতে লাগিলেন। দুঃখকাহিনী কহিতে কহিতে কৃষ্ণার মন ক্রোধে ও ক্ষোভে উত্তেজিতহইয়া উঠিল। সে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আমার

পতি, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা কি বন্ধু কেহই নাই, তুমিও আমার পক্ষে নহ। যদি আমার পক্ষে থাকিতে, তবে কি এভাবে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পাপিষ্ঠগণের অত্যাচার ও অবমাননা আমাকে সহিতে হইত? না তোমরাই আমার এ ক্লেশ ও অবমাননা সহিতে পারিতে? কর্ণ আমাকে দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগে যে উপহাস করিয়াছে কখনই তাহা আমি ভুলিতে পারিব না।" এই বলিয়া দ্রৌপদী ক্ষোভ-ভরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, পাঞ্চালীর ক্ষুব্ধবাক্যে হৃদয়ে অতিমাত্র আহত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "যাহাদের দুর্ব্বাক্যে তোমার মনে এই নিদারুণ যন্ত্রণার উদয় হইয়াছে, অর্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে তাহাদের দেহ খণ্ড খণ্ড ও উত্তপ্ত শোণিতে ধরণী রঞ্জিত হইবে। পাঞ্চালি, তাহাদের পত্নীগণ নিশ্চয়ই স্বামিপুত্রাদির নিধনে অবিরত ক্রন্দন করিবে। পাণ্ডবের শক্তিবৃদ্ধির জন্য—তোমার শোক দূর করিবার জন্য—ইহা নিশ্চিতই করিব। তুমি ক্রন্দনে বিরত হও।" শ্রীকৃষ্ণের বাক্য সত্য কি না, তাহা বুঝিবার জন্যই যেন দ্রৌপদী কটাক্ষপাতদ্বারা কৃষ্ণসখা মহাবীর অর্জ্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও দ্রৌপদীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "দ্রৌপদি! তুমি রোদন সংবরণ কর, শ্রীকৃষ্ণ যাহা কহিলেন, কদাপি তাহা অসত্য হইবে না।" তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগিনীকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "আমি দ্রোণাচার্য্যে বধির; শিখণ্ডী ভীষ্মদেবকে, ভীম দুর্য্যোধনে, ধনঞ্জয় কর্ণকে নিশ্চয়ই বধ করিবেন। হলধর রাম এবং চক্রধর কৃষ্ণ

আমাদের সহায় থাকিলে জগতের কোন বীরই আমাদিগের নিকট অজেয় রহিবে না।”

ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্য শ্রবণকরিয়া সমাগত রাজগণ একযোগে শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি পাতকরিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, “আমি শাল্ববধে ব্যস্তছিলাম এজন্যই দ্যূতক্রীড়ার সংবাদ জানিতে পাই নাই। নতুবা, কৌরবগণ আমাকে আহ্বান না করিলেও আমি দ্যূতসভায় উপস্থিত হইয়া অন্ধরাজকে এ কার্য্য হইতে নিশ্চিতই নিবৃত্ত করিতাম। যদি তাঁহারা আমার কথায় নিবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে, বলপ্রয়োগে তাঁহাদিগের দর্প চূর্ণকরিতাম। কিন্তু যাহা ঘটিবার ঘটিয়াগিয়াছে।” এই বলিয়া পাণ্ডবদিগকে যথারীতি সম্ভাষণপূর্ব্বক, সুভদ্রা ও অভিমন্যুসহ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় চলিয়া গেলেন। অন্যান্য রাজগণও অবিলম্বে স্ব স্ব নগরে প্রতিগমন করিলেন।

পাণ্ডবগণ কাম্যকবন ত্যাগ করিয়া বর্ষাঋতুর আবির্ভাবকালে দ্বৈতবনে গমন করিলেন। তাঁহারা দ্বৈতবনের রমণীয়তা দর্শন করিয়া সানন্দহৃদয়ে তথায় বাসকরিতে লাগিলেন। দ্বৈতবনে পাণ্ডবগণ বাস করিতেছেন শ্রবণ করিয়া দ্বিজগণও তথায় যাইয়া সমবেত হইলেন, তাঁহাদের উচ্চারিত বেদধ্বনিতে কানন-ভাগ সদা মুখরিত হইয়া উঠিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মুনিঋষি ও দ্বিজগণে নিয়ত পরিবেষ্টিত রহিয়া নানা সাধুপ্রসঙ্গে দিন যাপনকরিতে লাগিলেন।

একদা সায়াহ্নে পাণ্ডবগণ কৃষ্ণাসহ বসিয়া নানা কথাপ্রসঙ্গে

ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তখন শোকদুঃখক্লিষ্টহৃদয়া কৃষ্ণা ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "আমাদিগকে এত দুঃখ দিয়াও দুর্য্যোধনের মনে বিন্দুমাত্র দুঃখের উদয় হয় নাই। তারপর অনায়াসে জটাবল্কল পরাইয়া পাপিষ্ঠ আমাদিগকে বনে পাঠাইল! তোমরা বনবাসে গমন করিলে সকলে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু চারিজনমাত্র পাপিষ্ঠেরই চক্ষে জল আসিল না। আহা! দুর্য্যোধনের হৃদয় কি বজ্রময়!" এই বলিয়া দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "তোমার এ কুশশয্যা, এ বনবাস, এই ধূলিধূসরিতগাত্র, এই পরিধেয় ও আহার্য্যের কথা চিন্তা করিয়া দুঃখে আমি পাগলিনীর ন্যায় হইয়া উঠি। তুমি প্রতিদিন সুখসেব্য খাদ্যে পরিপূর্ণ করিয়া শত স্বর্ণপাত্র ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছ, কিন্তু আজ তাহা কোথায়? পাচকেরা কত সাবধানে তোমার ভ্রাতাদিগকে কত সুখাদ্য আহার্য্য প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত করিতে ব্যস্ত রহিত, আর আজ তোমার সেই ভ্রাতৃগণ বনের ফল মূলে জীবন ধারণকরিতেছে! ভীমবাহু বৃকোদর—যে কখনও কোন কাজে পরের সহায়তা গ্রহণ করে নাই—সেইবীর—আজ তোমারই আদেশপালনে, তোমার দিকে চাহিয়া এত দুঃখে দিনপাত করিতেছে! মহাবীর অর্জ্জুনের মুখমণ্ডলে সর্ব্বদা চিন্তার গভীর চিহ্ন প্রকাশিত রহিয়াছে, অসি-যোদ্ধাদিগের অগ্রগণ্য নকুল আর মনোজ্ঞমূর্ত্তি নীতিমান্ সহদেবকে ক্লেশে কালযাপন করিতে দেখিয়া কিরূপে তুমি শত্রুদিগকে ক্ষমা করিতেছ? ক্ষত্রিয় এমত ক্রোধহীন হয়, তাহা জানিতাম না।

ধর্ম্মরাজ! সহধর্ম্মিণী আমি—আমাকে এত কষ্ট, এত অপমান সহিতে দেখিয়াও কি তোমার হৃদয়ে একটুকু ক্লেশ হয় না? প্রবাদ আছে, ক্ষত্রিয় নিক্রোধ হয় না; কিন্তু এখন দেখিতেছি তুমি তাহার বিপরীত। জ্ঞানহীনা রমণী আমি, আমি আর কি বলিব!

এই বলিয়া দ্রৌপদী বলিপ্রহ্লাদ 'সংবাদ বর্ণন করিয়া ক্রোধ ও ক্ষমার দোষগুণ এবং উপযুক্ত কালে ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া কেবল ক্ষমা প্রদর্শন করিলে কি কি দোষ ঘটে তাহা বিবৃত করিলেন। অত্যাচারী, কপট দুর্য্যোধনের কার্য্যে ক্রোধ প্রদর্শন করিতে অনুরোধ ও অযথা ক্ষমা অবলম্বনকরিতে বারণ করিলেন। যুধিষ্ঠিরও ক্ষমার প্রাধান্য প্রদর্শনকরিয়া কহিলেন, দ্রৌপদি, "ক্ষমা রাজারই যোগ্য, ক্ষমাই সুধীগণের শোভনীয় চরিত্র, ক্ষমাই জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। আমি সেই ক্ষমাই অবলম্বন করিয়াছি।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যে দ্রৌপদী অতিশয় রুষ্ট হইলেন এবং বিধাতাকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। বিধাতা কিজন্য যে ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন ও পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে রাজ্যৈশ্বর্য্য প্রদানে সুখসাগরে ভাসমান করিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া কৃষ্ণা বিধাতার নিন্দা করিতে লাগিলেন। শুনিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দ্রৌপদি! তোমার কথাগুলি যদিও শ্রুতিমধুর ও বিচিত্র-বাক্যবিন্যাস-যুক্ত, তথাপি কিন্তু উহা নাস্তিকমতানুযায়ী। বিধাতার নিন্দা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, তাঁহারই কৃপায় মানুষ অমরত্ব লাভকরে, তাঁহাকে কখনও অবজ্ঞা করিও না।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুযোগে দ্রৌপদী একটু লজ্জিতা হইয়া কহিলেন, "আমি বিধাতাকে অবজ্ঞা করিতেছি না। কেবল দুঃখে বিমূঢ় হইয়া পরিতাপ ও প্রলাপ করিতেছি। তবে আমার মনে হয়, আপনি কর্ম্মপথে দণ্ডায়মান হইলে, ভীমার্জ্জুনাদি ভ্রাতৃবর্গের উদ্যমে অনায়াসেই দুঃখ হইতে অব্যাহতি ও রাজ্য লাভ হইতে পারে।"

দ্রৌপদী নিবৃত্তহইলে বীরবৃকোদর বিষম ক্রোধভরে অহিংসা ও ক্ষমার অশেষ দোষ কীর্ত্তন এবং আত্মপক্ষের প্রবল বল বিচার করিয়া, শত্রুসংহারার্থ ধর্ম্মপুত্রকে যুদ্ধে প্রবৃত্তহইতে কহিলেন। ভীমসেনের উত্তেজনাপূর্ণ প্রচণ্ডবাক্যে যুধিষ্ঠিরের অচলহৃদয় বিন্দু-মাত্রও বিচলিত হইল না। তিনি ধীরভাবে কহিলেন, "বৃকোদর! তোমার বাক্য সত্য, তাহা মানি। কিন্তু ভাই, দৈব অতিক্রম করা ত কাহারও সাধ্য নহে, তাই শকুনীর কপটতা জানিয়াও তাহার সহিত পাশা খেলায় রত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, আমার কথা কখনও মিথ্যা হয় না। সুতরাং আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়া বনে আসিয়াছি, তাহার অন্যথা করিতে কখনও পারিব না। সত্যই একমাত্র শ্রেষ্ঠ; তাহার নিকট রাজ্য, ধন, যশঃ, মান, দেবত্ব প্রভৃতিও অতি তুচ্ছ।"

ভীমসেন, মানবের অবশ্যমরণ ও ক্ষীণ জীবনের কথা উল্লেখপূর্ব্বক, বৃথা দ্বাদশবর্ষকাল বনে না কাটাইয়া বলপ্রকাশে রাজত্ব লাভকরিবার জন্য বহু যুক্তির অবতারণা করিলেন। যুধিষ্ঠির ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরে কহিলেন, "ভীম! কেবল

সাহসে কোন কর্ম্ম হয় না। সুমন্ত্রণা, সুবিচার ও সুবিক্রমই সুষ্ঠুরূপে কার্য্য সাফল্যের একমাত্র হেতু। চাপল্য বা বলদর্পে মত্ত হইয়া যাহারা কার্য্যারম্ভ করে, তাহাদের কাজ কখনও সফল হয় না।" এই বলিয়া তিনি একে একে কৌরব পক্ষের সহায়সম্পদ ও বলবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিলেন। ভীমকর্ম্মা ভীমসেন কৌরব কুলের অমেয় শক্তি সামর্থ্যের কথা চিন্তা করিয়া অতিশয় বিমনা হইলেন।

এমত সময়ে ত্রিকালজ্ঞ ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বিপন্ন যুধিষ্ঠিরকে "প্রতিস্মৃতি" নাম্নী বিদ্যা প্রদানকরিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর দ্বৈতবন পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবগণ পুনরায় কাম্যকবনে গমনকরিয়া বাসকরিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "সব্যসাচিন্! বিচার করিয়া দেখ, ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ অস্ত্রশস্ত্রে কিরূপ প্রধান। তাঁহারা ব্রাহ্ম-দৈব প্রভৃতি তাবৎ অস্ত্রে সুশিক্ষিত। এই সুশিক্ষিত বীরগণ দুর্য্যোধনের সহায়; সুতরাং দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিতে হইলে এই সকল বীরগণকে জয় করিতে হইবে এবং এই বীরপুরুষদিগকে পরাজিত করিতে হইলে ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্রে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট সর্ব্ববিধ অস্ত্র ন্যস্ত আছে, তুমি তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সকল অস্ত্র লাভকর। মহর্ষি ব্যাসদেব আমাকে অতিগুহ্য দেবমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, আমি ঐ মন্ত্র তোমাকে প্রদান

করিতেছি। ইহার প্রভাবে তুমি অনায়াসে দেবরাজের করুণালাভে সমর্থ হইবে।” এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনকে “প্রতিস্মৃতি” বিদ্যা প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠের নিকট বিদ্যা লাভকরিয়া তপস্যার্থ উত্তরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

কাম্যকবন হইতে একদিনেই অর্জ্জুন হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে উত্তর-মুখে গমনপূর্ব্বক গন্ধমাদন অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রকীল পর্ব্বত প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে দেবরাজসহ অর্জ্জুনের সাক্ষাৎকার ঘটিল। অর্জ্জুন তাঁহার আদেশ অনুসারে তথায় অবস্থানপূর্ব্বক শূলপাণি মহাদেবের আরাধনায় যত্নবান হইলেন। চারি মাস কঠোর তপস্যার পর মহাদেব অর্জ্জুনের বল পরীক্ষার্থ ভূতগণসহ ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে আগমন করিলেন। ভগবতী উমাও কিরাতরমণীর বেশে তৎসহ আগমন করিলেন। ইতিমধ্যে মুক নামক অসুর, শূকর-মূর্ত্তি ধারণকরিয়া অর্জ্জুনের বধার্থ উদ্যত হইয়া তথায় আগমন করিয়াছিল। অর্জ্জুন শূকরকে মায়াবী মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ গাণ্ডীবে শর সন্ধানকরিলেন। অর্জ্জুনকে শরসন্ধানে উদ্যত দেখিয়া কিরাতবেশী মহেশ্বর তাহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন যে, “এই বরাহ তোমার পূর্ব্বে আমি দেখিয়াছি সুতরাং ইহার উপর তুমি বাণ ক্ষেপকরিও না।” অর্জ্জুন কিরাতের কথা অবহেলা করিয়া, যেমন শূকর উপরি বাণ প্রহার করিলেন, কিরাতও তৎক্ষণাৎ উহার উপর বাণ ক্ষেপ করিল। দুই জনের নিক্ষিপ্ত শরই একসঙ্গে বরাহগাত্রে বিদ্ধহইল—বরাহরূপী

দৈত্য প্রাণ ত্যাগ করিল। তখন শিকার লইয়া উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল—বিবাদ যুদ্ধ পরিণত হইল। অর্জ্জুন সমুদয় বলের সহিত অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেও কিরাতকে কাতর করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে কিরাত-সহ মল্লযুদ্ধে নিপীড়িত ও হতচেতন হইয়া অর্জ্জুন ভূপতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভকরিয়া পার্থ মহাদেবের উদ্দেশে নানা প্রকার স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং মৃত্তিকার শিবমূর্ত্তি গঠনকরিয়া ভক্তি-পূর্ব্বক পুষ্পমাল্যে তাঁহার পূজা করিলেন।

পূজাশেষে অর্জ্জুন দেখিলেন, তিনি যে মাল্যে মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়াছেন,উহা কিরাতের শিরে শোভা পাইতেছে! তদ্দর্শনে কিরাতকে ছদ্মবেশধারী মহাদেব নিশ্চিত করিয়া অর্জ্জুন তাঁহার নিকট বিবিধ বিনয় প্রকাশকরিলেন। মহাদেবেও অর্জ্জুনের বীরত্বে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মশিরনামক পাশুপত অস্ত্র দান করিলেন। অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্রও তথায় উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু প্রদানকরিলেন। অর্জ্জুন দেবতাদিগকে দর্শনকরিয়া হৃষ্ট হইলে, ইন্দ্র তাঁহাকে, "ভীষ্ম দ্রোণাদি বীরগণকে পরাজিত করিবে" বলিয়া বর দিলেন। পরে যম হইতে ভীষণ "দণ্ড", বরুণ হইতে "পাশ", ধনেশ্বর যক্ষ হইতে "দিব্যশর" লাভ করিয়া অর্জ্জুন কৃতার্থ হইলেন। দেবরাজ তাঁহাকে স্বর্গে গমনার্থ প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেবগণের সহিত অন্তর্দ্ধান করিলেন।

দেবগণ অন্তর্দ্ধান করিলে, ইন্দ্র-সারথি মাতলি দেবরথ

লইয়া অর্জ্জুন-সমীপে উপনীত হইলেন এবং অর্জ্জুনকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। অর্জ্জুন দেবগণের নিকট অস্ত্র শিক্ষাকরিয়া পাঁচ বৎসর স্বর্গে বাসকরিলেন। ইত্যবসরে তিনি ইন্দ্রাদেশে গন্ধর্ব্ব চিত্রসেনের নিকট নৃত্য-গীত ও বাদ্য শিক্ষা করিলেন। ভগ্নমনোরথা উর্ব্বশী জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুনকে "ক্লীব হইয়া থাক" বলিয়া অভিশাপ দেন; কিন্তু দেবরাজ এই শাপকালের পরিমাণ মাত্র একবৎসর ব্যাপী হইবে বলিয়া পার্থকে বর প্রদান করিলেন।

মহাবীর অর্জ্জুন স্বর্গে গমন করিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহর্ষি ব্যাসমুখে সে সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের ধৈর্য্য, বীর্য্য ও সহিষ্ণুতার কথা স্মরণে অন্ধরাজ কৌরবগণের অবশ্য বিনাশ স্থির করিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং বিলাপ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধরাজার মনে অন্যায় পাশা খেলা, দ্রৌপদীর প্রতি অত্যাচার ও পাণ্ডবগণের অন্যায় অবমাননার কথা উদিত হইতে লাগিল। সত্য-প্রতিজ্ঞ পাণ্ডবগণ বনবাসে যাত্রা কালে সভা সমক্ষে যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছে, কদাপি তাহার বিন্দুমাত্র অন্যথা হইবে না ভাবিয়া অন্ধরাজের অন্তর অতিশয় আকুল হইয়া উঠিল।

এদিকে অর্জ্জুন-বিরহে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ সতত তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভীমকর্ম্মা বৃকোদর যুধিষ্ঠিরকেই সকল দুঃখের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন এবং কৌরব সভায় যদি তিনি ভীমার্জ্জুনকে আত্মরক্ষার অনুমতি করিতেন, তাহা হইলে এই ক্লেশকর বনবাস, অর্জ্জুনের তপস্যার্থ

গমন প্রভৃতি কোন দুঃখই সংঘটিত হইত না, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির ভীমের দুঃখপূর্ণ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সত্যবদ্ধ ত্রয়োদশ বৎসর পরে শত্রু নাশ করিবার কথা বলিলেন। এমত সময় মহর্ষি বৃহদশ্ব সহসা পাণ্ডব-সমীপে আগমন করিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট দুঃখের কাহিনী সকল একে একে আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন।

মহর্ষি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শ্রবণ করিয়া নিষদ-রাজ নলের কাহিনী ও দময়ন্তীর স্বয়ম্বর, দময়ন্তী লাভ, দেবগণের বর, তৎপর কলিরশাপে নলের দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় ও বনে গমন, দময়ন্তী ত্যাগ, দময়ন্তী ও রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় বর্ণন করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আপনিও মহারাজ নলের ন্যায় অচিরে দুঃখের হাতহইতে মুক্তি লাভকরিয়া সাম্রাজ্যের অধিকারী হইবেন। তজ্জন্য চিন্তিত বা দুঃখিত হইবেন না।" পরদুঃখ কাতর মহর্ষি, যুধিষ্ঠিরকে অক্ষবিদ্যা ও অশ্ববিদ্যা প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠির মহর্ষি হইতে এই বিদ্যা লাভ করিয়া অর্জ্জুনের কথা চিন্তা করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

একদা দ্রৌপদী অর্জ্জুন-বিরহে কাতর হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীর করুণ বিলাপ বাক্য শুনিয়া বীরবর বৃকোদর, মাদ্রীতনয় নকুল এবং সহদেবও অর্জ্জুনের উদ্দেশে বিলাপকরিতে লাগিলেন। এই

সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় উপনীত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় দেবর্ষি তাঁহাদিগের নিকট বহু তীর্থের বিবরণ ও তীর্থ ভ্রমণের ফল বর্ণন করিলেন। নারদের নিকট তীর্থ ভ্রমণের ফল শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির কাম্যকবন ত্যাগ-পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। তখন পুরোহিত ধৌম্য চতুর্দ্দিকস্থ প্রধান তীর্থ সমূহের কাহিনী বিবৃত করিয়া তাঁহাদিগকে ঐসকল তীর্থ ভ্রমণকরিতে অভিমত প্রদান করিলেন। তদনুসারে ক্রমে ক্রমে বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা একদা গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। মহর্ষি লোমশও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। নদনদী-সরোবর-শোভিত, সিদ্ধ-দেবর্ষি-সেবিত, বৃক্ষ-লতা-ফল-পুষ্প-বিভূষিত, সুখসেব্য গন্ধমাদন দর্শনকরিয়া পাণ্ডবগণ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। কিন্তু সহসা তথায় ভীষণ বাত্যা উপস্থিত হইল—বাত্যা-বেগে দিক্ সকল অন্ধকারময় হইল। লোমশ ও ধৌম্য-সহ পাণ্ডবগণ কেহ বৃক্ষ ধরিয়া কেহ বা পর্ব্বতের গুহায় লুক্কায়িত হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। ঝটিকাপাত নিবৃত্ত হইলে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল, পার্ব্বতীয় বিশুষ্ক নদীগুলি বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় ভীষণ স্রোতে প্রবাহিত হইল। কিন্তু ক্ষণমধ্যেই বায়ুবেগের ন্যায় বৃষ্টিপাতও থামিয়া গেল—সূর্য্যোদয়ে দিক্ সকল প্রসন্ন হইল। তখন পাণ্ডবগণ তথা হইতে অন্য স্থান দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন।

ক্রোশাধিক স্থান অতিক্রম করিলে দ্রৌপদী আর পদব্রজে চলিতে সমর্থ হইলেন না। বায়ুবেগে ও বৃষ্টিপাতে ক্লান্ত কৃষ্ণা সহসা

ভূতলে বসিয়া পড়িলেন; তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্তহইয়া গেল। বহুযত্নে দ্রৌপদীর চেতনার সঞ্চার হইল। বন্ধুর পর্ব্বত-গাত্রে কিরূপে তাঁহারা আরোহণ ও অবরোহণ করিয়া চলিবেন, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন তদ্বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভীমসেন স্বয়ং সকলকে বহন করিয়া লইবেন বলিলেন; কিন্তু ধর্ম্মরাজের আদেশে হিড়ম্বা-নন্দন ঘটোৎকচকে স্মরণ করা মাত্র সে অন্যান্য সহচর-সহ তথায় উপস্থিত হইল। ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে এবং তাহার সহচরেরা অন্যান্য সকলকে স্কন্ধে লইয়া যাত্রা করিল। ক্রমে তাঁহারা নানা রম্য উপবন, ম্লেচ্ছজন-সমাকীর্ণ রত্নপূর্ণ দেশ, গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-কিন্নরপ্রভৃতির বিহারভূমি দর্শন করিতে করিতে উত্তরকুরু অতিক্রম করিয়া সকলে কৈলাসের পরবর্ত্তী বদরীতে উপনীত হইলেন।

পাণ্ডবগণ রাক্ষসদিগের স্কন্ধহইতে নরনারায়ণাশ্রমে অবতরণ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞাগ্নিদীপ্ত, হোমগন্ধে আকুলিত আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ব্রহ্মতেজোদীপ্ত ঋষিগণ হোম পূজাদিতে সতত নিরত রহিয়াছেন। ঋষিগণ পরমসমাদরে পাণ্ডবদিগকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারাও পরম আনন্দে তথায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনেরসাক্ষাৎকারলাভার্থ ছয়রাত্রি বদরিকাশ্রমে বাস করিলেন। একদিন বায়ুবেগে একটী সহস্রদল পদ্ম আসিয়া দ্রৌপদীর নিকট পতিত হইল। উহার রক্তিমবর্ণ ও সুগন্ধে পরিতুষ্ট হইয়া, দ্রৌপদী ঐরূপ মনোহর পদ্ম আনয়নের জন্য

ভীমসেনের নিকট প্রার্থনা করিলেন। মহাবীর ভীমসেন পত্নীর মনোরঞ্জনার্থ পদ্মের উদ্দেশে গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। বৃকোদর পর্ব্বতপাদদেশে যোজনবিস্তৃত কদলীবন ও তথায় জলচর পক্ষিগণের সঞ্চরণ দর্শন করিয়া জলাশয়ের অনুমান করিলেন এবং বায়ুবেগে গমন করিয়া ক্ষণমধ্যে মনোহর পদ্মপরিপূর্ণ এক সরোবর-তীরে উপনীত হইলেন। হৃষ্টচিত্ত ভীমসেন সরোবর-সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক বহুক্ষণ জলক্রীড়া করিলেন। অতঃপর তথা হইতে কদলীবনের অভিমুখে যাত্রাকরিলেন। আনন্দমত্ত ভীমের বাহ্বাস্ফোটে ও গভীর শঙ্খনাদে পর্ব্বতভাগ নিনাদিত হইয়া উঠিল। বনচর পশুপক্ষি-সকল ভয়ে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল।

রাঘব-বরে চিরজীবী হনূমান ঐ কদলীকাননে অবস্থান করিয়া থাকেন। তিনি শঙ্খনাদ ও বাহ্বাস্ফোট শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, মহাবীর ভীমসেন আসিতেছেন। তিনি ভীমের বীরত্বগর্ব্ব দূর করিবার জন্য ঐ কদলীবনের পথে নিদ্রিতের মত শয়ন করিয়া বৃকোদরের আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভীম ভ্রমণ করিতে করিতে বনমধ্যে উপনীত হইয়া দেখিলেন, অনলশিখাসম দীপ্তিমান্ মহাবল এক বানর তথায় স্বর্গপথ অবরোধকরিয়া শয়ান রহিয়াছে। তদ্দর্শনে বৃকোদর ভীষণ গর্জ্জন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ভীমের ভীষণ গর্জ্জনে পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত ও ভীতচিত্ত মৃগপক্ষি-প্রভৃতি চঞ্চলভাবে ধাবিত হইল। কিন্তু ভীমকায় বানর একবার চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া, একটুকু চাহিয়া—অবজ্ঞাভরে জৃম্ভন

করিলেন। পরে মৃতুস্বরে ভীমসেনের পরিচয় ও তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীমসেন আপনাকে পাণ্ডুপুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলে, হনুমানও ভীমের নিকট আপনার যথার্থ পরিচয় কহিলেন এবং বৃকোদরকে সৌগন্ধিকপদ্মের অবস্থান ও তথায় গমনের পথ বলিয়া দিলেন।

পরদিন ভীমসেন, হংসকারণ্ডব-চক্রবাকাদি-নিনাদিত, মনোহর সৌগন্ধিক-পদ্মবনে উপনীত হইলেন। ভীমসেন তত্রত্য কুবের-সরোবরে অবগাহন ও জলপান করিয়া পদ্মবনে প্রবেশ করিলেন। বন-রক্ষিগণ ভীমসেনকে নিষেধ করিলেও বৃকোদর তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে রক্ষী রাক্ষসদিগকে পরাভূত করিয়া ভীম তথাহইতে ইচ্ছামত পদ্ম গ্রহণকরিলেন। এদিকে ভীমসেনের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠিরাদি, ঘটোৎকচ রাক্ষসের স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক—সৌগন্ধিক কাননে উপনীত হইয়া দেখিলেন, রাক্ষস নিধনকরিয়া ক্রুদ্ধ ভীম গদাহস্তে সরসীতীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ভীমকে এই দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাঁহারা অর্জ্জুনের আগমন প্রতীক্ষায় তথাকার পর্ব্বতসানুতে বাসকরিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইল। অনন্তর তাঁহারা পুনরায় তথা হইতে বদরী আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।

পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনের প্রত্যাগমনাশায় কৈলাস পর্ব্বতে বদরিকা আশ্রমে বাসকরিতে লাগিলেন; ঘটোৎকচ প্রভৃতি স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। এই সময়ে দুরাত্মা জটাসুর ভীমসেনের

অগোচরে কৃষ্ণাসহ যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃ-ত্রয়কে অপহরণ করিবার মানসে তথায় উপনীত হইল। দুরাত্মা ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণরূপে প্রতিদিন পাণ্ডবগণের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল।

একদা ভীমসেন মৃগয়ায় গমন করিলে লোমশাদি ঋষিগণও নানা কাজে দূরে গমন করিলেন। তখন দুরাত্মা জটাসুর নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অস্ত্রশস্ত্রসহ দ্রৌপদী ও পাণ্ডবত্রয়কে হরণ করিয়া লইয়া চলিল। সহদেব অতিকষ্টে রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্তি লাভকরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভীমসেনকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। পরে অসি নিষ্কাসিত করিয়া রাক্ষসকে আক্রমণ করিলেন। এমত সময়ে ভীমসেন তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ছদ্মবেশী দুরাত্মাকে রাক্ষস জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ আক্রমণপূর্ব্বক ভূপাতিত ও তরবারি প্রহারে উহার মুণ্ড ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

রাক্ষস হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারা তথা হইতে ক্রমাগত অষ্টাদশ দিন গমনের পর মহর্ষি বৃষপর্ব্বার আশ্রমে উপনীত হইলেন। তথায় সপ্তরাত্রি অবস্থান করিয়া পুনরায় উত্তরাভিমুখে গমনকরিতে লাগিলেন। চারিদিবস গমনের পর সকলে কৈলাস পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে, বহু মনোরম স্থান দর্শন করিতে করিতে গন্ধমাদনস্থিত আর্ষ্টিসেন ঋষির তপোবনে গমন করিলেন। আর্ষ্টিসেন পাণ্ডবগণের আগমনের কারণ অবগত হইয়া, যতদিনপর্য্যন্ত অর্জ্জুন প্রত্যাগত না হ'ন ততদিন তাঁহার আশ্রমেই বাস করিবার জন্য পাণ্ডবদিগকে অনুরোধ

করিলেন। ঋষির আদেশানুসারে পাণ্ডবগণ তথায় এক বৎসর কাল বাস করিলেন।

একদা বায়ুবেগে পঞ্চবর্ণ-শোভিত কতকগুলি সুগন্ধপুষ্প তথায় পতিত হইলে, দ্রৌপদী তদ্দর্শনে অতিশয় হৃষ্টান্তঃকরণে যেস্থানে ঐ ফুলজন্মে—রাক্ষস-ভয় বিদূরিত হইলে সকলের সহিত সেস্থান দেখিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। ভীম দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভীম পর্ব্বতশীর্ষে উপনীত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বিশাল প্রাচীরবেষ্টিত, স্ফটিক-বিনির্ম্মিত-হর্ম্ম্যরাজি-বিরাজিত কুবেরের নগরীতে উপস্থিত হইলেন। কুবের নগরীর পতাকাশোভিত অপূর্ব্ব প্রসাদাবলি দর্শন করিয়া বৃকোদরের হৃদয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের স্মৃতি জাগরিত হইল—ভীম একটু দুঃখিত হইলেন।

কুবের-পুরী দর্শন করিয়া ভীমসেন অস্ত্রাদিধারণপূর্ব্বক অটল পর্ব্বতবৎ দাঁড়াইয়া জ্যা-[illegible]র্ঘোষে চারিদিক কম্পিত করিয়া তুলিলেন। শব্দ শুনিয়া যক্ষ-রক্ষ-রাক্ষস প্রভৃতি ধনুঃশর ধারণ-পূর্ব্বক ভীমসমীপে উপনীত হইল—ভীমের সহিত তাহাদের ভয়াবহ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বৃকোদরের বিষম অস্ত্রাঘাত সহিতে না পারিয়া যক্ষরাক্ষসাদি সকলে রণে ভঙ্গদিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মণিমান্ নামে জনৈক যক্ষ ভীমসেনকে আক্রমণ করিয়া—আহত করিল। ভীম, যক্ষের প্রহারে আহত হইয়া এরূপবলে গদা প্রহার করিলেন যে,

তাহাতেই মণিমানের প্রাণ দেহ ছাড়িয়া বাহির হইল। রাক্ষসগণের বিকট ভয়কোলাহলে গিরিগুহা ধ্বনিত হইল।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া এবং ভীমসেনকে আশ্রমে উপস্থিত না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শব্দানুসরণপূর্ব্বক ধাবিত হইলেন। সকলে গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া—রক্ষোযুদ্ধে বিজয়ী ভীমসেনকে দর্শন করিয়া—নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইলেন। পর্ব্বতশৃঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে তাঁহাদের আনন্দের আর অবধি রহিল না।

এদিকে অনুচরগণের নিধনসংবাদ শ্রবণ করিয়া কুবের অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, অবিলম্বে অনুচর সকলকে রণসাজে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন, স্বয়ং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধে যাত্রাকরিলেন। কিন্তু পাণ্ডবদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া যক্ষেশ্বরের ক্রোধ দূরীভূত ও পাণ্ডবগণের প্রতি পরম প্রীতি সঞ্জাত হইল। কুবের কহিলেন, "একদা মণিমান্, মহর্ষি অগস্ত্যের মস্তকে থুথু নিক্ষেপ করিয়াছিল, এজন্য মহর্ষি তাহাকে 'মানবহস্তে তোর মৃত্যুহইবে' বলিয়া অভিসম্পাত করেন। মণিমান্ সেই অভিসম্পাত হইতে অদ্য মুক্ত হইল; সুতরাং মহাবীর ভীম আমাদিগের উপকারই করিয়াছেন।" কুবেরের অনুরোধে পাণ্ডবচতুষ্টয় কয়েক দিবস—অলকায় বাস করিলেন। ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত যুধিষ্ঠির সর্ব্বদাই অর্জ্জুনের আগমন চিন্তা করিতেন। অর্জ্জুন বনযাত্রাকালে বলিয়া গিয়াছিলেন, "পাঁচবৎসর পরে ফিরিব," সেই পাঁচ বৎসর প্রায় অতীত হইল দেখিয়া

পাণ্ডবগণের মন অতিশয় আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহারা দিবারাত্রি বিষণ্ণবদনে অর্জ্জুনের চিন্তায় মগ্নরহিলেন।

এদিকে ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর অতীত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন দেবলোকে বহুবিধ অস্ত্রপ্রয়োগ ও তাহার সংহার শিক্ষা করিয়া দেবরাজের সমীপে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। দেবরাজ, অর্জ্জুনের ভক্তি ও বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। অর্জ্জুন ইন্দ্র সারথি মাতলিবাহিত দেবরথে আরোহণ করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। অর্জ্জুনের আগমনে যুধিষ্ঠিরাদির হৃদয় আনন্দে অতিশয় উৎফুল্ল হইল, অর্জ্জুনও ভ্রাতৃগণের দর্শনলাভে আহ্লাদিত হইলেন ও পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। অতঃপর সর্ব্বসমক্ষে স্বর্গবাস ও অস্ত্রাদি শিক্ষার কথা সংক্ষেপে নিবেদন করিলেন। সে কাহিনী শুনিয়া সকলের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

পরদিবস প্রভাতে সুরেশ্বর ইন্দ্র পাণ্ডবসমীপে গন্ধমাদন-শিখরে আগমন করিলেন। দেবরাজ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে পুনরায় কাম্যকবনে গমন করিতে আদেশ প্রদান করিয়া—ত্রিদিবধামে প্রতিগমন করিলেন। অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর নিকট ক্রমে ক্রমে পাশুপত অস্ত্রলাভ, স্বর্গগমন ও অস্ত্রশিক্ষা, নিবাতকবচ বধ, হিরণ্যপুর উৎসাদন প্রভৃতির বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পরদিবস ধনঞ্জয় সকলকে দেবদত্ত অস্ত্রসকল প্রদর্শন করিলেন। দিব্যাস্ত্রের প্রভাবে জীবকুল ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এমত সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় উপনীত হইয়া

দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার করিতে এবং অলক্ষ্যে উহা নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন; ধনঞ্জয়ও অস্ত্রসংহার করিলেন। অতঃপর নারদাদি সকলে চলিয়াগেলে, পাণ্ডবগণ চারি বর্ষকাল তথায় বাস করিলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণের বনবাসসময়ের দশ বৎসর অতীত হইল।

অতঃপর তাঁহারা কুবেরপুরী প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক বহু নদ, নদী, অরণ্য, তপোবন দর্শন করিতে করিতে গন্ধমাদনে আগমন করিলেন। গন্ধমাদন হইতে কৈলাস পর্ব্বত, তথা হইতে অসংখ্য বন, উপবন, গিরিসেতু, গুহা, সরোবর প্রস্রবণ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বৃষপর্ব্বা মহর্ষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বৃষপর্ব্বার আশ্রমে এক রাত্রি অবস্থান করিয়া পাণ্ডবগণ আবার যাত্রা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা বদরিকাশ্রমে বদরিনারায়ণ দর্শন ও সেবার জন্য একমাস বাস করিলেন। তারপর কিরাত রাজ্য দর্শন-জন্য তাঁহারা কুলিন্দ, দরদ, তুষার, চীন প্রভৃতি দেশ অতিক্রম করিয়া সুবাহুপুরে উপনীত হইলেন। সুবাহুপুরে একরাত্রি অবস্থান করিয়া ঘটোৎকচ বিদায়পূর্ব্বক সুন্দর যামুন পর্ব্বতে উপনীত হইয়া মৃগয়ায় রত হইলেন। তত্রত্য প্রস্রবণ শোভিত বিশাখযূপ নামক স্থানে পাণ্ডবগণ সংবৎসর বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে একদা মৃগয়াকালে ভীমসেন সহসা ভীষণ ভুজঙ্গরূপী, শাপগ্রস্ত নহুষরাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার আর পরিত্রাণের উপায় রহিল না।

যুধিষ্ঠিরাদি ভীমসেনের আগমনে বিলম্ব দর্শন করিয়া

অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। বিশেষতঃ নানারূপ দৈবী উপদ্রব দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অর্জ্জুনের উপর দ্রৌপদীর এবং নকুল সহদেবের প্রতি ব্রাহ্মণাদির ভার অর্পণ করিয়া পুরোহিত ধৌম্যসহ ভীমসেনের উদ্দেশে গমন করিলেন। তাঁহারা চরণচিহ্ন দর্শন করিতে করিতে গভীর অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক এক পর্ব্বত উপরি ভুজঙ্গবেষ্টিত ভীমসেনকে দর্শন করিলেন। যুধিষ্ঠির সর্পের নিকট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সর্প কহিল যে,—"আমি রাজা নহুষ। ব্রাহ্মণদিগকে অবমানিত করায় মহর্ষি অগস্ত্যের শাপে ভুজঙ্গ-দেহ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি। সম্মুখাগত প্রাণী মাত্রই আমার ভক্ষ্য —আমি আজ বহুদিন পরে খাদ্য পাইয়াছি, ইহা কখনই পরিত্যাগ করিব না। তবে যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পার, ভীমকে পরিত্যাগ করিব।" যুধিষ্ঠির অজগরের কথায় স্বীকৃত হইলেন। অজগরের নানা ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দান করিলে ভীম মুক্তিলাভ করিলেন। ভীম-সহ ধৌম্য ও যুধিষ্ঠির, ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে গ্রীষ্মকাল অতীত হইয়া বর্ষা সমুপস্থিত হইলে, পাণ্ডবগণ যামুন পর্ব্বতের গুহায় বর্ষাকাল কাটাইলেন। অনন্তর শরৎকাল সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডবগণ কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীর পর কাম্যকাননাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং মরুধন্ব দেশ দর্শন করিয়া যথাকালে কাম্যকবনে উপনীত হইলেন।

পাণ্ডবগণ কাম্যক কাননে প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া

শ্রীকৃষ্ণ তথায় আগমন করিলেন। বহুদিন পরে সাক্ষাৎ হওয়াতে সকলেই সুখী হইলেন। অর্জ্জুন প্রিয়সখার নিকট বনবাসকালের তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া সুভদ্রা ও অভিমন্যুর মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের কুশল জ্ঞাপন করিয়া কৌরবদিগের দর্প চূর্ণকরিবার জন্য ধর্ম্মরাজকে ত্বরা প্রদান করিলেন এবং দ্রৌপদীকে কহিলেন, "প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতি তোমার পুত্রগণ সুভদ্রার কাছে অতিস্নেহে পালিত, যাদবগণের হিত দ্বারকায় নানা অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছে। অভিমন্যু নজেও তাহাদিগকে অতিশয় যত্নে অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছে।" অতঃপর যুধিষ্ঠিরকে বহুবিধ বাক্যে আনন্দিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে—ধর্ম্মরাজ কহিলেন, "আমরা প্রতিশ্রুত দ্বাদশ বৎসর বনবাসে অতিবাহিত করিয়াছি; কিন্তু এখনও অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর বাকি আছে। ইহা অতিবাহিত করিলেই আমরা তোমার সহিত মিলিত হইয়া শত্রু সংহার করিব। পাণ্ডব এখন যেমন তোমার কৃপার পাত্র—অনুগ্রহের ভাজন,—এ অনুগ্রহ যেমন চিরদিনই থাকে, হে মাধব ইহাই তোমার কাছে ভিক্ষা।"

এমত সময়ে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তথায় সমুপস্থিত হইলেন। মার্কণ্ডেয় কথাপ্রসঙ্গে বহু নীতিবাক্য ও উপাখ্যান বর্ণনের সহিত কলিযুগের কথা, কলির মানবগণের অল্পায়ু, কদাচার, ধর্ম্মহীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার কথা বর্ণন করিলেন। পরে বর্ত্তমান দুঃখ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে নানাবিধ

উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক সহিষ্ণুতার সহিত ধর্ম্মপথে ট. দ্রব্য
অনুমতি করিয়া অভীষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন। যা।

মহাত্মা পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণবর্গ-সহ আশ্রমে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে দ্রৌপদী ও সত্যভামা তথায় উপস্থিত হইলেন। বহুদিন পরে সাক্ষাৎ হওয়াতে উভয়ে আনন্দিত হইয়া বিবিধ কথার অবতারণা করিলেন। সত্যভামা কথা প্রসঙ্গে দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"যাজ্ঞসেনি, তুমি পাণ্ডবের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর? তাঁহারা সকলেই যে তোমার এত বশীভূত, কখনও যে তাঁহারা তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হ'ন না ইহার কারণ কি? কিরূপে তুমি স্বামীদিগকে এরূপ বশীভূত করিলে? তুমি ব্রত, জপ, উপবাস, হোম কিংবা অঞ্জন, ঔষধ, মন্ত্র অথবা বশীকরণ-বলে স্বামীদিগকে বশ করিয়াছ? সেই উপায় আমাকে বল। আমি যেন তদ্রূপ কর্ম্মদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে পারি।"

সত্যভামার কথা শুনিয়া দ্রৌপদী গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিতে লাগিলেন, "সখি! তুমি বুদ্ধিমতী, মাধবের মহিষী; তোমার পক্ষে এরূপ সংশয়াত্মক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যুক্তি-যুক্ত নহে। স্বামী যদি জানেন পত্নী মন্ত্র-প্রয়োগে তাঁহাকে বশ করিতে চাহে, তবে তিনি সেই পত্নীকে সর্পীবৎ ভাবিয়া ভীত হ'ন, তাঁহার অন্তর অশান্তিতে পূর্ণ হয়। মন্ত্রদ্বারা কখনও স্বামী বশকরা যায় না। খাদ্য বা পানীয়ের সহিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অনেক অভাগিনী স্বামীকে চিররোগী, কুষ্ঠ-গ্রস্ত, বধির কিংবা পুরুষত্ব-

করিয়াছে; সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ অযোগ্য। আমি ।ত্মা পাণ্ডবদিগের প্রতি যে ব্যবহার করি, তাহা তোমাকে বলিতেছি মন দিয়া শুন।"

এই বলিয়া দ্রৌপদী কহিতে লাগিলেন,—"আমি অহঙ্কার, কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া পতিগণের ও সপত্নীদিগের পরিচর্য্যা করি। অভিমান ত্যাগ করিয়া প্রেম প্রদর্শন করি। পতিগণ যাহা বলেন, যাহা ইচ্ছা করেন, যাহা ভালবাসেন, আমি সর্ব্বদা তদনুসরণ করিয়া থাকি। আমি কখনও তাঁহাদিগের প্রতি কটূক্তি করি না। মন্দ বিষয় ভালবাসি না, দ্রুতপদে গমনাগমন করি না। আমার স্বামিগণ স্নান না করিলে আমি স্নান করি না, ভোজন না করিলে ভোজন করি না। তাঁহারা বাহির হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিলে যত্ন-পূর্ব্বক পা ধুইবার জল, বসিবার আসন প্রভৃতি দিয়া তাঁহাদের শুশ্রূষা করি, প্রতিদিন উত্তমরূপে গৃহ মার্জ্জন, গৃহ-দ্রব্য মার্জ্জন, পাক, সময়ে ভোজ্য প্রদান করি, সাবধানে ধান্যরক্ষা করি। কখনও অসৎ চরিত্রার সহিত বসবাস করি না। কদাপি কাহাকেও তিরস্কার না করিয়া সর্ব্বদা সকলের প্রতি অনুকূল ব্যবহার করি, অনালস্যে কাল কর্ত্তন করি। পরিহাস সময়ব্যতীত হাস্য, অপ্রয়োজনে বনে কিংবা গৃহদ্বারে অবস্থান, অতিহাস্য বা অতিক্রোধ করি না। সর্ব্বদা সত্যে রত রহিয়া স্বামিগণের সেবা করি, ক্ষণকালও তাঁহাদের বিরহে বাস করি না। যদি স্বামীরা আত্মীয়তা হেতু গৃহ ত্যাগকরিয়া অন্যত্র বাস করেন, তবে আমি সর্ব্বপ্রকার

বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া ব্রতাবলম্বন করি। স্বামী যে দ্রব্য আহার করেন না, কদাপি আমি সেই দ্রব্য স্পর্শও করি না। তাঁহারা যেমন সজ্জায় সজ্জিত হইতে আদেশ করেন, তেমনই সজ্জা গ্রহণ করি। সর্ব্বদা হৃষ্টান্তঃকরণে ভর্ত্তৃবর্গের পরিচর্য্যা করি। কখনও তাঁহাদের পূর্ব্বে আহার, ভূষণধারণ বা শয়ন অথবা স্বামীর শয্যাত্যাগের পরে শয্যা ত্যাগকরি না। সর্ব্বদা গুরুজনের সেবায় রত থাকি, কখনও তাঁহাদিগের নিন্দা করি না। স্বামি-গৃহের পরিজন, অতিথি, দাস, দাসী, পশুপক্ষী প্রভৃতিকে নিজ হস্তে অন্ন পানাদি দান করি। ইহাই আমার পতিবশের ঔষধ, ইহাই আমার পতিবশের মন্ত্র! এই ঔষধ এবং মন্ত্র প্রয়োগেই আমি স্বামীদিগকে বশীভূত রাখিয়াছি।" দ্রৌপদীর এই কথা শুনিয়া সত্যভামা বড়ই লজ্জিতা হইলেন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া লইলেন। দ্রৌপদী, সত্যভামাকে নানাপ্রকার নীতিগর্ভ উপদেশ প্রদানকরিয়া বিদায় দিলেন। সত্যভামাও 'অচিরে দুঃখ দূর হইবে,'এই কথা বলিয়া কৃষ্ণসহ বিদায় লইলেন।

পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনের এক সরোবর-তীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাসকরিতে লাগিলেন। একদা জনৈক ব্রাহ্মণ ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে উপনীত হইয়া পাণ্ডবগণের দুঃখের কাহিনী কহিলে, ধৃতরাষ্ট্র দীর্ঘনিঃশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের জন্য বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে নিশ্বাস ত্যাগকরিয়া কহিলেন, "দ্যূতে পরাজিত—অবমানিত পাণ্ডবগণ সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা ও সহিষ্ণুতা বলে অজেয়। কৌরবগণ তাঁহাদের হস্তে কদাপি

নিস্কৃতি পাইবে না। সশরীরে স্বর্গে গেলে কে আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে চাহে? অর্জ্জুন যখন স্বর্গে গিয়াও অস্ত্রশিক্ষা করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যে ফিরিয়া আসিয়াছে, তখনই বুঝিয়াছি অর্জ্জুনের শরে কৌরবকুল নির্ম্মূল হইবে।” ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিল।

দুরাত্মা শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ সকল কথা দুর্য্যোধনকে নিবেদন করিল। শুনিয়া দুর্য্যোধন একটু বিমর্ষ হইলেন। অতঃপর বনবাসী পাণ্ডবদিগকে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক ক্লিষ্ট করিবার পরামর্শ স্থির করিয়া পাপাত্মারা দ্বৈতবনের নিকটবর্ত্তী ঘোষপল্লী পরিদর্শনের ছলে তথায় গমনের জন্য অন্ধরাজের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অন্ধরাজ নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত একার্য্যে অনুমতি দিলেন। অনন্তর সকলে সৈন্যসামন্ত প্রভৃতি রাজৈশ্বর্য্য ও বহু রমণী লইয়া ঘোষপল্লীর অভিমুখে গমন করিলেন। কৌরবগণ দ্বৈতবনে উপনীত হইয়া ঘোষপল্লী পরিদর্শন, ধেনু, বৎস, বালবৎস ও ত্রিশবৎসর বয়স্ক বৃষদিগের সংখ্যা নির্ণয়করিয়া তাহাদিগকে চিহ্নিত করিলেন।

অনন্তর বিবিধ নৃত্য, গীত ও আহারের আয়োজন করিয়া প্রজাবৃন্দকে সন্তুষ্ট করিলেন। পরে মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বনবাসী পাণ্ডবগণের অধ্যুষিত সরোবরকূলে উপনীত হইলেন। দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের নিমিত্ত ঐ সরোবর তীরেই প্রমোদশালা নির্ম্মাণ

করিবার আদেশ প্রদানকরিলে, রাজপরিচারকগণ দুর্য্যোধনের আদেশ পালনার্থ তথায় উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন স্ত্রীগণসহ আগমন করিয়া ঐ সরোবরে জলবিহার করিতেছিলেন; এজন্য গন্ধর্ব্বগণ রাজপরিচারকদিগকে সরোবর-তীরে যাইতে নিষেধ করিল। ভৃত্যগণ .ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ দুর্য্যোধন-সমীপে নিবেদন করিল। গন্ধর্ব্বদিগের সহিত মদোদ্ধত কৌরবগণের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ক্রমে দুঃশাসন, শকুনি, বিকর্ণ, কর্ণ প্রভৃতি পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিলেন। দুর্য্যোধন একাকী সাহসে ভরকরিয়া গন্ধর্ব্ব-সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দুর্য্যোধন গন্ধর্ব্বের অমোঘ অস্ত্রাঘাতে রথশূন্য হইয়া ভূপতিত হইলে, গন্ধর্ব্বেরা তৎসহ অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও কৌরবকুল-কামিনীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া চলিল।

পরাজিত কৌরব সৈন্যগণ দুর্য্যোধনাদিকে গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক নীত হইতে দেখিয়া দ্রুতগতি যাইয়া পাণ্ডবগণের শরণাপন্ন হইল। কৌরবগণ পরাজিত ও বন্দী হইয়াছে শ্রবণ করিয়া ভীমসেনের আনন্দের আর সীমা রহিল না। ভীমসেনকে আনন্দ প্রকাশকরিতে দেখিয়া, ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে নিবৃত্ত এবং শরণাগত কৌরবদিগকে গন্ধর্ব্ব-কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য ভ্রাতা-দিগকে আদেশ প্রদানকরিলেন। ধর্ম্মরাজের আদেশে অর্জ্জুন “নিশ্চয়ই কৌরবগণকে উদ্ধার করিব” এই প্রতিজ্ঞা করিয়া গন্ধর্ব্বগণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ভীম সহদেব এবং

নকুলও অর্জ্জুনের অনুগমন করিলেন। পাণ্ডবগণ প্রথমে গন্ধর্ব্ব-দিগকে দুর্য্যোধনাদিকে মুক্ত করিয়া দিতে কহিলেন। গন্ধর্ব্বগণ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত হইল দেখিয়া, তীক্ষ্ণতর শরে উহাদিগকে শমন-সদনে প্রেরণকরিতে লাগিলেন। অবশেষে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন স্বয়ং অর্জ্জুনের শব্দভেদী বাণের ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। অর্জ্জুনও বাণ সংহার করিয়া গন্ধর্ব্বের সহিত আলিঙ্গন করিলেন। অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে চিত্রসেন কৌরবদিগকে মুক্ত করিলে তাহারা পাণ্ডবদিগের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নানা প্রকার উপদেশ প্রদানানন্তর কৌরবদিগকে বিদায় প্রদানকরিলেন। দুর্য্যোধন স্বজনসহ অধোমুখে হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে গান্ধার নগরে, পলায়িত কর্ণ আসিয়া দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইল।

দুর্য্যোধন, কর্ণের নিকট পরমশত্রু পাণ্ডবগণের বাহুবলে ও কৃপায় কিরূপে গন্ধর্ব্বকবল হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সেকথা কহিতে কহিতে বিষণ্ণ হইলেন এবং আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে দুঃশাসনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "ভাই তোমাকে আমি কৌরব-রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি, তুমি সাধুভাবে রাজ্য শাসনকরিও—সকলের সহিত সাধুব্যবহার করিও।" এই বলিয়া তাহাকে হস্তিনায় ফিরিয়া যাইতে কহিলেন এবং স্বয়ং প্রায়োপবেশনে জীবন ত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন।

দুঃশাসন জ্যেষ্ঠের বাক্য শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরে কিছুতেই তাঁহাকে ব্যতীত রাজ্য শাসনকরিবেন না বলিয়া দুর্য্যোধনের পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন। দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনকে বিষাদিত দর্শনে কর্ণ অতিশয় ব্যথিত হইয়া তাঁহা-দিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "পাণ্ডবগণ তোমাকে মুক্ত করিয়াছে, ইহাতে অবমানিত বোধ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ রাজার উদ্ধারের জন্য রাজ্যবাসী তাবৎ লোকেরইত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বরং তুমি যখন মৃগয়া করিতে বনে গমনকরিয়াছিলে, তখন তোমার অনুগমন না করিয়া পাণ্ডবগণই অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন।" ইত্যাদি নানা কথা কহিয়া দুর্য্যোধনের মনে শান্তি আনয়নের চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই দুর্য্যোধন সান্ত্বনা পাইলেন না। তিনি জীবন বিসর্জ্জনের জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইয়া কুশাসনে উপবেশন করিলেন।

এই সময়ে পাতাল-বাসী দৈত্যগণ এক যজ্ঞ করিতেছিল। তাহাদের যজ্ঞকুণ্ড হইতে এক দেবতা উত্থিত হইলে দৈত্যগণ তাঁহাকে পাঠাইয়া মরণকাম দুর্য্যোধনকে পাতালে লইয়া গেল। তাহারা দুর্য্যোধনকে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিয়া কহিল, "তোমার চিন্তা করিবার কোনও হেতু নাই। কারণ ভীষ্ম, দ্রোণ, ভগদত্ত প্রভৃতি বীরগণ অনায়াসে শত্রু সংহার করিবেন। অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইও না, পরলোক-গত নরকাসুর কর্ণরূপে এবং বহু অসুর সংশপ্তক-রূপে জন্মিয়াছে। তাহারাই অর্জ্জুনের বধ সাধনকরিবে।" এইরূপে

উপদেশ প্রদানকরিয়া পুনরায় তাহারা দুর্য্যোধনকে ফিরাইয়া রাখিয়া গেল। দুর্য্যোধনও পাণ্ডব নিধনের কল্পনা করিতে লাগিলেন। সৈন্য সামন্তসহ সকলে হস্তিনায় ফিরিয়া গেল।

দুর্য্যোধনাদি হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে ভীষ্মদেব পাণ্ডবের গুণ কীর্ত্তনকরিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্যার্দ্ধ দানপূর্ব্বক সন্ধি করিতে পরামর্শ প্রদানকরিলেন। ভীষ্মদেবের কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না। তিনি দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন্। মন্ত্রিবর্গের সহিত দুর্য্যোধন "কি কি কর্ম্ম করা উচিত" তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কর্ণ বহুপ্রকারে আত্মপ্রংশসাপূর্ব্বক দম্ভপ্রকাশ করিয়া কহিলেন, "ভীষ্ম সর্ব্বদা পাণ্ডবগণের প্রশংসা আর আমাদের নিন্দা প্রচার করে। কিন্তু পাণ্ডব কোন্ ছার? পাণ্ডবেরা চারিজনে একত্র হইয়া পৃথিবী জয় করিয়াছে—কিন্তু আমি একাকীই পৃথিবী জয় করিতে পারি। আমি অস্ত্র গ্রহণকরিলে নিশ্চয়ই তোমার জয় লাভহইবে। দুর্য্যোধন এই কথায় প্রীত হইলেন, তৎক্ষণাৎ কর্ণকে দিগ্বিজয়ে গমন করিতে আদেশ দিলেন। কর্ণও সৈন্যসামন্তসহ দিগ্বিজয়ে যাত্রাকরিলেন।

কর্ণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমে দ্রুপদরাজকে পরাজয়-পূর্ব্বক বহুরাজাকে করদ করিয়া, ভগদত্ত নৃপতির পরাজয় সাধন করিলেন। অতঃপর হিমালয়ে গমন করিলেন; তথাকার পার্ব্বত্য রাজগণকে করদ করিলেন। অনন্তর ক্রমে কলিঙ্গ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মিথিলা, অহিচ্ছত্র, ত্রিপুর, কোশল, পত্তনপ্রভৃতি রাজ্য

জয় করিয়া পাণ্ড্য, কেরল প্রভৃতি দাক্ষিণত্যাস্থিত রাজগণকে বিজিত করিলেন। অনন্তর পশ্চিম দিকস্থিত রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া বহুধন গ্রহণপূর্ব্বক হস্তিনায় আগমন করিলেন। দুর্য্যোধন মহাসমাদরে কর্ণের অভ্যর্থনা করিলেন। নাগরিকগণ কেহ কর্ণের প্রশংসা কেহ বা নিন্দা করিতে লাগিল। অন্ধরাজের আশীর্ব্বাদ লাভকরিয়া কর্ণ প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর রাজা দুর্য্যোধন রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির ও অন্ধরাজ বর্ত্তমানে শাস্ত্রানুসারে দুর্য্যোধনের তাহা কর্ত্তব্য নহে বলিয়া, তিনি বৈষ্ণবযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। যজ্ঞভূমি কর্ষণের জন্য পরাজিত ও করদ নরপতিগণের প্রদত্ত স্বর্ণদ্বারা লাঙ্গল নির্ম্মিত হইল। যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত হইল। দুর্য্যোধন যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। দূতগণ চরিদিকে গমন করিয়া রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিল। দ্বৈতবনস্থিত পাণ্ডবগণও নিমন্ত্রিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন না। যথাকালে মহাসমারোহে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল—সকলে আশাতীত ভোজ্যপেয় ও দান প্রাপ্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। দুর্য্যোধন হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে সকলেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু গর্ব্বোদ্ধত কর্ণ তাহার কোনরূপ অভ্যর্থনা না করিয়া বলিলেন, "যখন তুমি পাণ্ডবদিগকে নিহত করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিবে, আমি তোমাকে তখন অভ্যর্থনা করিব।"

কর্ণের বাক্যে দুর্য্যোধন আনন্দিত হইলেন, কর্ণকে আলিঙ্গন

বন্ধ করিলেন। কর্ণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমি অর্জ্জুনকে সংহার না করিয়া অদ্যাবধি আর জলপান কিংবা পাদধৌত করিব না, প্রার্থিগণের যে কোন প্রার্থনাই পূর্ণ করিব।" কর্ণের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মনে করিতে লাগিল, "পাণ্ডবগণ পরাস্ত ও অর্জ্জুন নিহত হইয়া গিয়াছে।" তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

ধর্ম্মরাজ যথাসময়ে কর্ণের প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করিলেন। কর্ণের দুর্ভেদ্য কবচের কথা মনে করিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন। দ্বৈতবন আর তাঁহার নিকট ভাল লাগিল না, তিনি উহা পরিত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অবিলম্বে তাঁহারা কাম্যকবনে গমন করিলেন।

বনবাসের আর এক বৎসর আটমাস মাত্র অবশিষ্ট আছে। এক্ষণ হইতে পাণ্ডবগণ একমাত্র ফলমূল দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। একদা পাণ্ডবদিগকে দেখিবার জন্য ব্যাস-দেব কাম্যকবনে উপস্থিত হইলেন, তিনি তাঁহাদিগকে উপবাস-কৃশ দর্শন করিয়া দুঃখিতচিত্তে বহুবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন। পাণ্ডবগণও সূর্য্যদত্ত স্থালীর সহায়ে অন্নার্থীদিগকে প্রচুর অন্ন দানপূর্ব্বক দ্রৌপদীসহ কাম্যক-বনে বাসকরিতে লাগিলেন।

কৌরবগণের মনে সর্ব্বদাই পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট চিন্তা জাগিত। কিরূপে, কোন্ অবসরে, তাহারা পাণ্ডবদিগকে ক্লেশ দিবে সর্ব্বদা তাহার সন্ধানে ব্যস্ত থাকিত। একদা প্রচণ্ডপ্রকৃতি

ঋষি দুর্ব্বাসা দশহাজার শিষ্যসহ দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া অন্নপানাদি প্রার্থনা করিলেন। দুর্য্যোধনাদি কোপন-স্বভাব ঋষির শাপভয়ে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার 'আহারের ব্যবস্থা করিলেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসাও শিষ্যবর্গসহ বহুক্ষণ পরে স্নান করিয়া প্রত্যাগত হইয়া "ক্ষুধা নাই, আজ আর অন্ন গ্রহণকরিব না" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। এইরূপ কখনও দিবা দ্বিপ্রহরে, কখন বা নিশীথকালে উপস্থিত হইয়া দুর্ব্বাসা কৌরব-দিগের দ্বারা অন্নপানাদির সংগ্রহ করাইতেন, কিন্তু আহার করিতেন না। কৌরবগণও দুর্ব্বাসার ভয়ে কখনও "না" বলিতে পারিতেন না; এইরূপে কয়েকদিন গত হইলে, দুর্ব্বাসা সন্তুষ্ট হইয়া দুর্য্যোধনকে বর প্রদানকরিতে চাহিলেন। দুর্য্যোধন কর্ণাদির সহিত পরামর্শ করিয়া কহিলেন, "আপনি দ্রৌপদীর আহারের পর সশিষ্য কাম্যকবনে যাইয়া যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করুন" আমি এই বর চাই। দুর্ব্বাসাও দুর্য্যোধনের কথায় সম্মতি দিয়া চলিয়া গেলেন। দুষ্টাত্মা কৌরবগণ ভাবিল, "অন্ন দানকরিতে না পারিয়া এবার দুর্ব্বাসার শাপে পাণ্ডবগণ ভস্মীভূত হইবে।" এই মনে করিয়া তাহারা আনন্দে অতিশয় উৎফুল্ল হইল।

এদিকে একদা আহারান্তে পাণ্ডবগণ কৃষ্ণা-সহ উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে দুর্ব্বাসা শিষ্যগণসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠিরও সশিষ্য ঋষিকে আহ্নিকাদি শেষ করিয়া আতিথ্য গ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। দুর্ব্বাসা, "কিরূপে

পাণ্ডবগণ আমাকে আহার করাইবে” এই ভাবিতে ভাবিতে স্নানে চলিলেন। এদিকে দ্রৌপদী অন্নের জন্য অতিশয় চিন্তিত হইয়া, গত্যন্তর নাই দেখিয়া অবশেষে হতাশভাবে ভগবান্ শ্রীমধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তের আহ্বানে ভগবানের অন্তঃকরণ বিচলিত হইল, তিনি অবিলম্বে দ্রৌপদীর সমীপে আগমন করিলেন। দ্রৌপদী কাতরভাবে তাঁহার নিকট দুর্ব্বাসার আগমনের কথা ব্যক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল শুনিয়া দ্রৌপদীকে কহিতে লাগিলেন, “আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, শীঘ্র আমাকে ভোজন প্রদান কর।” দ্রৌপদী অতিশয় লজ্জিতা হইয়া কহিলেন, “আমি যতক্ষণ আহার না করি, ততক্ষণ সূর্য্যদত্ত স্থালী অন্নপূর্ণ থাকে। আজ আমি আহার করিয়াছি, হাঁড়ীতে আর কিছুই নাই।” শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর কথায় সন্তুষ্ট না হওয়াতে দ্রৌপদী অন্নস্থালী আনিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন স্থালীর কণ্ঠে শাক ও অন্নকণিকা লগ্ন রহিয়াছে। স্থালীর কণ্ঠলগ্ন শাক ও অন্ন কণিকা গ্রহণ এবং তাহাই গলাধঃকরণ করিয়া তিনি ভাবগদগদ কণ্ঠে কহিলেন, “বিশ্বাত্মা পরিতুষ্ট হউক।” এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সশিষ্য দুর্ব্বাসাকে ভোজনার্থ আহ্বান করিবার জন্য সহদেবকে আদেশ করিলেন। বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিতে জগতের প্রাণিমাত্রই পরিতৃপ্ত ও ক্ষুধাহীন হইল। সহদেব ত্বরা দুর্ব্বাসা-সমীপে যাত্রা করিলেন।

এদিকে দুর্ব্বাসা স্নানানন্তর শিষ্যসহ ভোজন-তৃপ্তি লাভকরিয়া

অতিশয় চিন্তিত হইলেন। ক্ষুধার বিন্দুমাত্র উদ্রেক নাই, ভোজনের আকাঙ্ক্ষামাত্রও নাই, অথচ পাণ্ডবদিগদ্বারা বৃথা অন্ন প্রস্তুত করাইয়াছেন বলিয়া পরস্পর দুঃখ প্রকাশকরিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ পাছে অভিসম্পাত করেন, এই ভয়ে দুর্ব্বাসা শিষ্যবর্গের সহিত পলায়ন করিতে লাগিলেন। এদিকে সহদেব তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, ঋষিগণ পলায়ন করিয়াছেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট সে কথা নিবেদন করিলেন। যুধিষ্ঠির অকস্মাৎ ঋষিগণের আগমন হইবে মনে করিয়া চিন্তিত হইলেন, অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও শাকান্ন ভোজনাদি ব্যাপার শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণও পাণ্ডবদিগকে নিশ্চিন্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অপর একদিবস পাণ্ডবগণ মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়াছেন, একমাত্র দ্রৌপদী আশ্রমে অবস্থিত আছেন। এমত সময়ে জয়দ্রথ বিবাহার্থ শাল্বদেশে গমন করিবার পথে তথায় উপস্থিত হইলেন। জয়দ্রথ ও তাঁহার সঙ্গীয় রাজগণ বনমধ্যে তাদৃশ রূপবতী রমণীকে দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। জয়দ্রথ বিবহার্থিরূপে সুরথরাজের পুত্র কোটিকাস্য নামক রাজাকে সুন্দরীর নিকট প্রেরণ করিলেন। কোটিকাস্য দ্রৌপদীর পরিচয় পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া সকল কথা জয়দ্রথের নিকট নিবেদন করিল। দ্রৌপদীর দর্শন-লালসায় জয়দ্রথ অবিলম্বে পাণ্ডব আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। দ্রৌপদী যথাযথ আত্মকুশল জ্ঞাপন করিয়া জয়দ্রথের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন,

যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া পাণ্ডবগণের আগমন পর্য্যন্ত তাঁহাকে আশ্রমে অপেক্ষা করিতে বলিলেন।

জয়দ্রথ কৃষ্ণার কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্রৌপদীকে কহিলেন "তোমার স্বামিগণ দরিদ্র, রাজ্য-ভ্রষ্ট, উহাদিগকে ভজনা করিয়া কি সুখ আছে? তুমি আমার পত্নী হও—সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারিবে।" পাপাত্মার এই অধর্ম্ম-কর প্রস্তাব শুনিয়া কৃষ্ণা কোপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু স্বামিগণের আগমন অপেক্ষায় মনের ভাব গোপন করিয়া নানা ছলে কথা বলিয়া জয়দ্রথের সময় অতিবাহিত ও তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ক্ষণপরেই তেজস্বিনী সাধ্বী কঠোর বাক্যে জয়দ্রথকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, জয়দ্রথও অকথ্য ভাষায় পাণ্ডবগণের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জয়দ্রথ, দ্রৌপদী কথায় বাধ্য হইবে না মনে করিয়া তাহাকে, আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, কৃষ্ণা উচ্চকণ্ঠে পুরোহিত ধৌম্যকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। দুরাচার জয়দ্রথ অন্যগতি না দেখিয়া দ্রৌপদীর বস্ত্রধারণ করিলে দ্রৌপদী এমন বলে আপন অঞ্চল আকর্ষণ করিলেন যে, তাহাতেই জয়দ্রথ ভগ্নকাণ্ড বৃক্ষের ন্যায় সবেগে ভূপতিত হইল! কিন্তু তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক কৃষ্ণাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। ঋষি ধৌম্য দীনমনে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন, দাসী ধাত্রেয়িকা আশ্রমে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

মৃগয়াসক্ত ধর্ম্মরাজ সহসা নানারূপ অমঙ্গল-চিহ্ন দর্শন

করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত দ্রুতগতি আশ্রমে ফিরিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণার ধাত্রীকে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে দেখিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ধাত্রী দ্রৌপদীহরণের বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া, পাপিষ্ঠেরা যে পথে চলিয়া গিয়াছে যেই পথ প্রদর্শন করিল। তৎশ্রবণে পাণ্ডবগণ অস্ত্রশস্ত্র-ধারণ-পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে জয়দ্রথের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। পাণ্ডবগণের ভীষণ আক্রমণে অনুচরগণ নিহত হইলে, জয়দ্রথ পাণ্ডবগণের ভয়ে ভীত হইয়া দ্রৌপদীকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক লম্ফদানে ভূমে অবতরণ করিলেন এবং দ্রুতপদে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ধৌম্য দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণের অভিমুখে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথ পলায়ন করিল দেখিয়া সৈন্যগণও পলায়ন করিতে লাগিল; কিন্তু অর্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে নিহত হইতে লাগিল। অবশেষে অর্জ্জুন জয়দ্রথকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে না পাইয়া ভীমসেনের সহিত তাঁহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা জয়দ্রথকে পলায়মান দর্শন করিয়া দ্রুতগতি ধাইয়া চলিলেন, জয়দ্রথও ভীমার্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ বনমধ্যে লুক্কায়িত হইবার জন্য অতিবেগে ধাবিত হইলেন। ভীমসেন সহসা ধাবমান জয়দ্রথের কেশগুচ্ছ ধারণপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া স্বেচ্ছামত প্রহার করিতে লাগিলেন এবং উহার মস্তকে পদাঘাত ও বক্ষস্থল জানুদ্বয় দ্বারা নিষ্পেষিত করিলেন। জয়দ্রথ ভীমবলে তাড়িত হওয়াতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অবশেষে,

অর্জ্জুন, ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে উহার প্রাণরক্ষার জন্য বৃকোদরকে অনুরোধ করিলেন। ভীমসেন অস্ত্রপ্রয়োগে উহার মস্তকের পঞ্চস্থান কেশশূন্য ও বিকৃত করিয়া দিলেন এবং সভাজন সমক্ষে পাণ্ডবগণের দাস বলিয়া পরিচয় দিবার কথা স্বীকৃত হইলে ধূল্যবলুন্ঠিত জয়দ্রথকে বন্ধন করিয়া লইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

ধর্ম্মরাজ, ভীমসেনকে জয়দ্রথের বন্ধন মোচনকরিতে কহিলে, ভীম একটুকু ইতস্ততঃ করিয়া জয়দ্রথকে মুক্ত করিলেন। জয়দ্রথ মুক্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দনা করিলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে কহিলেন "তুমি দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলে"। তারপর, কদাপি ঈদৃশ কুকর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়া হস্ত্যশ্বরথাদিসহ জয়দ্রথকে বিদায় দিলেন। জয়দ্রথ ক্ষুণ্নমনে অবনতমুখে পাণ্ডবগণের আশ্রম ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু সে আর হস্তিনায় না যাইয়া গঙ্গাদ্বারে উপস্থিত হইল। তথায় কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া "নারায়ণরক্ষিত অর্জ্জুনব্যতীত, অপর চারি পাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে" এই বর লাভকরিয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিল। পাণ্ডবগণও কাম্যকবনে বাস করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথকর্ত্তৃক দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় পাণ্ডবগণ বড়ই দুঃখিত হইলেন। এজন্য তাঁহারা ক্ষোভ প্রকাশকরিলে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি মার্কেণ্ডয় তাঁহাদিগের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস, ভার্য্যাহরণ ও সীতা উদ্ধার প্রভৃতি বর্ণন করিয়া পাণ্ডবগণের ক্ষোভ দূরীকরণে

যত্নবান হইলেন। যুধিষ্ঠিরও রামচরিত শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র আশ্বস্ত হইলেন।

এইরূপে বনবাসের দ্বাদশ বৎসর প্রায় অতীত হইলে একদা দেবরাজ পাণ্ডবের হিতার্থ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে কর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। দান-বীর কর্ণ, ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ আপন অক্ষয় কবচ ও কুণ্ডল দান করিলেন। ইন্দ্রও কর্ণের দানে সন্তুষ্ট হইয়া আপন "শক্তি" নামক মহাস্ত্র দান করিয়া বলিলেন, "কর্ণ, এই মহাশক্তি তুমি একবার মাত্র নিক্ষেপ করিতে পারিবে—তোমার হস্তচ্যুত হইয়া ইহা শত্রুসংহারপূর্ব্বক আমার কাছে ফিরিয়া যাইবে।" এই বলিয়া কর্ণের কবচ কুণ্ডল-গ্রহণ পূর্ব্বক দেবরাজ স্বর্গে চলিয়া গেলেন। কৌরবগণ, কর্ণের কুণ্ডল হরণ বৃত্তান্তে অতিশয় দুঃখিত কিন্তু পাণ্ডবগণ যারপর নাই হৃষ্ট হইলেন!

পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে বাস কালে একদা জনৈক ব্রাহ্মণ আসিয়া ধর্ম্মরাজকে বলিলেন, "এক হরিণ আমার অগ্নিহোত্র দণ্ড (অরণী ও মন্থন দণ্ড) হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে ; উহা আনয়ন করিয়া দাও।" যুধিষ্ঠির এই কথা শুনিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত বনে প্রবেশ করিলেন এবং পদচিহ্ন অবলম্বন করিয়া অতি দূরবনে মৃগের সন্ধান পাইলেন। পাণ্ডবগণ ঐ মৃগকে নিহত করিবার জন্য বহু অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, বহু প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কোনরূপেই উহাকে নিহত বা ব্রাহ্মণের অগ্নিহোত্র উদ্ধার করিতে পারিলেন না। হরিণ দ্রুতগতি পাণ্ডবগণের

চক্ষের অগোচরে চলিয়া গেল। পাণ্ডবগণও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া এক বটবৃক্ষের মূলে উপবেশন করিলেন।

পাণ্ডবগণ বৃক্ষমূলে বসিয়া আপনাদের দুঃখের কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির, ভ্রাতৃবর্গের কথায় দুঃখিত হইলেও পিপাসায় অতিশয় ক্লেশ হইতেছে বলিয়া, বৃক্ষারোহণ-পূর্ব্বক নকুলকে জলের সন্ধান করিতে বলিলেন। জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায় নকুল বৃক্ষারোহণ-পূর্ব্বক কহিলেন যে, দূরে জলপূর্ণ সরোবর দেখা যাইতেছে। তখন ধর্ম্মরাজের আদেশ অনুসারে নকুল জলানয়নের জন্য যাত্রা করিলেন। নকুল সরোবর তীরে উপনীত হইলে এক যক্ষঃ তাঁহাকে জলে নামিতে নিষেধ করিলেন—পিপাসা-কাতর নকুল, যক্ষের কথা না মানিয়া জলে নামিলেন, অমনি মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইলেন। এদিকে নকুলের বিলম্ব দর্শনে যুধিষ্ঠির প্রথমে সহদেবকে তৎপর অর্জ্জুনকে অনন্তর ভীমসেনকে জলানয়নে প্রেরণ করিলেন, সকলেই নকুলের ন্যায় সরোবর-সলিলে নামিয়া প্রাণ ত্যাগকরিলেন। সুতরাং কেহই আর ধর্ম্মরাজ-সমীপে ফিরিয়া আসিলেন না।

যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের এরূপ বিলম্বদর্শনে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া স্বয়ং সরোবরের উদ্দেশে গমন করিলেন। অবিলম্বে বিচিত্র পাদপপূর্ণ, বায়ুবেগ-কম্পিত-পদ্মশোভিত, অনুপম সরোবর তীরে উপনীত হইয়া যুধিষ্ঠির দেখিলেন, ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের জীবন-হীন দেহ তথায় পতিত রহিয়াছে। এই শোকাবহ দৃশ্য দর্শনে ধর্ম্মরাজ ক্রন্দনকরিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ভ্রাতৃগণের উদ্দেশে

বিলাপ করিয়া—যুধিষ্ঠির সেই সরোবরের তীরে মনুষ্যের পদ-চিহ্ন, ভ্রাতৃগণের শরীরে কোনরূপ অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন কিংবা তাঁহাদের মুখমণ্ডলের বিকৃতি প্রভৃতি দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন। অবশেষে ইহা কোন ভৌতিক কাণ্ড মনে করিয়া কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির, সরোবর-সলিল দূষিত কিংবা বিষাক্ত কিনা,তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য জলের নিকট উপস্থিত হইলেন। অমনি তিনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন বলিতেছে, "আমি বক, মৎস্য ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করি। আমিই পাণ্ডব চতুষ্টয়ের প্রাণ লইয়াছি। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে তুমিও জলপানে প্রাণ ত্যাগকরিবে।"

ধর্ম্মরাজ, বকের কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "অজেয় পাণ্ডবদিগকে নিহত করা সামান্য বকের কর্ম্ম নহে, তুমি নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশধারী। তুমি কে তাহা বল।" যুধিষ্ঠিরের কথা শেষ হইলে, "আমি যক্ষ" এই বলিয়া এক ভীষণাকৃতি প্রচণ্ড মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। যক্ষ যুধিষ্ঠিরের নিকট বহু প্রশ্ন করিলেন, তিনিও একে একে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানকরিয়া যক্ষের সন্তুষ্টি সম্পাদন করিলেন। যক্ষ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিল, "আমি তোমার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা জীবিত করিয়া লও।" যক্ষের বাক্য শ্রবণ করিয়া, যুধিষ্ঠির সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতানকুলের প্রাণ প্রার্থনা করিলেন।

যক্ষ, যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা শ্রবণে বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে

ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি অজেয় বীরগণের প্রাণ প্রার্থনা না করিয়া বিমাতৃ-পুত্র নকুলের প্রাণ চাহিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কুন্তী ও মাদ্রী উভয়েই আমার মা, নকুল জীবিত হইলে কুন্তী ও মাদ্রী উভয়েই পুত্রবতী রহিবেন, এই নিমিত্ত আমি নকুলের জীবন চাহিয়াছি।" এই বাক্য শুনিয়া যক্ষ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এই চারিজনকেই পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন এবং প্রথম বরে যুধিষ্ঠিরকে ব্রাহ্মণের অগ্নিহোত্র প্রদান, দ্বিতীয় বরে পাণ্ডব-দিগকে এক বৎসর ছদ্মবেশে বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাসের আদেশ এবং তৃতীয় বরে "সদা সাধুত্বে মতি থাকিবে" বলিয়া যক্ষরূপী ধর্ম্ম অন্তর্দ্ধান করিলেন। পাণ্ডবগণও আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণকে তাঁহার অরণী ও মন্থন দণ্ড প্রদানকরিলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির অনুগত ব্রাহ্মণাদির নিকট অজ্ঞাতবাসের বিষয় উল্লেখ করিলেন। সকলেই তাঁহাদিগকে অজ্ঞাতবাসে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণাদি আশ্রিতদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া, পাণ্ডবগণ পুরোহিত ধৌম্যের সহিত ক্রোশমাত্র পথ গমন করিয়া অজ্ঞাতবাসের বিষয়ে পরামর্শ স্থির করিলেন।

বিরাট পর্ব্ব।

পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসের বৎসর বিরাটরাজের রাজধানীতে অতিবাহিত করিবেন স্থির করিয়া অনুচরবর্গকে বিদায় প্রদান করিলেন। ইন্দ্রসেনাদি দ্বারকায় এবং পুরোহিত ধৌম্য অগ্নিহোত্রসহ পাঞ্চাল নগরে গমন করিলেন; পাণ্ডবগণও বিরাটাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা কালিন্দীর্ দক্ষিণতীরে উত্তীর্ণ হইয়া বহু গিরিদুর্গ ও বনদুর্গে অবস্থান এবং মৃগয়া করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। পরে পাঞ্চালের দক্ষিণ ও দশার্ণের উত্তর পার্শ্বদিয়া শূরসেন অতিক্রম পূর্ব্বক মৎস্য রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। দ্রৌপদী পথশ্রমে কাতর হইলে ধনঞ্জয় তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া চলিতে লাগিলেন; অনতি-বিলম্বে তাঁহারা বিরাট রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইলেন।

রাজধানী নিকটস্থ হইলে পাণ্ডবগণ আপনাদের বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রাদি রক্ষার বিষয়ে যুক্তি করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত শৃঙ্গস্থিত দুরারোহ শমীবৃক্ষ দেখাইয়া তাহাতে অস্ত্ররক্ষার জন্য বলিলে সকলে আপন আপন অস্ত্র ত্যাগকরিয়া তাহা একত্র করিলেন এবং দৃঢ়ভাবে শমীবৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিলেন। পাছে কেহ বৃক্ষারোহণ করিয়া অস্ত্রাদি গ্রহণকরে এজন্য এক মৃতদেহও ঐ বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিলেন। কৃষক এবং গোপালক

দিগকে বলিলেন যে, আমাদের বংশের রীত্যনুসারে অতি বৃদ্ধ মাতার শব এই শমীবৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিলাম। অনন্তর পঞ্চভ্রাতার জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল এই পঞ্চ গুপ্ত নাম রক্ষা করিয়া তাঁহারা কৃষ্ণা-সহ বিরাটের নগরাভিমুখে গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠির, বিপদে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বিপত্তারিণী দুর্গার নাম লইতে লইতে নগরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বৈদুর্য্য-কাঞ্চন ময় অক্ষগুটিকা বস্ত্রে বেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মণ-বেশে তিনি বিরাট রাজের সভায় প্রবেশ করিলেন এবং আপনাকে দ্যূতনিপুণ পাণ্ডব সখা "কঙ্ক" নামে পরিচিত করিয়া রাজার নিকট আশ্রয় প্রার্থনাকরিলেন। বিরাটরাজ স্বয়ং অক্ষক্রীড়া নিপুণ; সুতরাং সন্তুষ্টচিত্তে তিনি কঙ্ককে বয়স্যরূপে আপন সভায় আশ্রয় দানকরিলেন।

অতঃপর ভীমবাহু ভীমসেন কৃষ্ণবর্ণ বসন পরিধান, কোষ নিষ্কাশিত অসি, মন্থন দণ্ড ও দর্ব্বী ধারণ করিয়া রাজ সভায় সমাগত হইলেন। তিনি আপনাকে পাণ্ডবগণের পাচক ও মল্লযোদ্ধা "বল্লভ" নামে পরিচয় প্রদান করিয়া বিরাট রাজের আশ্রয় লাভ করিলেন। বিরাট নৃপতি তাঁহাকে রন্ধনশালার কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন।

দ্রৌপদী সুদীর্ঘ কেশকলাপ বেণীবদ্ধ ও মলিন বসন ধারণ করিয়া দীনহীনা সৌরিন্ধ্রীবেশে নগরে প্রবেশ করিলেন। নাগরিকগণ তাঁহাকে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর

করিলেন, "আমি উত্তম বেশ ভূষা করিতে জানি। আমাকে কেহ ঐ কর্ম্মে[illegible]ন্য নিযুক্ত করেন কিনা, এই জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। [illegible]াট-মহিষী সুদেষ্ণা, রাজপ্রাসাদ হইতে রূপসী সৈরিন্ধ্রীকে দ[illegible] করিয়া, তাঁহাকে ডাকাইলেন এবং পরিচয় জিজ্ঞাসাকরিলেন। [illegible]বেশীনী কহিলেন, "আমি প্রথমে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা ও পরে পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীর সখী ছিলাম। এখন তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।" সুদেষ্ণা ভিখারিণীর রূপদর্শনে বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়া বিপৎপাতের আশঙ্কা করিতেছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সৈরিন্ধ্রী সুদেষ্ণার মনের ভাব বুঝিতে সমর্থ হইয়া বলিল, "আমি গন্ধর্ব্বের পত্নী সুতরাং আমার উপর কেহই অত্যাচার করিতে পারে না। যে আমাকে উচ্ছিষ্টভোজনে কিংবা পাদপ্রক্ষালনে নিয়োগ না করে, আমার স্বামিগণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হ'ন; কিন্তু কেহ যদি আমার প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, তবে আমার স্বামীর হস্তে সেই রাত্রিতেই তাহার মৃত্যু ঘটে।" সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া সুদেষ্ণা তাহাকে আশ্রয় দিলেন। সে অন্তঃপুর মহিলাগণের বেশভূষাদির কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

অনন্তর সহদেব গো-পালক বেশে উপস্থিত হইলেন—রাজা তাঁহার পরিচয়ে জানিলেন, ইনি "তন্ত্রিপাল" নামে কৌরবগণের গো-রক্ষক ছিলেন। গবাদিরপালন, রক্ষণ ও তাহাদের চিকিৎসায় ইঁহার অসাধারণ ক্ষমতা আছে শুনিয়া, রাজা তাঁহাকে আপন পশুশালার অধ্যক্ষতা প্রদান করিলেন।

সহদেব বিরাটপুরে গমন করিলে পর, ক্লীববেশাধারী অর্জ্জুন "বৃহন্নলা" পরিচয়ে রাজসভার গোচরে উপনীত হইলেন এবং আপনাকে নৃত্যগীতনিপুণ বলিয়া পরিচিত করিলেন। বিরাট-রাজ তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া কন্যা উত্তরার নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন।

অতঃপর নকুল অশ্বপালক-বেশে বিরাট-সমীপে উপনীত হইয়া আপনার ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিলে রাজা তাঁহাকে অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির কঙ্ক, ভীম বল্লভ, অর্জ্জুন বৃহন্নলা, সহদেব তন্ত্রিপাল, নকুল গ্রন্থিক ও দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নামে পরিচিত হইয়া ছদ্মবেশে বিরাট-রাজভবনে বাসকরিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে বিরাটভবনে আশ্রয়লাভের পর তিন মাস অতীত হইলে চতুর্থ মাসে ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে বহু মল্ল বিরাটরাজধানীতে উপনীত হইল। বহু বীর মল্লক্রীড়ায় রত হইল, কিন্তু জীমূতমল্ল নামে এক বীরের সহিত কেহই মল্লযুদ্ধে অগ্রসর হইল না দেখিয়া বিরাটরাজ সূদ (পাচক) বল্লভকে জীমূতমল্লের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। ছদ্মবেশধারী ভীমসেন রাজাদেশমাত্র মল্লযুদ্ধে জীমূতমল্লের প্রাণ সংহারকরিলেন। রাজা অতীব প্রীত হইয়া তাঁহাকে সিংহ ব্যাঘ্রাদির সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি করিলে, সেও পশুদিগের সহিত মল্ল ক্রীড়া করিয়া পুরমহিলাদিগের আনন্দ উৎপাদন-করিতেলাগিল। এইরূপে পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে বিরাট রাজের

কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গোপনে কাল কাটাইতেলাগিলেন। ক্রমে অজ্ঞাতবাসের দশ মাস অতীত হইল।

বিরাট মহিষী সুদেষ্ণার ভ্রাতা মহাবীর কীচক বিরাটের সেনাপতি। কীচক অসাধারণ বলবান ও যোদ্ধা। তাঁহারই বাহুবলে বিরাট রাজ্য শত্রুর অজেয় হইয়া রহিয়াছে। একদা কীচক সুদেষ্ণার অন্তঃপুরে রূপবতী সৈরিন্ধ্রীকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইল। নির্লজ্জের ন্যায় ভগিনীর সমীপেই সৈরিন্ধ্রীর রূপের প্রশংসা করিয়া তাহার পরিচয় জানিতে চাহিল এবং দ্রৌপদী লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। দ্রৌপদী, দুষ্ট কীচকের বাক্যে কর্ণপাতও করিল না; অধিকন্তু কটূক্তিতে জর্জ্জরিত করিয়া পাপিষ্ঠকে বিদায় দিল। দুরাত্মা কীচক ভগিনী সুদেষ্ণার নিকট মনোব্যথা নিবেদনকরিয়া সৈরিন্ধ্রীলাভের জন্য তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিল। সুদেষ্ণাও ভ্রাতার কথায় মুগ্ধ হইয়া পর দিবস দ্রৌপদীকে সুরা আনয়ন করিবার জন্য একাকিনী কীচকগৃহে প্রেরণ করিলেন।

সৈরিন্ধ্রী কীচকগৃহে গমনকালে মনে মনে ভগবান সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া বিপদে উদ্ধার পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব এক রাক্ষসকে অলক্ষিতভাবে দ্রৌপদীর রক্ষকরূপে পাঠাইলেন। কীচক, একাকিনী দেখিয়া সৈরিন্ধ্রীকে ধৃত করিবার জন্য যেমন অঞ্চল গ্রহণ করিলেন, অমনি দ্রৌপদী বলপূর্ব্বক উহাকে জয়দ্রথের ন্যায় ভূতলে ফেলিয়া দিলেন। পরে দ্রুতগতি যুধিষ্ঠিরের নিকট

যাইতে লাগিলেন। কীচকও সৈরিন্ধ্রীর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া বিরাট-সমক্ষে কেশপাশ ধারণ-পূর্ব্বক তাহাকে পদাঘাত করিল, সৈরিন্ধ্রী ভূতলে পড়িয়া গেল। কিন্তু অলক্ষিত রাক্ষসের প্রহারে কীচকও ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

দ্রৌপদীর অপমান দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। বৃকোদর তৎক্ষণাৎ ভীষণ প্রলয়ান্তক মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইবার উপক্রম করাতে যুধিষ্ঠির ইঙ্গিতে অঙ্গুষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠ চাপিয়া তাহাকে বারণ করিলেন। দ্রৌপদী ক্ষিপ্তার স্থায় পতিদিগের প্রতি ও বিরাট-রাজের প্রতি কঠোরোক্তি করিলে, কঙ্ক মিষ্ট কথায় তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইলেন। দ্রৌপদী অশ্রু মোচনকরিতে করিতে ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

ভীমসেন এ সকল ব্যাপার দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন—কীচক নিধনে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সৈরিন্ধ্রী গোপনে পাকশালায় যাইয়া আকুলকণ্ঠে স্বীয় দুঃখ বর্ণনকরিতে লাগিলেন; দ্রৌপদীর সেই তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে ভীমের ভীষণ ক্রোধানলে যেন ঘৃতহুতি পড়িল। অতঃপর প্রতিশোধ-পরায়ণা কৃষ্ণা, কীচক পুনরায় তাঁহার প্রাসাদাকাঙ্ক্ষী হইলে, ভীমসেনের যুক্তিমত উহাকে একাকী বিরাটরাজের অন্তঃপুরস্থ নাট্যশালায় যাইতে বলিলেন এবং সকল কথা যথাসময়ে ভীমসেনকে নিবেদন করিলেন। আনন্দমুগ্ধ কীচক রাত্রির অন্ধকারে একাকী নাট্যশালায় উপনীত হইলে ভীমসেন মল্লযুদ্ধে উহাকে নিহত

করিয়া—প্রচণ্ড-বলে উহার হস্তপদ মস্তকাদি [illegible] প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। মৃত কীচকদেহ কুষ্মাণ্ড আ[illegible] পরিণত হইল।

কীচক নিহত হইলে দ্রৌপদী সভাসদ্‌বর্গকে কহিলেন, “পরস্ত্রীলোলুপ পাপিষ্ঠ কীচক আমার গন্ধর্ব্ব পতির হস্তে নিহত হইয়াছে।” তৎশ্রবণে নৃত্যশালার রক্ষকেরা উল্কাহস্তে তথায় গমন করিল এবং কুষ্মাণ্ডাকার মৃত কীচকদেহ দর্শনকরিয়া ব্যথিত, ভীত ও বিস্মিত হইল। কীচকের স্বজনবর্গ উহাকে কূর্ম্মাকৃতি দেখিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। অতঃপর কীচক-ভ্রাতা উপকীচকগণ, ভ্রাতার মৃতদেহ সৎকারের জন্য উদ্যোগী হইল। তাহারা দ্রৌপদীকে নিকটে দর্শন করিয়া ক্রোধে বিরাটরাজকে বলিল, “সৈরিন্ধ্রীর জন্যই কীচকের মৃত্যু হইয়াছে, আমরা কীচকের সহিত পাপিষ্ঠাকেও দগ্ধ করিব। অনুমতি প্রদান করুন।” উপকীচকগণের পরাক্রম স্মরণে ভীত বিরাটরাজ অমনি অনুমতি দিলেন, দুর্ব্বৃত্তেরাও সৈরিন্ধ্রীকে বন্ধন-পূর্ব্বক শ্মশানে লইয়া চলিল। বিপন্না দ্রৌপদী তখন পাণ্ডবগণের গুপ্তনাম ধরিয়া ডাকিতে এবং করুণকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ভীমসেন দ্রৌপদীর সঙ্কেতসূচক আহ্বানে অন্যবেশ ধারণ করিয়া শ্মশানের দিকে ধাবিত হইলেন। এক ভীমকায় মূর্ত্তি বৃক্ষ উৎপাটন-পূর্ব্বক শ্মশানের দিকে ধাবিত হইয়াছেন দর্শনকরিয়া উপকীচকগণ “গন্ধর্ব্ব আসিতেছে” ভাবিয়া

সৈরিন্ধ্রীকে মুক্ত করিয়া প্রাণভয়ে নগরাভিমুখে ধাবিত হইল; কিন্তু ভীমসেনের বৃক্ষ প্রহারে একশত পাঁচজন উপকীচকই প্রাণ ত্যাগকরিল। অতঃপর সৈরিন্ধ্রীকে আশ্বস্ত করিয়া ভীমসেন গোপনে পাকশালায় গমন করিলেন। সৈরিন্ধ্রীও অন্তঃপুরে প্রত্যাগত হইলেন।

কীচকের একশত পাঁচ ভ্রাতাও সৈরিন্ধ্রীর গন্ধর্ব্ব পতির হস্তে নিহত হইয়াছে শুনিয়া সকলে আরও ভীত হইল। সৈরিন্ধ্রীর দিকে কাহারও চাহিতে সাহস হইল না। সৈরিন্ধ্রী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে গন্ধর্ব্বভয়ভীত নরনারীগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। সৈরিন্ধ্রী সুদেষ্ণা-সমীপে উপস্থিত হইলে, রাণী তাঁহাকে কহিলেন, "রাজা তোমার ভয়ে অতিশয় ভীত হইয়াছেন, অতএব তুমি অপর কোনও মনোমত স্থানে স্বচ্ছন্দে গমন কর। তুমি এখানে থাকিলে তোমার দুর্দ্দান্ত পতিগণ কখন কাহার কি সর্ব্বনাশ করে, তাহার নিশ্চয়তা নাই।" দ্রৌপদী সুদেষ্ণার বাক্যে স্বীকৃত হইয়া, আর ত্রয়োদশ দিন মাত্র বিরাটের অন্তঃপুরে থাকিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। সুদেষ্ণাও তাঁহার প্রার্থনায় স্বীকৃতা হইলেন।

এদিকে কৌরবগণ, চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি চর প্রেরণকরিয়া পাণ্ডবগণের সন্ধান করিতে লাগিলেন। চরগণ তাঁহাদের কোনও সন্ধান না পাইয়া হস্তিনায় ফিরিয়া গেল এবং গন্ধর্ব্বহস্তে কীচক-গণের নিধন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কৌরবগণ পুনরায় চরপ্রেরণ করিয়া পাণ্ডবগণের সন্ধানে সবিশেষ উদ্যোগী হইলেন।

কীচকবলে পুনঃপুন পরাজিত হওয়াতে কৌরবগণ অতিশয় দুঃখিত ছিলেন। এক্ষণ ভ্রাতৃবর্গের সহিত কীচক নিহত হইয়াছে শুনিয়া, কর্ণ কৌরবদিগকে বিরাটরাজ্য আক্রমণার্থ উত্তেজিত করিলেন। দুর্য্যোধন, কৌরব-সৈন্যসহ সুশর্ম্মাকে বিরাটরাজ্য আক্রমণে অনুজ্ঞা করিলেন। অনন্তর শুভ কৃষ্ণা সপ্তমীতে যাত্রা করিয়া সুশর্ম্মা অষ্টমী অন্তে বিরাটের গোধন আক্রমণ করিলেন। বিরাটরাজ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে সৈন্যসহ সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করিয়া গোধন উদ্ধারে যাত্রা করিলেন। ছদ্মবেশী পাণ্ডবচতুষ্টয়ও মৎস্যরাজের সহিত যুদ্ধগমনে প্রস্তুত হইলেন। মৎস্যরাজ অসংখ্য সৈন্যসামন্তসহ সুশর্ম্মারদিকে ধাবিত হইলেন।

বিরাটরাজ অপরাহ্ণে ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করিলেন, উভয়পক্ষে রাত্রি পর্য্যন্তও ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সুশর্ম্মা রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক বিরাটরাজকে আক্রমণ ও ধৃত করিয়া লইয়া চলিলেন। তদ্দর্শনে মৎস্যসৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির এইব্যাপার দর্শনে বিরাটের উদ্ধারার্থ ভীমসেনকে আদেশ করিলেন। ভীমবিক্রম বৃকোদর, নকুল ও সহদেবসহ সুশর্ম্মাকে আক্রমণ-পূর্ব্বক কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে ভূপাতিত করিলেন এবং গদাঘাতে মূর্চ্ছিত ও বন্দী করিলেন। অতঃপর ত্রিগর্ত্তরাজকে মৎস্যরাজ বিরাটের "দাস" স্বীকৃত করাইয়া মুক্তি দিলেন। বিরাটরাজও ছদ্মবেশী বৃকোদরের নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশকরিতে লাগিলেন।

বিরাটরাজ, সুশর্ম্মার সহিত যুদ্ধে গমন করিলে কৌরবগণ বিরাটের উত্তর গোগৃহ আক্রমণ করিল। গোপগণ পরাজিত হইয়া ত্বরায় রাজধানীতে কৌরবগণের আক্রমণ-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। রাজপুত্র উত্তর ব্যতীত রাজধানীতে তখন অপর কোন যোদ্ধা উপস্থিত ছিল না, সকলেই সুশর্ম্মার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গিয়াছিল। উত্তর, অন্তঃপুরে স্ত্রীগণের নিকট গর্ব্ব করিয়া বলিতেছিল যে, "উপযুক্ত সারথি পাইলে আমি কৌরবগণকে একাকীই পরাজিত করিতে পারি।" উত্তরের আত্মশ্লাঘায় দুঃখিত হইয়া সৈরিন্ধ্রী, "বৃহন্নলা, অর্জ্জুনের সারথি ছিল, সারথ্যকার্য্যে তাঁহার অতিশয় নিপুণতা আছে" বলিয়া প্রকাশ করিলে, উত্তরার অনুরোধে উত্তর বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া যুদ্ধে যাত্রাকরিল। বৃহন্নলাসহ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া সাগর-সদৃশ কৌরবসৈন্য দর্শনে উত্তর অতিশয় ভীত হইল এবং যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া পলায়ন করিল। বৃহন্নলা, ভীত ও পলায়িত উত্তরকে ধৃত করিয়া বহুবিধ সান্ত্বনায় পলায়নে নিবৃত্ত করিলেন। পরে তাহাকে সারথ্যে নিযুক্ত ও শমীবৃক্ষ হইতে অস্ত্রাদি আহরণ-পূর্ব্বক কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে গমন করিলেন। অর্জ্জুনের পরিচয় অবগত হইয়া উত্তরের ভয় বিদূরিত হইল, সে সহাস্যমুখে যুদ্ধে অগ্রসর হইল।

এদিকে কৌরবগণ নানা অমঙ্গল দর্শনে ভীত হইলেন। তাঁহারা ক্লীববেশধারী বৃহন্নলাকে অর্জ্জুন মনে করিয়া প্রথমতঃ ভীত হইলেন, কিন্তু কর্ণের সগর্ব্ববাক্যে ও দুর্য্যোধনের

উত্তেজনায় অচিরে সে কথা ভুলিয়া যুদ্ধে রত হইলেন। রথশব্দ ও অস্ত্রাদির তীক্ষ্ণ তেজ দর্শনকরিয়া দ্রোণাচার্য্যাদি অর্জ্জুনের আগমন কল্পনা করিলেন। তচ্ছ্রবনে, "অজ্ঞাতবাসের সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ প্রকাশিত হইলেন—সত্যানুসারে পুনরায় তাঁহাদিগকে বনে গমন করিতে হইবে" ভাবিয়া দুর্য্যোধনের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

অর্জ্জুনের আগমন সংবাদে কৌরবপক্ষীয় সকলে ভীতভাব অবলম্বন করিলে, কর্ণ সগর্ব্বে সকলকে তিরস্কার করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইতে উত্তেজিত করিলেন। কৃপাচার্য্যের যুক্তি অনুসারে ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও দুর্যোধন একসঙ্গে যুদ্ধ করিবেন বলিয়া স্থির হইল। ভীষ্মদেবের পরামর্শে সৈন্যদল চারিভাগে বিভক্ত হইয়া, একদল নগরগমনে, একদল গোধন হরণে ও অপরার্দ্ধ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

রণারম্ভে দ্রোণাচার্য্যের পাদমূলে দুইটী শর নিপতিত হইলে আচার্য্য বুঝিলেন অর্জ্জুনই যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন। অর্জ্জুনের আদেশে উত্তর দুর্য্যোধনের অভিমুখে রথ চালনাকরিল। ভীষণ যুদ্ধে রণক্ষেত্র শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন একে একে কৌরব বীরগণকে পরাজিত করিলেন, তাঁহারা সংজ্ঞাশূন্য ও শঙ্খনাদে সম্মোহিত হইয়া ধূলিশয্যায় শয়ন করিলেন। যুদ্ধযাত্রাকালে, উত্তরা, তাহার পুতুলের জন্য বিবিধ বস্ত্র আনয়নার্থ অর্জ্জুনের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল। তদনুসারে তিনি সংজ্ঞাহীন দ্রোণ ও দুর্য্যোধনের নীলসজ্জা এবং

কর্ণের পীতবর্ণ বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লইলেন। অনন্তর ভীষ্ম দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি পূজনীয়বর্গের চরণে শরদ্বারা প্রণাম জ্ঞাপন করিয়া গোধনসহ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

উত্তরের যুদ্ধজয়ের সংবাদ নগরে প্রচারিত হইল; বিরাট-নগর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সুশর্ম্মা যুদ্ধে বিজয়ী বিরাটরাজ, পুত্রের যুদ্ধযাত্রার বার্ত্তা শ্রবণে প্রথমে অতিশয় বিষণ্ণ ও ক্লীব বৃহন্নলার সারথ্য শ্রবণে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্য-প্রেরণে আদেশ এবং কৌরবযুদ্ধে উত্তরের মৃত্যু অনিবার্য্য কল্পনা করিয়া বিলাপ করিতে ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে উত্তরের বিজয় বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার আনন্দের আর ইয়ত্তা রহিল না, তিনি উত্তরের অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজের বাক্যশ্রবণে ব্রাহ্মণবেশী কঙ্ক শতমুখে বৃহন্নলার প্রশংসা করিয়া সারথির গুণেই যে যুদ্ধে উত্তরের জয় হইয়াছে পুনঃ পুনঃ সেকথা বলিতে লাগিলেন। আনন্দোৎফুল্ল বিরাটরাজ সে কথায় মনোযোগ না করিয়া তৎক্ষণাৎ অক্ষক্রীড়ার্থ কঙ্ককে আহ্বান করিলেন। কঙ্ক কহিলেন, "হৃষ্ট বা ধূর্ত্তের সহিত অক্ষক্রীড়া অকর্ত্তব্য। পুত্রের বিজয় সংবাদ আপনার চিত্ত আনন্দোৎফুল্ল সুতরাং এ সময়ে পাশাখেলা উচিত নহে।" কিন্তু বিরাটের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে কঙ্ককে অক্ষক্রীড়ায় রত হইতে হইল।

অক্ষক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানাছলে বিরাট পুনঃ পুনঃ যুদ্ধজয়ের জন্য উত্তরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কঙ্কও সারথি বৃহন্নলার গুণেই যুদ্ধে জয়হইয়াছে বলিয়া সারথির প্রশংসা করিতে

লাগিলেন। কঙ্কমুখে বারংবার ক্লীব বৃহন্নলার প্রশংসা শ্রবণে ক্রুদ্ধ রাজা সহসা পাশাদ্বারা সজোরে যুধিষ্ঠিরের মুখমণ্ডলে আঘাত করিলেন। যুধিষ্ঠিরের নাসিকা হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইল—তিনি স্বয়ং অঞ্জলি পাতিয়া রক্ত গ্রহণ করিলেন—এবং ইঙ্গিত করিবামাত্র দ্রৌপদী বারিপূর্ণ পাত্র তাঁহার সম্মুখে ধারণ করিলেন!

এমত সময়ে যুদ্ধজয়ী উত্তর রাজদর্শনে আগমন করিলেন। অর্জ্জুন পূর্ব্বেই "যুধিষ্ঠিরের রক্তপাতকারীকে নিশ্চয় নিহত করিব" এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সুতরাং এসময়ে অর্জ্জুন সভায় উপস্থিত হইলে পাছে ভীষণ অনর্থের সংঘটন করে, এজন্য কঙ্ক, দ্বারীর নিকট একমাত্র উত্তরকে সভায় আনয়ন করিবার কথা গোপনে কহিয়া দিলেন। ক্ষণপরে উত্তর সভাস্থলে প্রবেশ করিয়াই কঙ্ককে প্রণাম করিতে যাইয়া দেখিল তাঁহার দেহ রক্তাক্ত, সৈরিন্ধ্রী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন! তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া, উত্তর পিতার মুখে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। তখন সে পাণ্ডবগণের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়া কাতরকণ্ঠে পিতাকে কঙ্কের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। বিরাট-পতি ভয় ও বিস্ময়ে আকুল হইয়া কঙ্কের নিকট ক্ষমা চাহিলেন, যুধিষ্ঠিরও আশ্রয়দাতা রাজাকে ক্ষমা করিলেন।

পাণ্ডবগণের পরিচয়ে বিরাটরাজের বিস্ময় ও আনন্দের আর ইয়ত্তা রহিল না। তিনি অতিশয় বিনয় প্রকাশে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং অর্জ্জুনের হস্তে কন্যা উত্তরাকে অর্পণ

করিতে অভিলাষ জ্ঞাপনকরিলেন। "শিক্ষাদাতা পিতৃতুল্য" বলিয়া অর্জ্জুন উত্তরাকে স্বীয় পুত্র অভিমন্যুর জন্য গ্রহণ করিলেন। অবিলম্বে দূত প্রেরণ করিয়া দ্বারকা হইতে সখা শ্রীকৃষ্ণসহ অভিমন্যুকে আনয়ন করিলেন। সংবাদ পাইয়া কাশীরাজ, দ্রুপদ, বৎসরাজ প্রভৃতি বিরাটে আগমন করিলেন। উত্তরার সহিত মহাসমারোহে অভিমন্যুর বিবাহ সম্পন্ন হইল। বিরাট রাজ্য আনন্দে ও মহোৎসবে পূর্ণ হইল।

উদ্যোগ পর্ব্ব।

অভিমন্যুর বিবাহকার্য্য শেষ হইলে সমাগত রাজগণ সভাক্ষেত্রে সমবেত হইলেন। তাঁহারা কিয়ৎকাল বিবিধ আলাপে অতিবাহিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যুগপৎ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক নীরব হইলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া দ্যূতক্রীড়া হইতে অজ্ঞাতবাসের শেষপর্য্যন্ত পাণ্ডবগণ যত ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন-পূর্ব্বক বর্ত্তমান কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য রাজাদিগের নিকট যুক্তি শ্রবণ করিতে চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহাও বলিলেন, "পাণ্ডবগণ সত্যপালন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা পৈতৃক রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পাইবার অধিকারী। যদি দুর্য্যোধন সন্ধিতে সম্মত হইয়া অর্দ্ধাংশ রাজ্য পাণ্ডবদিগকে প্রত্যর্পণ না করেন, তবে যুদ্ধ অনিবার্য্য। অতএব দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য হস্তিনায় দূত প্রেরণ করা উচিত।" শ্রীকৃষ্ণের বাক্যানুসারে দ্রুপদরাজও হস্তিনায় দূতপ্রেরণে সম্মতি দিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, "দুষ্ট দুর্য্যোধন স্বেচ্ছায় কখনও রাজ্য ত্যাগকরিবেন না। অপত্য-বৎসল ধৃতরাষ্ট্রও দুর্য্যোধনের মতের অন্যথা করিবেন না। দুর্য্যোধনের নিকট বিনয় বা মৃদুতা প্রকাশ বিফল; তাহাতে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্টলাভ নাই। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে বন্ধুরাজগণের

নিকট দূত প্রেরণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। অগ্রে যাঁহার দূত উপস্থিত হয়, রাজগণ তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করেন, ইহাই রীতি। আমাদের মনোভাব জানিতে পারিলেই দুর্য্যোধন সর্ব্বত্র দূত প্রেরণকরিয়া রাজাদিগকে স্বপক্ষ করিতে সচেষ্ট হইবে; *সুতরাং অগ্রেই সকলের নিকট দূত প্রেরণ করা আমাদের* কর্ত্তব্য।" শ্রীকৃষ্ণ দ্রুপদের যুক্তি-যুক্ত বাক্য সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর স্বগণসহ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। এদিকে দ্রুপদ-পুরোহিত—দূতরূপে হস্তিনায় এবং অপর দূতসকল রাজগণের নিকট বিভিন্ন রাজ্যে যাত্রা করিল। দূতমুখে পাণ্ডবগণের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজগণ চতুরঙ্গ সেনাসহ মেদিনী কম্পিত করিয়া বিরাটনগরাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। চরমুখে এ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া কৌরবগণও নানারাজ্যে দূত প্রেরণ করিল, বহু রাজা সৈন্যাদিসহ কৌরব পক্ষে যোগ দানকরিবার জন্য হস্তিনার অভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিবার জন্য অর্জ্জুন স্বয়ং দ্বারকায় যাত্রা করিলেন, চরমুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনও দ্রুতগতি দ্বারকাভিমুখে ধাবিত হইলেন। উভয়ে একই দিনে দ্বারাবতী উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধন অগ্রে যাইয়া নিদ্রিত বাসুদেবের শিরোভাগস্থিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অর্জ্জুন পশ্চাৎ যাইয়া বিনীতভাবে বাসুদেবের পাদনিম্নে উপবেশন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রা ভঙ্গহইল, তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়াই পার্থকে

দর্শন করিলেন, পরে দুর্য্যোধন তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "আমরা উপস্থিত সমরে আপনাকে বরণ করিতে আসিয়াছি। আপনার সহিত আমাদের সমান সম্বন্ধ, তথাপি, যে প্রথম আগমন করে সাধুগণ তাঁহারই পক্ষ সমর্থন করেন। সুতরাং আপনি আমার পক্ষাবলম্বন করুন।"

দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণকরিয়া বাসুদেব বলিলেন, "দুর্য্যোধন! তুমি অগ্রে আসিলেও অর্জ্জুনই অগ্রে আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ বয়ঃকনিষ্ঠের বরণ অগ্রে গ্রাহ্য করিতে হয়। অতএব অর্জ্জুনই অগ্রে বরণ করিবার অধিকারী। আমার অযুত-সংখ্যক অজেয় সংশপ্তক-নাম্নী সেনা একপক্ষে, আর আমি একপক্ষে। আমার বল আমি এই দুই-ভাগে বিভক্ত করিতেছি। অধিকন্তু ইহাও বলিতেছি যে, কুরুপাণ্ডব সমরে আমি স্বয়ং অস্ত্র ধারণকরিব না। এখন এই দুইপক্ষের যাহা ইচ্ছা তুমি বরণ করিতে পার।" এই বলিয়া অর্জ্জুনকে অগ্রে বরণ করিতে অনুমতি দিলেন।

বাসুদেব যুদ্ধে বিরত রহিবেন শ্রবণ করিয়াও অর্জ্জুন তাঁহাকেই বরণ করিলেন। আর দুর্য্যোধন হৃষ্টান্তঃকরণে অজেয় অযুত সংখ্যক নারায়ণীসেনা লইয়া হস্তিনায় প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে কৃতবর্ম্মার নিকট হইতে অক্ষৌহিণীসেনা সংগ্রহ করিলেন। বলদেব কোন পক্ষই অবলম্বন করিলেন না।

দুর্য্যোধন বিদায় গ্রহণকরিলে, বাসুদেব অর্জ্জুনকে এরূপ বরণ

করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অর্জ্জুন হাস্যমুখে কহিলেন, "আমি এককীই কৌরবকুল বিনাশ করিব, শত্রুবিনাশ করিয়া যশোলাভ করিব। আমার ইচ্ছা আপনি আমার সারথি হইয়া যুদ্ধে রথ চালনা করুন।" বীরের আত্মপ্রত্যয়-সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, পরে উভয়ে যুধিষ্ঠির-সমীপে যাত্রা করিলেন।

দূতমুখে সংবাদ পাইয়া পাণ্ডবমাতুল মদ্রাধিপতি শল্য পাণ্ডবগণের সাহায্যার্থ বিরাটরাজ্যে গমন করিতেছিলেন। দুর্যোধন পথিমধ্যে তাঁহার প্রীতিসম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে আত্মপক্ষ করিলেন। শল্য দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বনে সম্মত হইয়া সংবাদ জ্ঞাপনার্থ পাণ্ডবগণের নিকট একবার গমন করিলেন এবং অকপটে যুধিষ্ঠির সমীপে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। মাতুল শল্যের বাকা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কহিলেন, "মাতুল! আপনি দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন ভালই, কিন্তু আমাদের উপকারের জন্য, যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সহিত যখন কর্ণের যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, তখন কর্ণের সারথ্য স্বীকার করিয়া উঁহার তেজঃসংহরণ করিবেন।" শল্য যুধিষ্ঠিরের বাক্য স্বীকার করিয়া, "অচিরে তোমাদের দুঃখ দূর ও শত্রুর সংহার হইবে" এই আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগ-পূর্ব্বক সসৈন্যে দুর্য্যোধনের সমীপে প্রতিগমন করিলেন।

পাণ্ডবপক্ষে এক এক অক্ষৌহিণী সেনা সহ সাত্যকী, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু, জরাসন্ধপুত্র জয়সেন, দ্রুপদপতি, মৎস্যা-

ধিপতি ও অন্যান্য বহু রাজা আগমন করিলেন, তাঁহাদের সম্মিলিত সৈন্যের সংখ্যা সাত অক্ষৌহিণী হইল। অপরদিকে কৌরবপক্ষে ভগদত্ত, ভুরিশ্রবা, শল্য, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, কাম্বোজ-রাজ সুদক্ষিণ প্রভৃতি বহু রাজা সসৈন্য সমাগত হইলেন। তাঁহাদের সম্মিলিত সৈন্য এগার অক্ষৌহিণীতে পরিণত হইল। কৌরবসৈন্যে হস্তিনা, পঞ্চনদ, কুরুজাঙ্গল, অহিচ্ছত্র প্রভৃতি স্থান পূর্ণ হইয়া গেল।

এদিকে দ্রুপদরাজের পুরোহিত, পাণ্ডব পক্ষের দূতরূপে হস্তিনায় গমন করিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের ক্লেশবৃত্তান্ত ও পরাক্রম বর্ণন করিয়া বলিলেন, "পাণ্ডবগণ বলবান হইলেও যুদ্ধে উন্মুখ নহেন, তাঁহারা হিংসা ব্যতিরেকে পৈতৃক অধিকারের অর্দ্ধ অংশ লাভকরিলেই সুখী হইবেন।"

মহামতি ভীষ্মদেব এই ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্যে অনুমোদন ও পাণ্ডবগণের বল, বীর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং ধর্ম্মপরায়ণতার প্রশংসা করিলে, কর্ণ তাহা অগ্রাহ্য করিলেন এবং গর্ব্বিতবাক্যে বলিলেন "যুদ্ধব্যতীত দুর্য্যোধন রাজ্য প্রদানকরিবেন না।" কর্ণের বাক্য শুনিয়া ভীষ্মদেব কর্ণকে বলিলেন, "কর্ণ! তুমি সর্ব্বদাই অহঙ্কার প্রকাশ কর; কিন্তু তোমার মনে রাখা উচিত, অর্জ্জুন একাকী আমাদের ছয়বীরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। যদি এখনও দ্রুপদ-পুরোহিতের বাক্যে অবহেলা কর, তবে অর্জ্জুনের শরাঘাতে আমাদিগের সকলকেই যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইয়া মৃত্তিকা ভক্ষণ-করিতে হইবে।" ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মদেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য

কর্ণকে ভৎর্সনা করিলেন। পরে "সঞ্জয়কে পাণ্ডব-সমীপে প্রেরণ করিবেন" বলিয়া পুরোহিতকে বিদায় করিয়া দিলেন।

সঞ্জয় রাজসভায় সমুপস্থিত হইলে, অন্ধরাজ তাঁহাকে অবিলম্বে বিরাটনগরে যাত্রা করিতে অনুমতি করিলেন; এবং পাণ্ডবগণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া যাহাতে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত না হয় তজ্জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে বলিয়া দিলেন। রাজাজ্ঞা লাভ করিয়া সঞ্জয় অবিলম্বে বিরাটনগরে যাত্রা করিলেন। যথাকালে যুধিষ্ঠির-সমীপে উপনীত হইয়া অন্ধরাজের বাক্য নিবেদন করিলেন। অতঃপর ধর্ম্মরাজ একে একে হস্তিনার সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "সাম, দান প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া দুর্য্যোধনকে কখনও আমরা বশীভূত করিতে পারিব না। সুতরাং যুদ্ধ ব্যতীত আমাদের পক্ষে গত্যন্তর কি আছে?

সঞ্জয় কহিলেন; "মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সন্ধি করিবার জন্যই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি দ্রুপদরাজ ও শ্রীকৃষ্ণের উপর সন্ধির ভারার্পণ করিতেছি; যাহা কর্ত্তব্য হয় তাঁহারাই বিবেচনা করুন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আমি কখনও যুদ্ধের অভিলাষী নহি, তাদৃশ কোন অভিপ্রায়ও প্রকাশ করি নাই, তবে ভীত হও কেন? কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা উপেক্ষাইত উত্তম; সহজে যাহা সম্পন্ন হয় তজ্জন্য কে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়? কর্ম্ম না করিয়াই যদি ফল লাভ করা যায়, তবে কর্ম্মের কোনই প্রয়োজন করে না।

অধিকন্তু যদি যুদ্ধ না করিয়া লাভ অল্পও হয় তাহাও আমি উত্তম বলিয়া মনে করি। যাহা হউক, আমরা কৌরবগণের অত্যাচারের কথা মনে করিব না, সকলই ভুলিয়া যাইব। আমরা একমাত্র ইন্দ্রপ্রস্থ চাই—আর চাই—সাধু-ব্যবহার। তাহা হইলেই শান্তি ঘটিবে—সমরের আর প্রয়োজন থাকিবে না।"

সঞ্জয় বলিলেন, "ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ বিনাযুদ্ধে কখনও রাজ্য অর্পণ করিবেন না।" এই বলিয়া সঞ্জয়, ধর্ম্মের ও জ্ঞাতি-বধের পাপের দিকে দৃষ্টি করিয়া যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে নিবৃত্ত রহিতে অনুরোধ করিলেন।

যুধিষ্ঠির সঞ্জয়বাক্য শ্রবণকরিয়া কহিলেন, "সঞ্জয়! যাহারা আপদুত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্মে রত হয় তাঁহারাই প্রশংসার পাত্র, আর যাঁহারা আপদ্ গত হইলেও কর্ম্মে বিরত থাকে তাঁহারাই নিন্দনীয়। সন্ধিপথ ত্যাগকরিলে নিন্দা হইবে—আবার যুদ্ধ ত্যাগকরিলে অধর্ম্ম হইবে। এ বিষয়ে আমি স্বয়ং কোন মীমাংসা করিতে চাহি না, সুনীতি-সম্পন্ন, কৌরবপাণ্ডব-হিতৈষী, কর্ম্মনিশ্চয়জ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত আছেন, তিনিই এ বিষয়ে যাহা উচিত হয় মীমাংসা করুন।"

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের বাক্যাবসানে কহিলেন, "সঞ্জয়! আমি পাণ্ডবগণের উন্নতি এবং কৌরবগণের সন্ধি এই উভয়ই কামনা করি। কিন্তু দেখিতেছি অর্থলোভী, পুত্রস্নেহ-কাতর, ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সন্ধি হওয়া অসম্ভব।" এই বলিয়া তিনি কৌরবগণের কৃত অন্যায়াচরণ সমূহের উল্লেখ ও পাণ্ডবগণের সংযমের বিষয়

সকল বিবৃত করিলেন। পরে কহিলেন, "পাণ্ডবগণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সেবা অথবা কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ, এই উভয়ই করিতে প্রস্তুত আছেন। এক্ষণ অন্ধরাজের যাহা কর্ত্তব্য তিনি তাহারই অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হউন।"

সঞ্জয় বিদায় প্রার্থনা করিলে, যুধিষ্ঠির কৌরবগণের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রশ্নসহ তাঁহাকে বিদায় দিয়া কহিলেন, "সঞ্জয়! তুমি দুর্য্যোধনকে বলিবে আমরা তাঁহার ন্যায় সৈন্যবলে বলবান নহি; শত্রুবিজয়ে ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র সহায়। আমরা পৈতৃক রাজ্যের সকল অংশ চাহি না, ইন্দ্রপ্রস্থ মাত্র চাহি। যদি ইন্দ্রপ্রস্থ দাও, তবে লোকক্ষয় ঘটিবে না; নতুবা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হও। সঞ্জয়! তুমি তাঁহাকে আরও বলিবে, প্রতিবিধান-শক্তি থাকিতেও পাণ্ডবগণ কৌরবকৃত সমুদয় অবমাননা ও অত্যাচার নীরবেই সহ্য করিয়াছে, বনবাসাদি ক্লেশকর ব্যাপারও তাহারা প্রতিজ্ঞানুরূপই পালন করিয়াছে। এখনও কি তাহাদের প্রাপ্য রাজ্য তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইবে না? আমরা পঞ্চভ্রাতা কুশলস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণা ও আর একখানা গ্রাম মাত্র প্রার্থনা করিতেছি। ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ করিয়া লাভ কি? আমি উভয় পক্ষের মুখে হাসি ও সৈন্যাদির দেহ অক্ষত দেখিতেই অভিলাষী। নতুবা যেমত ব্যাপার উপস্থিত হইবে তাহাতেই প্রস্তুত আছি।" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সঞ্জয়কে বিদায় দিলেন।

সঞ্জয় হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া অগ্রে অন্ধরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পাণ্ডবগণের কুশল ও প্রশ্ন জ্ঞাপনকরিয়া

তাঁহাদের ঐকান্তিক ধর্ম্মপ্রাণতা, সত্যবাদিতা, ক্লেশসহিষ্ণুতা এবং বিচার বুদ্ধির বিষয় বর্ণন করিলেন। পরে অর্জ্জুনাদির বল বর্ণন করিয়া ও "স্বেচ্ছাচারী পুত্রের মতানুবর্ত্তনে সর্ব্বনাশ ঘটিবে" এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া, "কল্য সভায় সর্ব্বসমক্ষে যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিবেন" এই বলিয়া সঞ্জয় স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

সঞ্জয় বিদায় গ্রহণ করিলে অন্ধরাজ বিদুরকে আহ্বান করিয়া সঞ্জয়ের কথিত ব্যাপার সকল বর্ণন করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় অবগত হইতে পারিলেন না বলিয়া নিতান্ত ব্যাকুলতা জানাইলেন। মহাত্মা বিদুর রাজার অন্তরের ব্যাকুলতা ও দুশ্চিন্তা দূর করিবার জন্য বহুবিধ নীতি কীর্ত্তনকরিলেন এবং গুহ্যনীতি কীর্ত্তনকরিবার জন্য কৌমার-যোগী সনৎসুজাতকে আনয়ন-পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে স্থাপন করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। সনৎসুজাতও অন্ধরাজ-সমীপে বহু নীতিকথা ও উপাখ্যান বর্ণন করিলেন। এইরূপে সেই রজনী প্রভাত হইয়া গেল।

প্রভাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক অন্ধরাজ অমাত্যবর্গ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্যাদি সহ সভায় সমাসীন হইলেন। বিরাট-প্রত্যাগত সঞ্জয়ও সভায় সমাগত হইলেন। সঞ্জয় সভায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে যুধিষ্ঠিরাদির কুশল জ্ঞাপন ও অভিবাদনাদির কথা নিবেদন করিলেন। পরে অন্ধরাজের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! ধনঞ্জয় বলিয়াছেন,

দুর্য্যোধন যদি আমাদের ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্য রাজ্যাংশ প্রদান না করেন, তবে বুঝিব যে, দৈবই তাঁহাকে বিড়ম্বিত করিতেছে, তাঁহার পাপের ভোগ এক্ষণও নিঃশেষ হয় নাই। পাণ্ডবপক্ষীয় প্রত্যেক বীর যখন যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরবগণের পক্ষে যমরূপে উপস্থিত হইয়া শত্রুশোণিতে ভূমিতল সিক্ত ও কর্দ্দমিত করিবে, এই যুদ্ধের জন্য, তখন দুর্য্যোধনের মনে নিশ্চয়ই অনুতাপ উপস্থিত হইবে। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যদি পলায়ন না করে, তবে তাহাদের একজনও জীবিত থাকিবে না। কর্ণসহ ধৃতরাষ্ট্রতনয় দিগকে যমালয়ে পাঠাইয়া সমস্ত কৌরব রাজ্য নিশ্চয়ই জয় করিয়া লইব। তথাপি আমি ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুর-কৃপাচার্য্যাদির ন্যায় কহিতেছি—"কৌরবগণ দীর্ঘায়ু হউক।"

সঞ্জয় এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলে, মহামতি ভীষ্মদেব অর্জ্জুনের অসাধারণ বীরপণা ও অস্ত্রনিপুণতার উল্লেখ করিয়া—উক্ত বাক্যের সমর্থন করিলেন। কৌরবদিগকে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকিতে বলিলেন। কর্ণ, ভীষ্মদেবের বাক্য শ্রবণ-করিয়া কহিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি রণক্ষেত্রে নিশ্চয়ই পাণ্ডবদিগকে নিহত করিব। সাধু-স্বভাব হইলেও পূর্ব্বশত্রু পাণ্ডবের সহিত কখনও কৌরবদিগের সন্ধি হইবে না।" কর্ণের বাক্য শুনিয়া পিতামহ ভীষ্মদেব গম্ভীর-স্বরে কহিলেন, "কর্ণ পাণ্ডবদিগকে নিহত করিবে বলিয়া শ্লাঘা করে, কিন্তু পাণ্ডবের ষোড়শাংশের একাংশ শক্তিও তাহার নাই। কেবল দুর্য্যোধনের সহায়তায়ই এই দুরাত্মা পাণ্ডবদিগকে অবমানিত

করিয়াছে। পাণ্ডবগণ যে সকল কঠোর ও দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করিতে পারে, তাহার একটাও কর্ণের সাধ্য নহে। বিরাটনগরে গোধন অপহরণ করিতে গেলে অর্জ্জুন যখন কর্ণের সম্মুখে তাহার ভ্রাতাকে নিহত করিয়াছিল, তখন কর্ণ কি করিয়াছিল? কর্ণত সেকালে স্বয়ংই তথায় উপস্থিত ছিল! তবে এক্ষণ এখানে বৃষের ন্যায় আস্ফালনে ফল কি? গন্ধর্ব্বগণ যখন ঘোষযাত্রা হইতে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়দিগকে নারীগণসহ হরণ করে, বীরবর কর্ণ তখন কোথায় ছিলেন? পাণ্ডবগণই তখন কৌরবদিগকে উদ্ধার করিয়াছিল।" ভীষ্ম বাক্যাবসানে আচার্য্য দ্রোণও পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন-করিবার জন্য অন্ধরাজকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাজা তাঁহাদের বাক্য অবহেলা করিয়া সঞ্জয়-সমীপে পাণ্ডবের বলাবল জানিতে চাহিলেন। তচ্ছ্রবনে উপস্থিত রাজগণ সকলেই জীবিতাশা ও সুদীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাণ্ডবগণের বলাবল জানিতে চাহিলে, সঞ্জয় সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পতিত হইলেন। তাহা শুনিয়া অন্ধরাজ কহিলেন, "পাণ্ডবগণ সঞ্জয়ের মন উত্তেজিত করিয়াছে, তাই সে এই প্রশ্নশ্রবণে অচেতন হইয়াছে।" যাহাহউক, ক্ষণকাল মধ্যেই সঞ্জয় চেতনা লাভকরিয়া কহিলেন, "ধৃষ্টদ্যুম্ন, অঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধরাজ, শিখণ্ডী, বিরাট, শিশুপালসুত প্রভৃতি বহু দুর্দ্ধর্ষ রাজা অজেয়বিক্রম পাণ্ডবগণের সাহায্যার্থ সমুদ্যত আছেন। তদুপরি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনের সারথি ও পাণ্ডবগণের পরামর্শদাতা হইয়াছেন।"

সঞ্জয়ের বাক্য শুনিয়া অন্ধরাজ বলিলেন, "পাণ্ডবপক্ষীয় সাহায্যকারী রাজগণকে একত্র করিলে যে বলের উৎপত্তি হয়, একাকী ভীমসেনই তত বল ধারণকরে। বৃকোদর কদাপি কাহাকেও ক্ষমা করে না, আমি তাহার ভয়ে ভীত হইয়া অনিদ্রায় রাত্রি যাপনকরি। তাহার ভ্রূকুটি-কুটিল উন্মত্ত দৃষ্টি, অক্ষমা, ভয়ঙ্কর গর্জ্জন, ধাবন ও প্রচণ্ড তেজঃ দর্শনে তাঁহাকে সাক্ষাৎ যম বলিয়া মনে হয়। হায়! আমার বংশ তাহার গদাঘাতেই বিনষ্ট হইবে।" অন্ধরাজ পাণ্ডবগণের অলৌকিক শক্তির উল্লেখপূর্ব্বক এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কৌরব পক্ষীয় দিগকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিতে বলিলেন। সঞ্জয়ও অন্ধরাজের কথায় অনুমোদন করিলেন।

অতঃপর দুর্য্যোধন স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া বহু কূট যুক্তি-দ্বারা অন্ধরাজকে সান্ত্বনা প্রদান এবং আত্মবল কীর্ত্তন করিয়া —"পাণ্ডববিনাশ পূর্ব্বক নিশ্চয়ই জয়ী হইব" এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভীতি দূরীকরণে চেষ্টিত হইলেন। অতঃপর সঞ্জয়ের নিকট পাণ্ডবগণের বলবিক্রম ও হস্ত্যশ্বাদির কথা শ্রবণ করিয়া লইলেন। এদিকে অন্ধরাজও পুনরায় পাণ্ডবগণের পক্ষীয় রাজগণের বিষয় জানিয়া লইলেন এবং দুর্য্যোধনকে তিরস্কার-পূর্ব্বক যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে কহিলেন।

পিতার তিরস্কারে ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধন সভাসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "কর্ণসহ আমি নিশ্চয়ই রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইব, এ যজ্ঞে আমার রথ বেদী, খড়্গ শ্রুব, পশু যুধিষ্ঠির, যজ্ঞভূমি কবচ, গদা

স্রুক্, চারিটী ঘোটক হোতা ও শরসমূহ দর্ভ হইবে। নিশ্চয়ই পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিব। হয় পাণ্ডব আমাদিগকে নিহত করিয়া পৃথিবী ভোগকরিবে, নতুবা আমরা পাণ্ডব বিনাশকরিয়া ধরা ভোগকরিব। প্রাণ গেলেও রাজ্য কি ঐশ্বর্য্যের বিন্দুমাত্র অংশ পাণ্ডবদিগকে দিব না, তাহাদের সঙ্গে একত্র রহিব না; এমন কি সূচ্যগ্র ভূমিও তাহাদিগকে প্রদান করিব না।"

দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণকরিয়া ধৃতরাষ্ট্র সভ্যদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলে শ্রবণ কর, আমি দুষ্ট দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিলাম। হতভাগ্যের জন্য আমার বিন্দুমাত্রও দুঃখ নাই—কিন্তু তাঁহার জন্য যেসকল রাজা প্রাণ ত্যাগকরিবেন তাঁহাদের জন্যই আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে। ভীমের ভীষণ গদা যখন যমদণ্ডের ন্যায় সমরক্ষেত্রে কৌরবগণের উপর আপতিত হইবে, পাপিষ্ঠ তখন সেই মরণ-মুহূর্ত্তে আমার কথা মনে করিবে।"

অতঃপর সঞ্জয় একে একে বাসুদেব ও অর্জ্জুন যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বিবৃত করিলেন। শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে বহু উপদেশ প্রদান করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করিতে পুনরায় অনুরোধ করিলেন; নতুবা কৌরবকুল নির্ম্মূল হইবে। অন্ধরাজ পুনঃ পুনঃ একথা বলিলেও দুর্য্যোধন ক্রোধের সহিত পিতৃবাক্য অবহেলা করিয়া আত্মশ্লাঘা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিয়া নিজে জয়ী হইবেন,

সগর্ব্বে একথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই আত্মশ্লাঘা ও সগর্ব্ববাক্যে কর্ণ অতিশয় উত্তেজিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সভাক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বজন সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমিই পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিব।"

কর্ণের গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণে বৃদ্ধ ভীষ্মদেব তাহাকে ভৎ‌র্সনা পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য বর্ণন করিলে, কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন এবং "ভীষ্ম জীবিত থাকিতে উপস্থিত যুদ্ধে আর অস্ত্র ধারণকরিব না" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সভা ত্যাগ-করিলেন। এতদ্দর্শনে ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া সহাস্যে কহিলেন, আমি জীবিত থাকিতে কর্ণ যুদ্ধ করিবে না, তবে কি আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে কেবল ভীম কর্ত্তৃক কৌরব সেনার জীবননাশ দর্শনকরিব? যাহা হউক, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যুদ্ধের প্রতিদিন পাণ্ডব পক্ষের দশ সহস্র সৈন্য বিনাশকরিব। নরাধম কর্ণ পরশুরামের নিকট আপনাকে ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল, সেই মিথ্যাচারেই দুরাত্মার সমুদয় সাধনবল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

কর্ণ প্রস্থান করিলে, পিতামহ ভীষ্মদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়াও কর্ণসখা দুর্য্যোধন গর্ব্ব প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন যে, "আমি আর কাহারও সাহায্য চাহি না। কর্ণ, দুঃশাসন ও আমি এই তিন জনেই পাণ্ডবগণকে নিহত করিব।" মহামতি বিদুর দুর্য্যোধনের গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে নানা উপদেশ দিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "দুর্য্যোধন! আত্মশ্লাঘা

করিতেছ বটে, কিন্তু পশ্চাতে নিশ্চয়ই যে তোমার পতন হইবে সে কথা কি মনে পড়িতেছে না ? যে অর্জ্জুন একা পৃথিবী জয় করিল, বিরাট যুদ্ধে ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত করিল, তাহা কি মনে পড়ে না ? দুর্য্যোধন যে সব্যসাচীর সমান বলশালী ও যোদ্ধা এ কথা ত কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সুতরাং এখনও তোমার নিবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। যুদ্ধে যাহারা পরাজিত হয় কেবল তাহাদেরই অনিষ্ট ঘটে এমন নহে, বিজয়ীদিগেরও বহু অপকার ঘটিয়া থাকে।" বিদুরের বাক্যাবসান হইলে অন্ধরাজও দুর্য্যোধনকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া কহিলেন, "পাণ্ডবদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিয়া সৌভ্রাত্র স্থাপন কর।" দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পিতার এই হিতকর বাক্যে একবারও কর্ণপাত করিলেন না।

এদিকে সঞ্জয় বিরাট হইতে হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে ধর্ম্মরাজ শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধের দোষাদি কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, "আমরা পঞ্চ ভ্রাতা পাঁচখানা গ্রাম মাত্র চাহিয়াছিলাম, কিন্তু আধিপত্য-প্রিয় কৌরবগণ তাহাও দিতে স্বীকৃত হইল না। ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে ? রাজ্যচ্যুত হইয়া প্রতিজ্ঞা পালনার্থ আমরা ত্রয়োদশ বর্ষ বনে বনে বাস করিয়াছি, এখনও যদি ন্যায়ানুগত রাজ্যাংশ না পাই, তবে যুদ্ধ করিতেই হইবে। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ পরাজয়েরই তুল্য ; কেননা যুদ্ধ করিতে গেলেই বহু আত্মীয়স্বজন ও লোক ক্ষয়করিতে হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া, যাহাতে লোকক্ষয়

ব্যতীত আমরা ন্যায়ানুগত রাজ্যাংশ লাভ করিতে পারি তাহার জন্যই উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক।” তখন মহামতি শ্রীকৃষ্ণ সৌভ্রাত্রস্থাপন ও সন্ধিপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের রাজ্যলাভের উদ্দেশে কৌরবসভায় গমন করিতে অভিলাষী হইলে, যুধিষ্ঠির সম্মতি দিলেন। এদিকে ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই যে একান্ত কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণ কথাচ্ছলে তাহাও কীর্ত্তন করিলেন।

যুধিষ্ঠির এবং শ্রীকৃষ্ণের কথপোকথন শ্রবণে ভীমও শ্রীকৃষ্ণকে সন্ধির জন্যই অনুরোধ করিলেন; অনর্থক লোকক্ষয়কর যুদ্ধ অপেক্ষা সৌভাত্র স্থাপনই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তেজস্বী ভীমের মুখে এইরূপ শান্তি-বাণী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং নানা দুঃখ কাহিনী, বনবাস, কৌরব কৃত অকথ্য অত্যাচার ও অবমাননা, দ্রৌপদীর দুর্দ্দশা ও ভীমের পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির কথা জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণন করিয়া ভীমের হৃদয় অতিশয় উত্তেজিত করিয়া দিলেন। অতঃপর অর্জ্জুন ও নকুল, সন্ধির জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সহদেব ও সাত্যকি কিছুতেই সন্ধির প্রস্তাবে অভিমত দিলেন না। তাঁহারা পাঞ্চালীর অবমাননা স্মরণ করিয়া যুদ্ধের জন্যই ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন। দ্রৌপদীও জ্বলাময় বাক্যে স্বামিগণের মনে অসীম উত্তেজনা জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বকীয় দুঃখ কাহিনী ও মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নানা বাক্যে তাহাদিগকে প্রবোধ প্রদানকরিয়া অবিলম্বে হস্তিনাপুরে যাত্রা করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার্থ

উদ্যোগী হইতে দুর্য্যোধনকে অনুমতি করিলেন। দুর্য্যোধনও পিতা[illegible] পালনার্থ শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনায় মনোযোগী হইয়া বিপুল আ[illegible]পথিস্থিত নানাস্থানে মণ্ডপাদি নির্ম্মাণ করিলেন। বাসুদেব কিন্তু এ[illegible] অভ্যর্থনার আয়োজনে দৃষ্টিপাত না করিয়াই হস্তিনায় গমনকরি[illegible]াগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশঃ হস্তিনার নিকটবর্ত্তী হইতেছেন শ্রবণ করিয়া, অন্ধরাজ তাঁহাকে বহু সামগ্রীজাত উপহার দিবার জন্য উদ্যোগী হইলে, বিদুর তাহাতে প্রতিবাদী হইলেন। তিনি বলিলেন যে, "কপটতা-পূর্ব্বক হৃষীকেশের হৃদয় ভুলাইতেই আপনি চেষ্টা করিতেছেন। আপনার এই বাহ্য আচরণেই আমি আপনার মানসিক ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। পাণ্ডবগণ পাঁচখানা মাত্র গ্রাম চাহিতেছে, আপনি তাহাও দিতে যে সম্মত নহেন—এই কুটিলতাপূর্ণ মনভুলান ব্যবহারই তাহার প্রামাণ দিতেছে এবং আপনি যে সন্ধি করিতে ইচ্ছুক নহেন তাহাও বুঝা যাইতেছে। কিন্তু আপনাদের এ চেষ্টা বৃথা। অর্থদ্বারা বাধ্য করিয়া বাসুদেবকে কখনও আপনারা অর্জ্জুন হইতে পৃথক করিতে পারিবেন না। শান্তি সংস্থাপনই শ্রীকৃষ্ণের আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য, সুতরাং যাহাতে শান্তি সংস্থাপিত হয় তাহার উপায় করাই কর্ত্তব্য।" ভীষ্মদেবও মহামতি বিদুরের এ বাক্যে সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন।

দুর্য্যোধন বিদুরাদির কথার অর্থ-বৈপরীত্য ঘটাইয়া কহিলেন, "পিতৃব্য বিদুরের কথা ঠিক্। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অতিশয় ভালবাসেন, কদাপি তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন না; সুতরাং

রিপুল উপহার দিলেও উপস্থিত যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবে না। কা.জই শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রদান কিংবা তাহার আরাধনার কোনই আবশ্যক নাই।” অনন্তর ভীষ্মদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “পাণ্ডবদিগকে বশীভূত করিয়া সমুদয় রাজ্য ভোগ করিবার কোন উপায়ই আমি দেখিতেছি না। তবে আমি এই উপায় চিন্তা করিয়াছি যে, বাসুদেবই পাণ্ডবগণের একমাত্র আশ্রয়, বল ও বুদ্ধি। বাসুদেব আসিবামাত্র কল্য তাঁহাকে বন্দী করিব; তাহা হইলেই পাণ্ডব, বৃষ্ণি এবং পৃথিবী আমার বাধ্য হইবে, আমিও অনায়াসে সমস্ত রাজ্য ভোগ করিব।”

দুর্য্যোধনের এই দুরুক্তি শ্রবণ করিয়া সকলে অতিশয় বিস্মিত ও ব্যথিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, “বাসুদেব আমাদের আত্মীয়, বিশেষতঃ দূত। তিনি কদাপি কৌরবকুলের অনিষ্ট চিন্তা করেন না; সুতরাং তোমার এই প্রস্তাব অতিশয় পাপকর।” মহামতি বিদুরও দুর্য্যোধনের কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সভা ত্যাগকরিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে বাসুদেব বৃকস্থল হইতে হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নগরে লইয়া আসিলেন। অনন্তর যথারীতি কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর অপরাহ্নে শ্রীকৃষ্ণ পিতৃষ্বসা কুন্তীর নিকট গমন করিলেন। কুন্তীদেবী পুত্রদিগের ও পুত্রবধূ দ্রৌপদীর কুশল বার্ত্তা অবগত হইয়া শোকহর্ষে অভিভূত হইলেন। বাসুদেব

পাণ্ডবগণের কুশল কীর্ত্তন-পূর্ব্বক কুন্তীকে আশ্বস্ত করিলেন; পরে তথা হইতে দুর্য্যোধন-ভবনে গমন করিলেন।

বাসুদেব ইন্দ্রপুরী-তুল্য দুর্য্যোধন-ভবনে গমন করিয়া সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। সভাস্থিত জনগণ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া বহুমানের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলে তিনি দূত বলিয়া তাঁহার গৃহে ভোজনে স্বীকৃত হইলেন না। দুর্য্যোধন আত্মীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া পুনরায় অনুরোধ করিলে বাসুদেব বলিলেন, "লোক বিপন্ন হইয়া কিংবা প্রীতিবশতঃই পরের অন্ন গ্রহণকরে। আমি বিপন্ন হইয়া তোমার গৃহে আসি নাই; সুতরাং আহারেরও আবশ্যক নাই। তবে প্রীতির কথা; কিন্তু দুর্য্যোধন! ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ আমার সোদর-সদৃশ। তুমি সর্ব্বদা তাঁহাদের হিংসা করিয়া পরোক্ষে আমারও হিংসা করিতেছ। কাজেই তোমার প্রতি আমার প্রীতি কোথায়? অতএব আমি অদ্য কিছুতেই তোমার প্রদত্ত অন্ন গ্রহণকরিতে পারিব না; আমি বিদুরের আতিথ্য গ্রহণে মনস্থ করিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি বিদুরের গৃহে গমন করিলেন। সভাসদ্‌গণও যে যাহার গৃহে চলিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বিদুর-গৃহে স্নান, ভোজন ও বিশ্রাম সমাপন করিয়া—পরদিন যথাকালে কৌরবসভায় গমন করিলেন। তাঁহার আগমনে জনবহুল বিপুল সভাক্ষেত্র নীরব হইয়া গেল, সকলেই উৎসুকদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া

রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে নীরব দেখিয়া অন্ধরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আপনি বর্ত্তমান থাকিতেই কৌরবগণ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। দুর্য্যোধনাদির অন্যায়াচরণেই এক্ষণে ঘোরতর আপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। এ সময়েও আপনি যদি উপেক্ষা প্রদর্শনকরেন, তাহা হইলে, পৃথিবী বিনষ্ট হইবে। কুরুকুল আপনার ও পাণ্ডবগণ আমার অধীন; অতএব আপনি ও আমি মনোযোগী হইলে উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন কখনও অসম্ভব নহে। আপনি কৌরবদিগকে নিবৃত্ত করুন, আমি পাণ্ডবগণকে নিরস্ত করিব। শান্তিব্যতীত মঙ্গল লাভের অন্য উপায় নাই; সুতরাং বিরোধ বিসর্জ্জনই কর্ত্তব্য। কৌরব-কুলের ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতির সহিত পাণ্ডবগণ সম্মিলিত হইলে সমগ্র পৃথিবী আপনার অধিকৃত হইবে। যুদ্ধ কেবল মহামৃত্যুর হেতু। পাণ্ডব কিংবা কৌরব ইহার যে পক্ষেরই ক্ষয় হৌক তাহাতে আপনারই ক্ষয়; অতএব সন্ধিই কর্ত্তব্য। যাহাতে বিনা বিরোধ ও বিনা লোকক্ষয়ে সকলে সুখে দিন পাতকরিতে পারে তাহার ব্যবস্থাই উচিত। আমি এখানে কেবল পাণ্ডগণের ন্যায্য প্রাপ্যের কথাই বলিব। যদি তদ্ব্যতীত কিছু সঙ্গত থাকে উপস্থিত সভাসদ্গণ তাহাও বলিতে পারেন। আমি উভয় পক্ষের হিতাভিলাষেই এখানে আসিয়াছি এবং উভয় পক্ষের কুশল কামনা করিয়াই এত কথা বলিতেছি। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নীরব হইলেন। সকলেই তাঁহার বাক্যের

প্রশংসা করিলেন; কিন্তু কেহই কোন কথা স্পষ্টরূপে প্রকাশকরিলেন না।

সভাস্থল বাসুদেবের বাক্য শ্রবণে নীরব; কেহই কোন কথার উপক্রম করিতেছে না দেখিয়া মহর্ষি ব্যাস, ভীষ্মদেব ও মহর্ষি নারদ দুর্য্যোধনকে বহু প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া, তাঁহাকে ক্রোধ ও অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক সন্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অন্ধরাজ তখন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন যে, "যদিও আপনাদের যুক্তিযুক্ত বাক্যই আমার অভিপ্রেত, তথাপি আমি স্বাধীন নহি বলিয়া—আমার ইচ্ছা কার্য্যকরী হইতেছে না। সুতরাং আপনি দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে কিছু উপদেশ দিন।" ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে বহু উপদেশ প্রদান করিয়া কহিলেন, "দুর্য্যোধন! পুত্র, ভ্রাতা জ্ঞাতিগণের দিকে দৃষ্টি কর, তুমি কুলহন্তা বলিয়া পরিচিত হইও না; ভাই! তোমার জন্য যেন কুরুকুল ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়। পাণ্ডবগণ তোমার পিতাকে মহারাজ্যে ও তোমাকে যৌবরাজ্যে বরণ করিবেন; অতএব উপস্থিত রাজলক্ষ্মীর অবমাননা করিও না। অর্দ্ধরাজ্য অর্পণ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর, সুমহতী শ্রী বৃদ্ধিহউক, সকলের প্রীতিভাজন হইয়া সতত কুশলে থাক।"

অনন্তর ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুরও দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বাক্যানুসারে কার্য্য করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। পরিশেষে অন্ধরাজ স্বয়ং কহিলেন, "দুর্য্যোধন! মহাত্মা মাধবের মঙ্গলময় বাক্য অবহেলা করিও না, তাঁহার

অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য কর; তাহাহইলে, অপরাপর রাজগণের উপর আমাদের যে অভিসন্ধি আছে, মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে অনায়াসে তাহা সাধিত হইবে। তুমি বাসুদেবের সহিত যুধিষ্ঠিরের নিকট যাও, ভরতকুলের কল্যাণ সাধনকর। শ্রীকৃষ্ণ-সহায়ে শান্তির অতি সুন্দর সময় উপস্থিত হইয়াছে,—এ সময় লঙ্ঘন করিলে যে পরিণামে তোমারই সর্ব্বনাশ ঘটিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

দুর্য্যোধন গুরুজনবর্গের বাক্য শ্রবণকরিয়া ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইতেছিলেন। তাঁহাদের বাক্য শেষ হওয়া মাত্র তিনি সভায় দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "আপনারা অনর্থক আমাকে তিরস্কার করিতেছেন। আমি কোন্ গুরুতর অপরাধে অপরাধী তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। পাণ্ডবগণ শকুনির সহিত পাশাখেলায় পরাজিত হইয়াছেন, স্বেচ্ছায় সকল হারিয়াছেন, সত্য করিয়া বনে গিয়াছেন—ইহাতে আমার অপরাধ কি? এখনই বা তাঁহারা আমার সহিত শত্রুতা করিতে চাহেন কেন? যাহা হউক, আমি তাঁহাদের ভয় প্রদর্শনে ভীত নহি। যুদ্ধ করা, যুদ্ধে জয়ী হওয়া বা মৃত্যুগ্রস্ত হওয়া ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম্ম; নত হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। অন্ধরাজ ও বাসুদেব পাণ্ডবকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিতে বলিতেছেন; কিন্তু আমি স্পষ্ট বলিতেছি, আমি জীবিত থাকিতে তাঁহারা সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও পাইবেন না।" এই বলিয়া দুর্য্যোধন সগর্ব্বে আসন গ্রহণকরিলেন।

দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিলেন; ক্রোধে তাঁহাকে চক্ষুর্দ্বয় অতিমাত্র লোহিত ও বিস্ফারিত হইল। বাসুদেব বলিতে লাগিলেন, "দুর্য্যোধন! স্থির হও, তুমি যখন বীর শয্যার অভিলাষী, তখন অতি অল্পকাল মধ্যেই তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। তুমি বলিতেছ, পাণ্ডবগণের উপর তুমি কোনরূপ অত্যাচারই কর নাই। নীচাশয়! ভরতকুলগ্লানি! পাণ্ডগণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল কে? তুমিই কি দুষ্ট শকুনির সহিত পরামর্শ করিয়া কপট পাশাখেলায় পাণ্ডব দিগকে পরাস্ত কর নাই? সাধুশীলা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া যে অবমাননা করিয়াছিলে—তাঁহাকে যে সকল কুবাক্য কহিয়াছিলে, কোন্ ব্যক্তি ভ্রাতৃবধূর প্রতি তাদৃশ ব্যবহার করিতে পারে? বনযাত্রাকালে পাণ্ডবগণের প্রতি দুঃশাসন যে দুর্ব্বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছিল কে তাহা অবগত নহে? বন্ধুগণের প্রতি তেমন ব্যবহার করিতে তোমরা ব্যতীত আর কে পারে? তুমি, কর্ণ ও দুঃশাসন এই তিনজনই কি পাণ্ডব গণের প্রতি অন্যায্য কটূক্তি কর নাই? তুমিইত পাণ্ডবদিগকে মাতার সহিত বারণাবতে পাঠাইয়া বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিলে, তৎপূর্ব্বেও বিষদান—সর্পাঘাত প্রভৃতি বহুবিধ হত্যার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে, কিন্তু কোন ক্রমেই তুমি তাঁহাদের নিধনে সমর্থ হও নাই। তুমিত পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের অনিষ্ট চেষ্টাই করিয়াছ, তবে তোমার কোন অপরাধ নাই বলিতেছ কিরূপে? পাণ্ডবগণ সহস্র ক্লেশে সত্য পালনকরিয়া তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্য

মাত্র চাহিতেছে, তুমি এখন তাহাও প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত নও !! কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদিগকে সমস্ত রাজ্য দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুবান্ধবসহ তোমাকে জীবনও দিতে হইবে। পিতা, গুরু, পিতামহ ও অন্যান্য হিতৈষিগণের বাক্যও যখন তুমি গ্রহণ করিতেছ না, তখন তোমার শ্রেয়োলাভ সুদূর-পরাহত, তোমার পতনই অবশ্যম্ভাবী।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিবৃত্ত হইলে দুরাত্মা দুঃশাসন আসিয়া দুর্য্যোধনকে বলিল, "তুমি যদি স্বেচ্ছায় পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান না কর, তাহাহইলে কৌরবগণ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, পিতা এবং তোমাকে ও আমাকে বন্দী করিয়া, পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান করিবে, এই যুক্তি করিতেছে।" দুষ্ট দুঃশাসনের এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন সহসা সভা ত্যাগকরিলেন; কেহই তাঁহাকে বারণ করিলেন না। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ সভাসদ্‌বৃন্দকে কহিলেন, "আপনারা যখন রাজ্যমদমত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে শাসন করিতেছেন না, তখন আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা অবশ্যই করিব। যদি আপনারা কুশল কামনা করেন, তাহাহইলে দুরাত্মা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি এই চারিজনকে বন্দী করিয়া পাণ্ডবহস্তে অর্পণ করুন।"

অন্ধরাজ বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বিদুরকে অন্তঃপুরে প্রেরণপূর্ব্বক গান্ধারীকে আনয়ন করিলেন। গান্ধারী দুর্য্যোধনের আচরণে দুঃখিতচিত্ত হইয়া তাহাকে বহু উপদেশ প্রদান করিলেন, যুদ্ধে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু

পাপিষ্ঠ মাতার কথা শুনিয়া ক্রোধভরে পুনরায় সভা ত্যাগ-করিয়া চলিয়া গেল। পরে দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করিয়া রাখিবার যুক্তি স্থির করিল। সর্ব্বজ্ঞ সাত্যকী এই কূট যুক্তির বিষয় বুঝিতে পারিয়া সভায় আগমন-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পাপাত্মগণের পরামর্শের কথা শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে প্রকাশকরিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বিন্দুমাত্রও ভীত হইলেন না; বরং দুর্য্যোধনকে সৎপথে আনিবারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে দুর্য্যোধনকে সভায় আনয়ন করিয়া অন্ধরাজ ও বিদুর তাঁহাকে বিশেষ প্রকারে ভর্ৎসনা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্যপূর্ব্বক আপন বিরাট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও ভীত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। তদনন্তর তিনি স্বতেজে সভা ত্যাগকরিয়া কুন্তী-ভবনে গমন করিলেন, কৌরবকুল তাঁহার সভাত্যাগে বিঘ্ন জন্মাইতে পারিল না। সভার সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া কুন্তীদেবী দুঃখিত হইলেন এবং পুত্রদিগকে তীব্র উত্তেজনা পূর্ণ বহু উপদেশের কথা কহিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে উপপ্লব্য নগরে যুধিষ্ঠিরাদির সমীপে উপস্থিত হইয়া হস্তিনার সকল সংবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিবন্ধনে অসমর্থ হইলেন, যুদ্ধই স্থির হইল। তখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গকে কহিলেন, "দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, চেকিতান্ ও বৃকোদর এই সাত জনের

প্রত্যেকে এক এক অক্ষৌহিণীর নায়ক হইবেন। ইঁহাদের উপর কে নায়কতা করিবেন, তাহা সকলে বিবেচনা কর।” ধর্ম্মরাজ একথা বলিলে সহদেব ও নকুল দ্রুপদকে, অর্জ্জুন দ্রোণনিধনার্থ জাত ধৃষ্টদ্যুম্নকে, ভীমসেন শিখণ্ডীকে প্রধান নায়কের পদে বৃত করিতে কহিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের মতানুসারে ধর্ম্মরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নকেই প্রধান নায়কের পদে বরণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ আত্মরক্ষার্থ সর্ব্বাগ্রে লোক পাঠাইয়া কুরুক্ষেত্রে প্রাচীর নির্ম্মাণ ও পরিখা খনন করাইলেন এবং শুভমুহূর্ত্তে চতুরঙ্গ সৈন্যসহ ভূতল সমাচ্ছন্ন করিয়া কুরুক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষা, বীরবৃন্দের বজ্রনির্ঘোষ তুল্য শঙ্খধ্বনি এবং সৈন্যগণের কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইল। পাণ্ডব মহিষী দ্রৌপদী বিরাটপুরেই বাস করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবসৈন্য যথাকালে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে তথায় উত্তম স্থান নির্ণয় করিয়া শিবির সংস্থাপিত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি শিবিরের পরিমাণ স্থির করিলেন, হিরন্বতী নদীর তীরদেশে পঙ্ক-কর্কর বর্জ্জিত উপতীর্থে ত্বরায় পরিখা খনন-পূর্ব্বক সেনা সন্নিবেশ করিলেন। তাহার চতুর্দ্দিকে স্বপক্ষীয় রাজগণের নিমিত্ত সহস্র সহস্র শিবির সংস্থাপিত হইল।

দুর্য্যোধন শুনিলেন, পাণ্ডবগণ সসৈন্য যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অবিলম্বে তিনিও সৈন্যসামন্ত ও বিপুল যুদ্ধ-সামগ্রীসহ কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়া সুশৃঙ্খলে

শিবির সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার অসংখ্য সৈন্য ও শিবির সমাকীর্ণ স্কন্ধাবার চন্দ্রোদয়ে সাগরের ন্যায় শোভা ধারণকরিল। কৌরবপক্ষ, অদ্বিতীয় বীর পিতামহ ভীষ্মদেবকে সৈনাপত্যে নিয়োগ করিলে, মহামতি ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "তোমাদের ন্যায় পাণ্ডবগণও আমার প্রিয় সুতরাং তাঁহাদিগকেও সুযুক্তি প্রদান করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি যখন প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছি তখন নিশ্চয়ই তোমার পক্ষে যুদ্ধ করিব। পৃথিবীতে অর্জ্জুন ব্যতীত আমার প্রতিযোদ্ধা আর কেহ নাই। আমি ক্ষণমধ্যে পৃথিবী বিনাশ করিতে পারিলেও যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে উৎসন্ন করিতে সমর্থ নহি। যদি পাণ্ডবগণ আমাকে নিহত না করে, তবে আমি প্রতিদিন তাঁহাদের অযুত সৈন্য নিহত করিব এবং পরে পাণ্ডবদিগকেও নিহত করিব। কিন্তু এক কথা—কর্ণ সর্ব্বদা আমার সহিত স্পর্দ্ধা করে, সুতরাং আমাদের মধ্যে কে অগ্রে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তাহা তুমিই নির্দ্দেশ কর।"

তখন কর্ণ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "মহারাজ! ভীষ্ম জীবিত থাকিতে আমি কদাপি অস্ত্র ধারণকরিব না। ভীষ্ম নিহত হইলে, তবে আমি অর্জ্জুন-সহ যুদ্ধে রত হইব।" ইহা শুনিয়া দুর্য্যোধন ভীষ্ম দেবকেই সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন।

উভয়পক্ষের সেনাপতির নিয়োগ হইয়া গেলে, স্বগণ-সহিত মধুপানমত্ত বলদেব পাণ্ডব শিবিরে উপনীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ-সহায়ে পাণ্ডবগণ জয়ী হইবে এবং কৌরবদিগকে বিনাশ করিবে

ইহা স্থির বুঝিতে পারিয়া বলদেব যুদ্ধের প্রারম্ভেই তীর্থযাত্রা করিলেন। এদিকে ভীষ্মক-তনয় রুক্মী প্রভৃত সেনাসহ পাণ্ডব-সমক্ষে আগমন করিয়া অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ-পূর্ব্বক সমরে যোগদান করিতে চাহিলেও অর্জ্জুন রুক্মীর সহায়তা লাভের জন্য কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না; সুতরাং সে অবিলম্বে কৌরবগণের নিকট গমন করিল। তথায়ও গর্ব্ব প্রকাশ করায় দুর্য্যোধন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। রুক্মী এইরূপে অনাদৃত হইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে বলদেবের ন্যায় তীর্থভ্রমণে গমন করিলেন।

পাণ্ডব ও কৌরবগণ যুদ্ধার্থ সসজ্জ হইলে, দুর্য্যোধন দূত উলূককে পাণ্ডবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন। দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে সে পাণ্ডব-শিবিরে গমন করিয়া যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির প্রতি বহু কটূক্তি করিল। তচ্ছ্রবণে পাণ্ডবগণ অতিশয় উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উলূককে বলিয়া দিলেন, "দুর্য্যোধনের বাক্যানুসারে কৌরবকুল নিশ্চয়ই নির্ম্মূল করিব, কল্যই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। সে যুদ্ধাগ্নিতে কুরুপক্ষ তৃণবৎ ভস্মরাশিতে পরিণত হইবে; দুর্য্যোধনের যুদ্ধসাধ ও রাজ্যভোগাভিলাষও পূর্ণ করিব। জ্ঞাতি-বধের ব্যাপারে আমরা অগ্রসর হই নাই, দুর্য্যোধনই আমাদিগকে অগ্রসর করিয়াছে। আমরা পৈতৃকরাজ্য হইতে মাত্র পাঁচখানা গ্রাম চাহিয়াছিলাম, সে তাহাও ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইল না; বরং দূত বাসুদেবকে অবমানিত করিয়া ফিরাইয়া দিল! পিতা,

পিতামহ, গুরু ও হিতৈষীদিগের কোন কথা—কোন যুক্তিই গ্রহণ করিল না। যুদ্ধব্যতীত সে আমাদিগকে সূচ্যগ্র ভূমিও দিবে না: সুতরাং তাহারই অভিপ্রায়ানুসারে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি।” উলূক দুর্য্যোধন-সমীপে গমন করিয়া সকল নিবেদন করিল এবং কল্যই যুদ্ধারম্ভ হইবে একথা জানাইল। তচ্ছ্রবনে কৌরবগণ সেনাদিগকে প্রভাতের পূর্ব্বেই যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া থাকিতে আদেশ করিলেন।

. এদিকে যুধিষ্ঠির যুদ্ধের আদেশ প্রদান করিলে প্রধান নায়ক ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরবর্গকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন, “পার্থ কর্ণের সহিত, দুর্য্যোধনসহ ভীম, ধৃষ্টকেতু শল্যসঙ্গে, গৌতমের সহিত উত্তমৌজা, নকুল অশ্বত্থামার সহিত, শৈব্য কৃতবর্ম্মা সঙ্গে, যুযুধান জয়দ্রথ সহ, শিখণ্ডী ভীষ্মসহ, সহদেব শকুনিসহ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ত্রিগর্ত্তসঙ্গে ও অভিমন্যু বৃষসেন ও অন্যান্য নৃপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন।” ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ং দ্রোণসহ সমর করিবেন স্থির করিয়া যথারীতি ব্যূহ সন্নিবেশ করিলেন।

পিতামহ ভীষ্মদেব দুর্য্যোধনের নিকট সর্ব্বাগ্রে কৌরবপক্ষের যোদ্ধৃবর্গের বীরত্বাদি কীর্ত্তন করিয়া পরে পাণ্ডবগণের বলের বিষয় বর্ণন করিলেন। ভীষ্মদেব পাণ্ডবপক্ষীয় প্রবল দুর্ব্বল সকল বীরের সহিতই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, কিন্তু ক্লীব শিখণ্ডীর দেহে তিনি কদাপি অস্ত্রাঘাত করিবেন না, কেননা তাঁহার প্রতিজ্ঞা আছে যে, স্ত্রী-পূর্ব্ব পুরুষ, নারী, নারীনামধারী ও স্ত্রীস্বরূপ পুরুষের উপরি তিনি কখনও অস্ত্রাঘাত করিবেন না। শিখণ্ডী

সম্মুখে আসিলে তাহার দেহে অস্ত্রাঘাত করিবেন না বটে, কিন্তু তাহার সমক্ষে কদাপি কাপুরুষের ন্যায় বিমুখও হইবেন না !” দুর্য্যোধন ভীষ্মদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অতিশয় প্রশংসা করিলেন ।

রজনী অতীত হইলে পরদিন প্রভাতে উভয় পক্ষীয় বীরগণ পরস্পর সম্মুখীন হইলেন। তখন দুর্য্যোধনের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভীষ্মদেব বলিলেন, “আমি প্রতিদিন পাণ্ডবপক্ষের দশসহস্র সেনা নিহতকরিব। আমি মনোযোগ-সহকারে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলে একমাসে পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে পারি ।”

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, “জরাজীর্ণ হইলেও, বোধ হয় ভীষ্মের-ন্যায় একমাসে আমিও পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করিতে পারি ।”

কৃপাচার্য্য বলিলেন, “আমি দুইমাসে পাণ্ডবসৈন্য বিনাশ করিতে সমর্থ ।”

অশ্বত্থামা বলিলেন, “আমি দশদিনে পাণ্ডবসৈন্য সমূলে নিহত করিতে পারি ।”

কর্ণ কহিলেন, “আমি পাঁচ রাত্রিতে পঞ্চপাণ্ডব বিনাশ করিতে পারি ।”

কর্ণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভীষ্মদেব সহাস্যবদনে কহিলেন “কর্ণ! বাসুদেবের সহিত সম্মিলিত অর্জ্জুনকে কখনও সমরক্ষেত্রে দর্শন কর নাই, এই নিমিত্তই তুমি এ হেন গর্ব্বিত বাক্য কহিতেছ ।”

চরমুখে কৌরবগণের এই পরাক্রমের কথা শ্রবণ করিয়া

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও আত্মপক্ষের বলাবল জানিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং ভ্রাতৃবর্গের সমীপে ভীষ্মাদির পরাক্রমের কথা ব্যক্ত করিলেন। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "বাসুদেবসহ মিলিত হইলে আমি একরথে আরোহণ-পূর্ব্বক ক্ষণমধ্যে ত্রিসংসার বিনষ্ট করিতে পারি, কিরাতযুদ্ধে ভগবান শূলপাণি হইতে আমি এমনই অস্ত্র লাভ করিয়াছি। কর্ণত দূরের কথা, ভীষ্মদ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপাদিও সে অস্ত্র অবগত নহেন। কিন্তু তাদৃশ ভীষণ অস্ত্রপ্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে, তাই ঋজু-যুদ্ধেই শত্রুকুল নির্ম্মূল করিব। আমাদের পক্ষীয় প্রত্যেক সেনানায়ক অমরসেনা বিজয়ে সমর্থ। সুতরাং আপনি চিন্তিত হইবেন না।" অতঃপর উভয়পক্ষ সমরের জন্য সম্মুখীন হইয়া সৈন্য সমাবেশ করিলেন। উভয়পক্ষের রণভেরীতে ও বীরগণের শঙ্খনিনাদে রণস্থল শব্দময় হইয়া উঠিল। "সমযোদ্ধায় ব্যতীত সমর হইবে না, পরাঙ্মুখ, অস্ত্রহীন, যুদ্ধেবিরত, শরণাগত, অসন্দিগ্ধ বা দুর্ব্বলের প্রতি অস্ত্রাঘাত করা হইবে না", এইরূপ নিয়ম স্থাপন-পূর্ব্বক উভয়পক্ষ যুদ্ধে রত হইলেন।

ভীষ্ম পর্ব্ব।

যুদ্ধারম্ভে মহাবীর অর্জ্জুন আত্মীয় স্বজনবর্গকে সমরে সমাগত দর্শন করিয়া—তাঁহাদের মৃত্যু নিশ্চয় ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন এবং এইরূপ পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে ইচ্ছুক হইয়া ধনুঃশর ত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে বাসুদেব গীতা শ্রবণ করাইয়া অর্জ্জুনের বৃথা মোহ দূরীভূত এবং "যুদ্ধই যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম" এ কথা বুঝাইয়া সব্যসাচীকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিলেন। যুধিষ্ঠির সর্ব্বাগ্রে পদব্রজে রণক্ষেত্রমধ্যে গমন করিয়া ক্রমে পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণ, কৃপাচার্য্য ও মাতুল শল্যের পদ বন্দনাপূর্ব্বক তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণকরিলেন। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যুযুৎসু এই সময়ে কৌরব পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবসহ সম্মিলিত হইল। উভয়পক্ষের রণদুন্দুভি ভীষণ শব্দে বাদিত হইয়া যেন মৃত্যুর আহ্বান ঘোষণা করিতে লাগিল।

প্রথম দিনে কৌরবগণ ভীষ্মসহ যুদ্ধে অগ্রসর হইলে পাণ্ডবগণ ভীমসেনকে অগ্রে লইয়া যুদ্ধে আগমন করিলেন। উভয় পক্ষে ভীষণ সমর উপস্থিত হইল। বালকবীর অভিমন্যুর অজস্র ও অমোঘ শরাঘাতে পরশুরামবিজয়ী ভীষ্মদেবকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল, এদিকে শল্যহস্তে বিরাট-তনয় উত্তর নিহত হইলেন। ক্রুদ্ধ ভীষ্মদেবের শরপাতে ও ভীম আক্রমণে

পাণ্ডবসৈন্যের ব্যূহ ভগ্ন হইয়া গেল। সন্ধ্যাসমাগমে উভয়পক্ষ যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ শিবিরে গমন করিল।

দ্বিতীয় দিবস প্রধান নায়ক ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রৌঞ্চায়ণ ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনসহ সমরে অবতরণ করিলেন। ভীষ্মদেবও ব্যূহ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ভীষ্মার্জ্জুনে ভয়াবহ সমর আরম্ভ হইল। এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষণবেগে দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলে তাঁহাদের মধ্যেও ভয়াবহ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ বীরদ্বয়ের দেহ হইতে রক্তের নদী বহিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেনের যুদ্ধে কলিঙ্গজ শক্রদেব, ভানুমান, শ্রুতায়ু, সত্য, সত্যদেব ও কেতুমান নিহত হইল। অভিমন্যুর সহিত সমরে দুর্য্যোধন-তনয় লক্ষণ কাতর হইলে, কৌরববীরগণ অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন, এদিকে অর্জ্জুনও পুত্রের সাহায্যার্থে আগমন করিলেন। অর্জ্জুনের শরাঘাতে কৌরবসৈন্য পলায়মান হইল, ভীষ্মদেব দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, "অর্জ্জুন ও বাসুদেব একত্র হইলে যাহা হইবার—তাহাই হইতেছে—ধনঞ্জয় আজ সাক্ষাৎ—সংহারককাল, তাঁহাকে জয় করা অসাধ্য। সুতরাং সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া কাজ নাই।" এই বলিয়া তাঁহারা নিজ নিজ সৈন্যদিগকে ফিরাইলেন, দিবাশেষে সকল শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

তৃতীয় দিন প্রভাতে অর্জ্জুনের সহিত ভীষ্মদেবের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীষ্মদেব গরুড় ব্যূহ ও ধনঞ্জয় অর্দ্ধচন্দ্রব্যূহরচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সব্যসাচীর শরাঘাতে কৌরবসৈন্য

পলায়িত ও দুর্য্যোধন মূর্চ্ছিত হইলে ভীষ্ম অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। পিতামহের ভীষণ শরাঘাতে অর্জ্জুন ক্ষতদেহ, কাতর ও নিশ্চলবৎ হইলেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ রোষাবিষ্ট হইয়া ত্বরা রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক ভীষণ সুদর্শনচক্র হস্তে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে কৌরবগণ আকুল হইল—কিন্তু ভীষ্মদেব নির্ভীকচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন পার্থ দ্রুতগতি ধাবিত হইয়া বাসুদেবকে পদধারণপূর্ব্বক নিবৃত্ত করিলেন। পার্থের শরাঘাতে কৌরব সৈন্য ভীত হইয়া পলায়ন করিল। অর্জ্জুন জয়হর্ষে প্রফুল্ল-হৃদয়ে শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন; রাত্রির অন্ধকারে সমুদায় মগ্ন হইয়া গেল।

পরদিন পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পার্থ ভীষ্মসহ, শল্য প্রভৃতি পঞ্চবীর অভিমন্যুসহ, যুদ্ধে রত হইলেন। অভিমন্যুর তীক্ষ্ণতর শরাঘাতে. বীর-পঞ্চককে বিকল হইতে হইল। কৌরবগণ একযোগে অভিমন্যু ও পার্থকে আক্রমণ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবসৈন্য আক্রমণ করিয়া দুর্য্যোধন-ভ্রাতা দমন ও সংযামনী পুত্রকে বধ করিলেন। অভিমন্যুর সহিত শল্যের ঘোর যুদ্ধ হইল। দুর্য্যোধন মগধপতিসহ ভীম-বিনাশ-বাসনায় অগ্রসর হইলেন; কিন্তু অভিমন্যুর শরে মগধপতির মস্তক দ্বিখণ্ডিত ও ভূপতিত হইল। দুর্য্যোধনের বাণাঘাতে ভীমসেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তখন অভিমন্যু বজ্রসম বাণ প্রহারে দুর্য্যোধনকে প্রতিহত করিলেন। ভীম পুনরায়

যুদ্ধ আরম্ভ করিলে শল্য সে আক্রমণ সহিতে না পারিয়া পলায়ন করিল; কিন্তু ভগদত্তের শস্ত্রাঘাতে বৃকোদরকে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইতে হইল। ভীমসেনকে বিপন্ন দর্শন করিয়া তৎপুত্র ঘটোৎকচ মায়াযুদ্ধে কৌরবদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কৌরবসৈন্য পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। দিবাবসানে উভয় পক্ষ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পাণ্ডবগণের জয় দর্শনে দুর্য্যোধন বড়ই চিন্তাকুল হইলেন। কেন পাণ্ডবগণ বিজয়ী ও ভীষ্ম-দ্রোণাদি-রক্ষিত কৌরবসৈন্য পরাজিত হয়, এ কথা ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীষ্ম-দেব বলিলেন, কৃষ্ণসহায় অর্জ্জুনকে পরাজয় করা অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ। পাণ্ডবের সহিত সন্ধি না করিলে কৌরবকুলের নিধন নিশ্চিত। এই সকল শুনিয়া দুর্য্যোধন, পার্থ ও শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে প্রশংসা করিয়া নীরবে আপন শিবিরে গমন করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

পঞ্চমদিন উপস্থিত হইলে রাত্রি প্রভাতে কৌরবগণ মকরব্যূহ ও পাণ্ডবগণও বকব্যূহ প্রস্তুত করিয়া রণে অগ্রসর হইলেন। ভীমসেনের সহিত ভীষ্মদেবের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীষ্মের বীরত্বে পাণ্ডবপক্ষ বিচলিত হইলে পার্থ আসিয়া রণে যোগদান করিলেন। সৈন্যরক্তে ভূতল অভিষিক্ত হইল। শিখণ্ডী ভীষ্ম-সমীপে উপনীত হইলে ভীষ্ম রণে বিরত হইলেন। দ্রোণ শিখণ্ডীকে আক্রমণ করিলে সে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। কৃপাচার্য্যকরে সাত্যকীর দশপুত্র এবং অর্জ্জুন হস্তে কৌরব-

পক্ষের পঁচিশ সহস্র মহারথ নিহত হইল। রাত্রি উপস্থিত হইলে যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল।

পরদিন প্রভাতে পুনরায় উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন মকরব্যূহ ও ভীষ্মদেব ক্রৌঞ্চব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বৃকোদর গদাহস্তে পদব্রজে শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ভীমের গদাঘাতে কৌরবসৈন্য ঝটিকাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইল। ভীমের সহিত ভীষণ যুদ্ধে দুর্য্যোধন হতচেতন হইলেন। দিবাবসানে যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল।

ভীমহস্তে পরাজিত হইয়া দুর্য্যোধন অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। এবং ভীষ্মদেবের নিকট দুঃখ জ্ঞাপনকরিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবনে ভীষ্মদেব "পরদিন ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন" কহিলেন। দুর্য্যোধনও একটু আশ্বস্ত হইলেন।

পরদিবস প্রাতে সপ্তম দিবসের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীষ্মদেব মণ্ডলব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া এবং পাণ্ডবগণ বজ্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া যুদ্ধে রত হইলেন। দ্রোণাচার্য্যের শরাঘাতে দ্রুপদপুত্র শঙ্খ নিহত হইল, বিরাটরাজ পলায়ন করিলেন। শিখণ্ডী অশ্বত্থামার হস্তে, ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তে দুর্য্যোধন, নকুল-সহদেবের হস্তে শল্য, যুধিষ্ঠির-করে শ্রুতায়ু এবং ভীষ্ম হস্তে যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলেন। দিবাবসানে উভয়পক্ষ শিবিরে ফিরিয়া যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

অষ্টমদিবসের যুদ্ধে ভীম হস্তে সুনাভ, পণ্ডিত, আদিত্যকেতু, মহোদর, বহ্বাশী, অপরাজিত, কণ্ডবীর ও বিশালাক্ষ নামে

দুর্য্যোধনের অষ্টভ্রাতা নিহত হইল। অর্জ্জুননন্দন ইরাবানের হস্তে শকুনিভ্রাতা গবাক্ষ, ঋষভ, গল, শুক, চর্ম্মবান ও আর্জ্জব নামে ছয় ভ্রাতা মৃত্যুগ্রস্ত হইল; আর্য্যশৃঙ্গের খড়্গাঘাতে ইরাবান্‌কেও প্রাণ ত্যাগকরিতে হইল। অবশেষে ঘটোৎকচের আক্রমণে কৌরবসৈন্য পরাজিত হইল। কৌরবসৈন্য ভীষ্মের উৎসাহে পুনরায় যুদ্ধে আগমন করিলে, ভীমহস্তে অন্ধরাজের অনাধৃষ্ট, কুণ্ডভেদী, সুবাহু, বিরাট, কনকধ্বজ, দীর্ঘবাহু, বিশালাক্ষ নামে সাতপুত্র নিহত হইল। অষ্টমদিবসের যুদ্ধ শেষ হইল।

অষ্টম দিবসের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দুর্য্যোধন অতিশয় চিন্তিত হইলেন। শিবিরে প্রতিগমন করিয়া কর্ণ, দুঃশাসন, ও শকুনীর সহিত যুক্তি করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে পাণ্ডব-দিগকে পরাজিত করিতে পারিবেন। দাম্ভিক কর্ণ কহিল, "ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগকরিলেই আমি পাণ্ডবদিগকে নিহত করিব। এই কথা শ্রবণ করিয়া, দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎ ভীষ্মের শিবিরে গমন করিলেন এবং পিতামহকে কহিলেন, "হয় পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করুন, নতুবা কর্ণকে সেনাপতিত্ব প্রদান করুন।"

দুর্য্যোধনের এইরূপ বাক্যে দুঃখিত হইয়া ভীষ্মদেব ক্ষণকাল নয়ন মুদ্রিত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীর-প্রশান্তভাবে কহিলেন, "কল্য তোমার জন্য এমত ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইব—যে মহাযুদ্ধের কথা যাবচ্চন্দ্রদিবাকর কীর্ত্তিত হইবে। কল্য হয় পাঞ্চাল ও সোমকগণকে আমি

নিধন করিব, নতুবা তাহাদের অস্ত্রে আমি নিহত হইব। কিন্তু শিখণ্ডীর দেহে আমি কদাপি শরক্ষেপ কিংবা তাহাকে দর্শন করিলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিব না। ভীষ্মবাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া দুর্য্যোধন সানন্দে শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ ও যুধিষ্ঠির মহাব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষ শঙ্খধ্বনি-পূর্ব্বক সমরে লিপ্ত হইলেন। ষোড়শ বর্ষীয় বীরবালক অভিমন্যুর ভীষণ আক্রমণে কৌরবসৈন্য পুনঃ পুনঃ পলায়ন করিতে লাগিল; জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি মহারথ সকল একে একে, কখন বা একসঙ্গে পরাজিত হইলেন। বালকবীরের অসীম পরাক্রম দর্শনে কৌরবগণ মনে করিল, যেন দ্বিতীয় অর্জ্জুন যুদ্ধার্থ সমরক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন!

দুর্য্যোধন কুরুগণের দুর্দ্দশা দর্শনকরিয়া রাক্ষস অলম্বুসকে অভিমন্যুর নিধনার্থ আদেশ করিলেন। রাক্ষস নানাবিধ মায়া বিস্তার করিয়াও অভিমন্যুকে মুগ্ধ করিতে পারিল না; পরন্তু বালকের অস্ত্রাঘাতে বিকল হইয়া পলায়ন করিল। তখন ভীষ্মদেব স্বয়ং অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হইলেন। অর্জ্জুনও পুত্রের সাহায্যার্থ সমাগত হইলেন। ভীষ্মার্জ্জুনে ভীষণ সমর উপস্থিত হইল; দুর্য্যোধন-সত্যে আবদ্ধ ভীষ্মদেব অদ্য এমত ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, পাণ্ডবপক্ষীয় সহস্র সহস্র সৈন্য নিমেষে ধরাশায়ী হইতে লাগিল, অর্জ্জুনও বিকলচিত্ত

হইলেন, ভীষ্মাস্ত্রে রণক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন ও বীরবর অর্জ্জুন একান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। অর্জ্জুনকে বিহ্বল দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মবধার্থ চক্রহস্তে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। অমনি অর্জ্জুন বাহু বিস্তারকরিয়া তাঁহাকে ধৃত করিলেন এবং বল্লিলেন, "বাসুদেব! তুমি না ভীষ্মবধের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছ?" অর্জ্জুনবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় সব্যসাচীর রথে আরোহণ করিলেন। পুনরায় ভীষ্মার্জ্জুনে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন শত চেষ্টায়ও ভীষ্মকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইলেন না; সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া তিনি ভীষ্মহস্তে পরাভূত হইলেন। নবম দিনের সমরলীলা নিবৃত্ত হইল। অসঙ্খ্য সৈন্য বিনাশে পাণ্ডবগণের মুখ মলিন হইয়া গেল।

যুদ্ধে পরাজিত পাণ্ডবগণ সুযুক্তি লাভার্থ কৃষ্ণসহ ভীষ্ম-সমীপে গমন করিলেন; ভীষ্মবধের উপায় কি তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ পিতামহ ধর্ম্মরাজের প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন, "অর্জ্জুন যেন শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া আমায় বধ করে।" পাণ্ডবগণ ভীষ্মদেবের যুক্তি শ্রবণকরিয়া শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতে পুনরায় সমর-বাদ্য বাজিয়া উঠিল; উভয় পক্ষ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। ভীমসেনের ভীষণ শরাঘাতে কৌরব সৈন্য পরাজিত হইতে লাগিল। সাত্যকী, সহদেব ও নকুলের আক্রমণে কৌরব সৈন্যগণ-পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিতে লাগিল। তখন ভীষ্মদেব পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। ভীষ্মদেব আজ সাক্ষাৎ শমন। তাঁহার আগমন পথ মৃতদেহে

আচ্ছন্ন হইল; তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণের মুখ বিরস ও কৌরবগণের মুখ সরস হইয়া উঠিল। ভীষ্মদেবের ভীষণ শরাঘাতে দশসহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব ও লক্ষ পদাতিক সমর-ক্ষেত্রে শয়ন করিল। এমত সময়ে ভীষ্ম দেখিলেন সম্মুখে শিখণ্ডী; তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য রণে পরাঙ্মুখ হইলেন না, অথচ শিখণ্ডীর দেহে অস্ত্রাঘাতও করিলেন না। শিখণ্ডী সুযোগ বুঝিয়া অসংখ্য শরে ভীষ্ম-দেহ বিদ্ধ করিতে লাগিল; ভীষ্মদেব তাহাতে বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ভীষ্ম দেবের অস্ত্র-প্রহারে অর্জ্জুন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিছুতেই যেন স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখন পিতামহের যুক্তি মনে পড়িল। অমনি শিখণ্ডী-সহ মিলিত হইয়া পিতামহকে তীক্ষ্ণতর শরে সবলে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন অস্ত্রে বীরসিংহ সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে ধরাশায়ী হইলেন। শরজালে আবৃত দেহ মৃত্তিকা স্পর্শকরিল না, ভীষ্মদেব শর-শয্যায় শয়ান রহিলেন। ভীষ্মের পতনে পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষে হাহাকার উত্থিত হইল। পিতার বরে ভীষ্মদেব ইচ্ছা-মৃত্যু ছিলেন। এখন দক্ষিণায়ন; দক্ষিণায়নে মৃত্যু শুভকর নহে, তাই তিনি উত্তরায়ণের অপেক্ষা করিয়া জীবিত রহিলেন।

ভীষ্ম পতনে দশম দিনের ভয়াবহ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল, উভয় পক্ষীয় রাজগণ বিষণ্নমুখে ভীষ্ম-সমীপে গমন করিলেন। তিনি কৌরব ও পাণ্ডবদিগকে সমবেত দর্শনে অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। ক্ষণপরে অবলম্বন-হীন বলিয়া বিলম্বিত মস্তকে বড় ক্লেশ

হইতেছে, তাই তিনি উপাধানের জন্য প্রার্থনা করিলে, রাজগণ ত্বরায় দিব্য উপাধান আনয়ন করিলেন। ভীষ্মদেব তাহা গ্রহণ না করিয়া অর্জ্জুনকে শর-শয্যার উপযোগী উপাধান প্রদান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। সব্যসাচীও পিতামহের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তিনটী বাণ-প্রয়োগে পিতামহের শিরে বাণের উপাধান প্রদান করিলেন, ভীষ্মদেব প্রফুল্ল-মুখে অর্জ্জুনকে অশেষ প্রশংসা করিলেন। তখন সমাগত রাজন্যবর্গকে "উত্তরায়ণে প্রাণ ত্যাগকরিব" এই বলিয়া শরশয্যা স্থানে পরিখা খনন করিতে এবং পাপ রণ পরিত্যাগকরিতে উপদেশ দিলেন।

পরদিন উভয় পক্ষীয়গণ পুনরায় ভীষ্ম-সমীপে উপস্থিত হইলেন। কন্যাগণ পুষ্পমালায় ভীষ্মদেহ সজ্জিত করিয়া দিল। অনন্তর ভীষ্মদেব জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, রাজগণ বিবিধ খাদ্য ও সুশীতল জল আনয়ন করিলেন। ভীষ্মদেব নরলোক হইতে বিদায় গ্রহণকরিয়াছেন বলিয়া নরভোগ্য খাদ্য গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অনন্তর অর্জ্জুনের অভিমুখে চাহিয়া তাঁহাকে জল প্রদানকরিতে কহিলেন। পিতামহের অভিপ্রায় বুঝিয়া অর্জ্জুনও প্রচণ্ড শরাঘাতে ধরা বিদারণ-পূর্ব্বক সলিলের উৎস উৎপাদন করিলেন। নির্ম্মল সলিলরাশি উৎসারিত হইয়া বীরবরের তৃষ্ণার শান্তি করিল। অনন্তর তিনি অর্জ্জুনের অশেষ প্রশংসা ও দুর্য্যোধনের নিন্দা করিয়া কহিলেন, "দুর্য্যো· আমার হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করিল; ইহার ফলে ভীমের গদাঘাতে তাহাকে শমন-সদনে গমনক

মহাবীর নীল নিহত হইল। সংশপ্তক জয়ী সব্যসাচীর শরবর্ষণে অস্থির হইয়া কৌরবসৈন্য পলায়ন করিল।

যুধিষ্ঠির ধৃত হইলেন না দেখিয়া দুর্য্যোধন আচার্য্য দ্রোণকে যোড়হস্তে নানা বিনয় বচন কহিলেন। দ্রোণাচার্য্য লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "ধনঞ্জয়-রক্ষিত যুধিষ্ঠিরকে ধৃতকরা দেবগণেরও অসাধ্য। তবে কল্য এমন এক ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া যুদ্ধ করিব, যে ব্যূহদ্বারা পাণ্ডবপক্ষের কোন এক মহা যোদ্ধাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব। অর্জ্জুনের গুণে যুধিষ্ঠির রক্ষা পাইতেছে সুতরাং অর্জ্জুনকে তোমরা দূরে লইয়া যাইবার উপায় কর।" আচার্য্যের বাক্য শ্রবণে সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনকে সমরে আহ্বান করিয়া দক্ষিণ দিকে লইয়া গেল। এদিকে আচার্য্য দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া প্রসিদ্ধ যোদ্ধৃগণের সহিত পাণ্ডবপক্ষ বিমর্দ্দিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেলাগিলেন।

কুরুক্ষেত্র সমরের ত্রয়োদশ দিন। কৌরব পাণ্ডবে ভীষণ সমর আরম্ভ হইল; দ্রোণশরে পলকে প্রলয় উপস্থিত হইল। দ্রোণাচার্য্যের প্রচণ্ড আক্রমণে পাণ্ডবগণ পদমাত্রও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না দেখিয়া যুধিষ্ঠির অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং অভিমন্যুকে আহ্বান-পূর্ব্বক চক্রব্যূহ ভেদ করিতে অনুমতি করিলেন। ধর্ম্মরাজ অভিমন্যুকে বলিলেন, "তুমি, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন এবং প্রদ্যুম্ন ব্যতীত এ ব্যূহ ভেদ করিতে অপর কেহ সমর্থ নহে। অদ্য এ ব্যূহ ভেদ করিতে না পারিলে পার্থ ফিরিয়া আসিয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে নিন্দা করিবেন।"

অভিমন্যু কহিলেন, "আমি এই বিপদ-সঙ্কুল ব্যূহ ভেদ করিতে পারিব; কিন্তু আজ যেন কোন বিপদের কার্য্যেই আমার মন অগ্রসর হইতেছে না।" যুধিষ্ঠির নানা কথায় অভিমন্যুকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন যে, ব্যূহ ভিন্ন হইলেই ভীমাদি তৎ-পশ্চাৎ ব্যূহে প্রবেশ করিবেন এবং কৌরবকুল বিনষ্ট করিবেন।" জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ ও উৎসাহে ষোড়শবর্ষীয় বীর অভিমন্যু অর্জ্জুনতেজে প্রচণ্ড-বেগে কৌরব-বাহিনীর অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। কৌরবগণ কর্ণকে অগ্রে করিয়া অভিমন্যুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে, অগ্রসর হইল।

বালকবীর অভিমন্যু একাকী অসংখ্য কৌরব বীরের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। বালকের বজ্রপাত-তুল্য শরাঘাতে শত্রুকুল মুহুর্ম্মুহু বিচলিত হইতে লাগিল—হস্ত্যশ্বপদাতি-গঠিত, পর্ব্বত প্রাকারবৎ, ব্যূহপ্রাচীর ভগ্নপ্রায় হইল। এই ভয়াবহ ব্যাপার দর্শন করিয়া দ্রোণ কর্ণাদি বীরগণ অভিমন্যুকে বেষ্টন পূর্ব্বক একসঙ্গে বর্ষাধারাবৎ অজস্র অস্ত্র ক্ষেপণকরিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কি দ্রোণ, কি কর্ণ, কি শল্য, কিবা অশ্বত্থামা-দুর্য্যোধন-ভূরিশ্রবা, কি কৃতবর্ম্মা-বৃহদ্বল শকুনি-সোমদত্ত কেহই বালকের বাহুবলে স্থির রহিতে পারিলেন না। একে একে সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ব্যূহগর্ব্ভে লুক্কায়িত হইলেন। মূর্ত্তিমান বহ্নির ন্যায় অর্জ্জুনতনয় কৌরব সৈন্যদিগকে তৃণবৎ দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

শল্য অভিমন্যুশরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন-পূর্ব্বক পলায়ন করিলে

তদনুজ রণে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু নিমেষে সারথিসহ তাঁহার শির ছিন্নহইয়া গেল। হুঙ্কার ত্যাগ-পূর্ব্বক দুঃশাসন অগ্রসর হইলেন—অভিমন্যুর অস্ত্রাঘাতে পাপিষ্ঠ অবিলম্বে মূর্চ্ছিত হইয়া রথে পতিত হইলে, সারথি তাঁহাকে লইয়া পলাইল। অতঃপর অভিমন্যু দ্রোণাভিমুখে রথ চালনাকরিলেন; কিন্তু কর্ণের সহিতই বালকের অগ্রে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। চক্ষের পলকে অভিমন্যুর বজ্রময় শরাঘাতে কর্ণের ধ্বজাশ্বসারথি-ধনুক ও কর্ণভ্রাতার মুণ্ড মৃত্তিকা চুম্বনকরিল। নিরুপায় ও শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া অর্জ্জুন-স্পর্দ্ধাকারী মহাবীর কর্ণ পলায়ন করিলেন। একমাত্র জয়দ্রথ অচলবৎ রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বালক অভিমন্যু একাকী কৌরবকুল বিমর্দ্দিত করিতেছে দেখিয়া পাণ্ডবগণ তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু শিব-বরে অজেয় জয়দ্রথের হস্তে পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন।

এদিকে অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু কৌরববীরদিগকে পরাজিত করিয়া ব্যূহপথ উন্মুক্ত ও তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; পাণ্ডবগণ জয়দ্রথ-প্রভাবে বালকের অনুসরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অভিমন্যু কৌরবসৈন্যসাগরে—ভীষণ ব্যূহগর্ভে অদৃশ্য হইলেন; আত্মপক্ষীয় কাহাকেও আর নেত্রগোচর করিতে পারিলেন না। বালক বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া কুম্ভকার-চক্রবৎ কৌরবগণের দৃষ্টিভ্রম জন্মাইয়া চতুর্দ্দিকে কৌরব সৈন্যকে আক্রমণ ও ধরাশায়ী করিতে লাগিলেন। ঘোরতর রণে অভিমন্যু একে

একে শল্য-পুত্র রুক্মরথ ও একশত রাজপুত্রকে নিহত করিল। দুর্য্যোধন পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। পিতার পরাজয় দর্শনে লক্ষ্মণ অভিমন্যুসহ রণে অগ্রসর হইয়াই প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। পুত্রশোকাতর দুর্য্যোধন ব্যাকুলচিত্তে সকলকে আহ্বান করিয়া অভিমন্যু-বধে আদেশ করিলেন। রাজাদেশে দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ ও হার্দ্দিক্য এই ছয় বীর যুগপৎ আর্জ্জুনিকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কালান্তকোপম কুমার অভিমন্যুর অস্ত্রবেগ সহিতে না পারিয়া নিমেষে পলায়ন করিলেন। অভিমন্যু তখন জয়দ্রথের দিকে ধাবিত হইলে ক্রাথ-পুত্র তাঁহার পথাবরোধ করিল; কিন্তু অবিলম্বে অভিমন্যু তাহাকে নিহত করিল।

ইতিমধ্যে পলায়িত ছয়বীর পুনরায় অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন। অভিমন্যু বৃহদ্বলকে নিহত করিয়া ভীষণ শরাঘাতে ছয় বীরকে পরাজিত করিলেন—দশ সহস্র রাজা বালকের প্রচণ্ড পরাক্রম সহিতে না পারিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্ব্বক পলায়ন করিল। ক্ষণপরে আবার কর্ণের সহিত অভিমন্যুর সমর আরম্ভ হইলে, তাঁহার ছয় মন্ত্রী অভিমন্যু-হস্তে নিহত হইল। অভিমন্যু ক্রমে মগধ-পুত্র, অশ্বকেতু, মার্ত্তিকাবতিক, ভোজ, সুবর্চ্চাদি পঞ্চবীরকে নিহত এবং মহাবীর শল্যকে পরাভূত করিলেন। বালক-বিক্রমে রণস্থল মৃতদেহে অগম্য, রুধির স্রোতে কর্দ্দমিত হইয়া উঠিল, সৈন্যগণ ভয়ে ভীত ও বিচলিত হইল। এতদ্দর্শনে কর্ণ, দ্রোণাচার্য্যকে অভিমন্যু-বধের উপায় নির্ণয়ের

জন্য পরামর্শ করিতে কহিলেন। তখন আচার্য্য কহিলেন, আমি অর্জ্জুনকে যে অভেদ্য কবচ শিক্ষা দিয়াছিলাম; বালক পিতার নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করিয়া অজেয় হইয়াছে। উহাকে নিহত করিতে হইলে সারথি ও রথবাহক অশ্ব নিধন করা আবশ্যক।" এতচ্ছ্রবণে কর্ণ অভিমন্যুর ধনু, ভোজ অশ্ব, কৃপাচার্য্য সারথির মুণ্ড ছেদন করিলেন। বালক রথ-শূন্য হইয়াও বীরদর্পে কৌরবকুল বিদ্রাবন-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। ছয়বীরের এক জনও বালকের সহিত একাকী রণে সাহসী হইলেন না। তখন ন্যায়ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া সকলে এক সঙ্গে বালকের প্রতি অসংখ্য শস্ত্র বর্ষণকরিতে লাগিলেন। বালকের দেহে রক্তের নদী বহিতে লাগিল। তীর-ধনুহীন বীরবালক অসি-চর্ম্ম লইয়া যুদ্ধে নিরত হইলে দ্রোণ তাঁহার খড়্গমুষ্টি ও কর্ণ চর্ম্ম কাটিয়া ফেলিলেন। অস্ত্রহীন বালক রথ-চক্র লইয়া চক্রধরের ন্যায় দ্রোণাভিমুখে ধাবিত হইল। তখন বীরগণ বিপদ গণিয়া এক সঙ্গে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রহারপূর্ব্বক অভিমন্যুর চক্র ছিন্নকরিয়া ফেলিলেন। বীর বালক ভীষণ গদা হস্তে অশ্বত্থামার দিকে ধাবিত হইলে—গুরুপুত্র প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন—গদাঘাতে রথাশ্বসহ তাঁহার সারথি বিচূর্ণ হইল। অপর গদাঘাতে সুবল পুত্র কালিকেয় ও তাহার সহায় সাতাত্তর জন গান্ধারও নিহত হইল। এমত সময়ে দুঃশাসন-পুত্র গদা লইয়া, রণশ্রমে ও অসংখ্য অস্ত্রাঘাতে বিকল-দেহ অভিমন্যুর সহিত সমরে অগ্রসর হইল। ক্ষণকাল

যুদ্ধের পরেই বালকদ্বয় পরস্পরের গদাঘাতে মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইল। দুঃশাসন-তনয় জ্ঞান লাভকরিয়া অগ্রেই উঠিল এবং অভিমন্যু যেমন গাত্রোত্থানের উপক্রম করিলেন অমনি তাহার মস্তকে গদাদ্বারা ভীষণ প্রহার করিল। রণে, অস্ত্রাঘাতে ও পিপাসায় ক্লান্তদেহ অভিমন্যু অচেতন হইয়া পুনরায় ভূতলে শয়ন করিলেন—আর উঠিলেন না। এই হৃদয়-বিদারক পাপানুষ্ঠান করিয়াও কৌরবকুলের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহাদের জয়নাদে পাণ্ডবগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল; পাণ্ডবগণ বালকের মৃত্যু নিশ্চয় বুঝিয়া অশ্রু পাতপূর্ব্বক আকুলপ্রাণে ক্রন্দন করিতে লাগিল। শোকে সূর্য্যদেব যেন তৎক্ষণাৎ অস্তগত হইলেন; পৃথিবী এ পাপদৃশ্য দেখিতে না পারিয়া অন্ধকারের আবরণে মুখ ঢাকিয়া লইল।

অভিমন্যুর শোকে পাণ্ডবগণের হৃদয়ে বিষম শেল বিদ্ধ হইল, সকলে ভূপতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে না জানি কি করেন এই ভাবনায় ধর্ম্মরাজ আকুল হইলেন। সন্ধ্যা সমুত্তীর্ণ হইলে ধনঞ্জয় সংশপ্তকদিগকে নিহত করিয়া শিবিরে ফিরিতে লাগিলেন। পথে নানা অমঙ্গল চিহ্ন দর্শন করিয়া দুশ্চিন্তায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। দুশ্চিন্তা সত্যে পরিণত হইল, তিনি শিবিরে ফিরিয়া জানিলেন, অভিমন্যু দারুণ চক্রব্যূহে ইহলীলা শেষ করিয়াছে। বালক, দ্রোণগঠিত চক্রব্যূহ ভেদ করিতে যাইয়া ছয়রথীর অন্যায় সমরে জীবন বিসর্জ্জনদিয়াছে, জয়দ্রথের জন্য পাণ্ডবগণের কোন

বীরই ব্যূহে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। শুনিয়া অর্জ্জুন ধরাশায়ী হইলেন; মূর্চ্ছা চেতনা হরণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য তাঁহাকে শান্তি দিল। কিন্তু অনতিবিলম্বে জ্ঞানলাভ করিয়া পার্থ গাত্রোত্থান করিলেন, ক্ষণকাল নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন। তারপর গম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন, কল্য "সূর্য্যাস্তের মধ্যে নিশ্চয়ই আমি দুষ্ট জয়দ্রথকে বিনষ্ট করিব—যদি এ প্রতিজ্ঞা রাখিতে না পারি, তবে অগ্নিতে আত্ম-বিসর্জ্জন দিব।" অর্জ্জুনের নিদারুণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বাসুদেব অমিতবলে পাঞ্চজন্য নিনাদিত করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুনও সবলে গাণ্ডীব দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ঘোর রোলে অসংখ্য বাদ্য বাজিয়া উঠিল। তদুভয়ের বজ্রনাদে চারিদিক কম্পিত ও বাদ্য কোলাহলে শিবির ধ্বনিত হইল; বীরবৃন্দের সিংহনাদে কৌরবগণের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অবিলম্বে কৌরব-চর শিবিরে যাইয়া এই সংবাদ প্রদান করিলে ভয়ে জয়দ্রথের প্রাণ উড়িয়া গেল—মুখ শুষ্ক হইল। জয়দ্রথ পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষার্থ দুর্য্যোধনাদির নিকট প্রার্থনা জানাইলে, তাঁহারা অর্জ্জুনের আক্রমণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। জয়দ্রথও তাঁহাদের উৎসাহ বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া অর্জ্জুনসহ যুদ্ধে প্রস্তুত হইল।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ কৌরব শিবিরের পরামর্শ জানিয়া চিন্তিত হইলেন, হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভাল হয় নাই বলিয়া অর্জ্জুনকে অনুযোগ দিলেন। অনন্তর স্বয়ং সুভদ্রার কক্ষে গমন করিয়া

ভগিনীকে অভিমন্যুর নিধন সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুত্রপ্রাণা জননী, বধূ উত্তরা এবং মাতা দ্রৌপদী হাহাকারে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শোককাতর নারায়ণ আপনি অশ্রু মার্জ্জনকরিতে করিতে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া শিবিরে গমন করিলেন এবং দারুককে রথসজ্জা করিয়া রাখিবার আদেশ দিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

পরদিবস কৌরবগণ শকট ব্যূহ গঠিত করিয়া জয়দ্রথ রক্ষার্থ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। সাত্যকির উপর যুধিষ্ঠিরের রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া পার্থ কালান্তক মূর্ত্তিতে কৌরবগণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পার্থ সর্ব্বাগ্রে দুর্য্যোধন ভ্রাতা দুর্ম্মর্ষণের বিপুল মাতঙ্গ সেনা আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিলেন; সৈন্যগণ অর্জ্জুনের বাণাঘাতে ভয়ভীত হইয়া বায়ু-বাহিত ধূলিরাশির ন্যায় পলায়ন করিল, দুঃশাসনও অর্জ্জুনের শরাঘাত সহিতে না পারিয়া শকট-ব্যূহে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষাকরিল। অতঃপর অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা পালনার্থ জয়দ্রথের অন্বেষণে ব্যূহ-দ্বারে গমন করিলেন দেখিলেন গুরু দ্রোণাচার্য্য ব্যূহ দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অর্জ্জুন সহ গুরুদ্রোণাচার্য্যের ভয়াবহ সমর সংঘটিত হইল; কিন্তু কেহই জিত বা জয়ী হইলেন না। তখন পার্থ জয়দ্রথের সন্ধানার্থ দ্রোণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৌরবগণ পার্থকে আক্রমণ করিল। অর্জ্জুন কৃতবর্ম্মাকে মূর্চ্ছিত ও শ্রুতায়ুকে নিহত করিয়া অগ্রসর হইলেন। কাম্বোজ-পতি সুদক্ষিণ পার্থকে আক্রমণ করিয়া রণশায়ী হইলেন,

অচ্যুতায়ু ও শ্রুতায়ু নামে দুই বীর এবং তাহাদের তনয় নিয়তায়ু ও দীর্ঘায়ুও অর্জ্জুন-বাণে জীবন ত্যাগকরিলেন। বাহ্লিক, পারদ ও ম্লেচ্ছবীরগণ এবং অম্বোষ্ঠাধিপতি শ্রুতায়ুও পার্থশরে অবিলম্বে প্রাণ ত্যাগকরিলেন। কৌরবগণ এই মৃত্যুকাণ্ড দর্শনে হাহাকার করিতে লাগিল। অর্জ্জুন, বীর-গর্ব্বে কৌরব সেনার ধ্বংস সাধন করিতে করিতে জয়দ্রথাভিমুখে ধাবিত হইলেন; দুর্য্যোধন, কর্ণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি অষ্ট-মহারথীও জয়দ্রথ-সহ অর্জ্জুনের ভীষণ যুদ্ধ হইল, পার্থ একাকী নয় বীরকে অস্ত্রঘাতে ব্যতিব্যস্ত করিলেন।

বহুক্ষণ যুদ্ধের পর পাঞ্চজন্য শঙ্খের গভীরনাদ শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির, বীরবর সাত্যকিকে অর্জ্জুনের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে পরাজয় ও জলসন্ধকে নিধন-পূর্ব্বক বেগে ধাবমান হইলে দুর্য্যোধনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দুর্য্যোধন পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন, দ্রোণ অগ্রসর হইয়া সাত্যকিকে আক্রমণ করিলেন। দ্রোণাচার্য্যের বাণাঘাতে ব্যথিত হইয়া সাত্যকি আচার্য্যের সারথিকে নিহত ও অশ্বদিগকে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বগণ চালক-বিহনে রথসহ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল—বিপাকে পড়িয়া দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধ ত্যাগকরিলেন।

দ্রোণ সাত্যকি-সহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ক্রোধভরে পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে আক্রমণ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণের আক্রমণে নিহত হইল। এদিকে সাত্যকি-সহ রণে দুঃশাসন পলায়ন করিল; কিন্তু দ্রোণহস্তে পাণ্ডব পক্ষীয় বহুবীর নিহত হইল।

ভীমসেন দুর্য্যোধনের একাদশজন ভ্রাতাকে নিহত করিয়া অর্জ্জুন-সমীপে ধাবিত হইলেন; কিন্তু দ্রোণাচার্য্যের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রথসহ আচার্য্যকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর ভীম ভীষণ হুঙ্কার করিয়া অর্জ্জুনসহ মিলিত হইলে গাণ্ডীব-গর্জ্জনে ও পাঞ্চজন্যনাদে রণস্থল কম্পিত হইল। ভীমসেনকে সম্মুখে দর্শনকরিয়া মহাবীর কর্ণ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়নকরিলেন। যুদ্ধে দুর্য্যোধনানুজ দুর্ম্মুখ প্রাণ ত্যাগকরিল। অতঃপর ভীম দুর্য্যোধনের অপর দ্বাদশ ভ্রাতার প্রাণ বধকরিলেন। অলম্বুস ও ভুরিশ্রবা নিহত হইল।

সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে পশ্চিমাকাশে অবতরণ করিতে লাগিলেন। ইহা দর্শন করিয়া সব্যসাচী বাসুদেবকে আপন প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন অর্জ্জুন-রথ দ্রুতগতি জয়দ্রথের দিকে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে কর্ণ, কৃপ, বৃষসেন, শল্য, দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা জয়দ্রথকে বেষ্টন করিয়া অর্জ্জুনসহ যুদ্ধ আরম্ভকরিলেন। কিন্তু কেহই পার্থশরে স্থির থাকিতে পারিলেন না—রথিবৃন্দ পলায়ন করিলেন। তখন অর্জ্জুন জয়দ্রথকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সারথি ও অশ্ব সংহার করিলেন। এদিকে সূর্য্য লোহিতবর্ণ ধারণ করিল দেখিয়া বাসুদেব যোগমায়া অবলম্বনে অন্ধকার সৃষ্টি করিলেন। তদ্দর্শনে "অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইলেন" মনে করিয়া নির্ভয় জয়দ্রথ সূর্য্যাভিমুখে দৃষ্টি পাতকরিতে লাগিলেন। এমত সময়ে অর্জ্জুন তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে জয়দ্রথের মস্তক ছিন্ন ও প্রচণ্ড

বাণাঘাতে তাড়িত করিয়া উহা সমন্তপঞ্চক তীর্থে তপোমগ্ন তদীয় পিতা সিন্ধুরাজের ক্রোড়ে পাতিত করিলেন। বৃদ্ধ সহসা এই ব্যাপারে বিচলিত হইয়া যেমন দ্রুত গাত্রোত্থান করিলেন, অমনি জয়দ্রথের মুণ্ড মৃত্তিকায় পতিত হইল এবং তদীয় পিতার মুণ্ডও চূর্ণ হইয়া গেল। যুদ্ধে জয়লাভ ও প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া অর্জ্জুন সাত্যকিসহ শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন

দুর্ব্বুদ্ধি-দুষ্ট দুর্য্যোধনের আদেশে নিশাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীমহস্তে দুর্য্যোধনের নাগদত্ত প্রভৃতি নয় ভ্রাতা এবং কর্ণহস্তে ঘটোৎকচ নিহত হইল। পরদিবস প্রাতে দ্রোণাস্ত্রে দ্রুপদ ও বিরাট নিহত এবং পাণ্ডবগণ পরাজিত হইলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিমত মহাবীর ভীমসেন অবন্তীরাজ ইন্দ্রসেনের অশ্বত্থামা-নামক হস্তীকে গদাঘাতে নিহত করিয়া দ্রোণাচার্য্যসমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে।" শুনিয়া আচার্য্যের প্রাণ চমকিত হইল, তিনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও কৃষ্ণ-বাক্যানুসারে স্পষ্টবাক্যে "অশ্বত্থামা হত" এবং মৃদুস্বরে "ইতি গজ" বলিয়া আচার্য্যকে প্রতারিত করিলেন। যুধিষ্ঠিরের বাক্য সত্য মনে করিয়া আচার্য্য পুত্রনিধনে চিন্তিতভাবে অধোমুখে রথে উপবিষ্ট এবং যোগাবলম্বনে প্রাণ ত্যাগকরিলেন; কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে জীবিত মনে করিয়া আচার্য্যের মস্তক ছেদন করিলেন।

পিতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের

উপর ভয়ঙ্কর নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। পরাঙ্মুখ ব্যক্তি নারায়ণাস্ত্রে রক্ষা পায়—এজন্য শ্রীকৃষ্ণ সকলকে অস্ত্র ত্যাগ-করিয়া বিমুখ হইতে বলিলেন। সকলে বিমুখ হইলে নারায়ণাস্ত্র ব্যর্থ হইল; কিন্তু দ্রৌণীর নিক্ষিপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রে পাণ্ডবপক্ষের এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিহত হইল। পাঁচদিন শত্রু নাশকরিয়া দ্রোণ রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জনদিলেন। অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুধিষ্ঠির বধে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

কর্ণ পর্ব্ব।

দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে অন্ধরাজ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, রাজান্তঃপুরে হাহাকার পড়িল। অন্ধরাজ সংজ্ঞা লাভ-করিয়া—বহুবিধ বিলাপ করিতে করিতে পুত্রগণের নিন্দা ও পাণ্ডবগণের অশেষ প্রশংসা করিলেন।

অশ্বত্থামার যুক্তিমত দুর্য্যোধন মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিত্বে বৃত করিলেন। মদ্রাধিপতি শল্য তাঁহার সারথি হইলেন। কর্ণ আত্মগর্ব্ব প্রকাশ করিয়া মকরব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সমরে অবতীর্ণ হইলেন; পাণ্ডবগণও অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ গঠন করিয়া প্রতিযুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। প্রভাতসূর্য্যের কিরণে উভয় পক্ষীয় গণের রণসজ্জা ও অস্ত্রাদি ঝল মল করিতে লাগিল। উভয় পক্ষে ভীষণ সমর উপস্থিত হইলে অশ্বত্থামা ও ভীমসেন প্রথমে

রণ আরম্ভ করিলেন; কিন্তু পরস্পরের আঘাতে উভয়েই মূর্চ্ছিত হইলেন। অর্জ্জুন সংশপ্তকদিগকে পরাজিত করিয়া অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে ব্যথিত হইয়া রণে ভঙ্গদিলেন। বহুসৈন্য ও সেনাপতি নিধনের পর সন্ধ্যা সমাগমে উভয়পক্ষ শিবিরে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিবস অর্জ্জুনবধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া মহাবীর কর্ণ সমরে অগ্রসর হইলেন। পরশুরাম-প্রদত্ত প্রসিদ্ধ ইন্দ্রধনু হস্তে ও শল্যকে সারথি করিয়া কর্ণ অতিশয় উৎফুল্ল হইলেন। শল্য কর্ণের সারথি হইলেন; কিন্তু কথা রহিল, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে স্বেচ্ছানুসারে বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন, কর্ণ তাহাতে রুষ্ট হইতে পারিবেন না; কর্ণও ইহা স্বীকার করিলেন। মহাবীর কর্ণ রণক্ষেত্রে গমন করিয়াই প্রচার করিলেন, "যে কৃষ্ণার্জ্জুনের সংবাদ বলিয়া দিবে—তাহার যে কোন প্রার্থনা পূর্ণ করিব—এবং কৃষ্ণার্জ্জুনকে নিহত করিয়া তাঁহাদের সমুদায় অর্থ সংবাদ-দাতাকে দিব।"

কর্ণের আত্মপ্রশংসা শ্রবণে শল্য অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন,—তিনি তখন বলিতে লাগিলেন, "কর্ণ! বিনা দানেই তুমি অর্জ্জুনের সন্ধান পাইবে। তুমি বালক অপেক্ষাও বালক, নতুবা কৃষ্ণার্জ্জুনকে বধ করিতে চাহিবে কেন? তোমার কি এমত বন্ধু কেহ নাই, যিনি তোমাকে এই বিপদে পদার্পণ হইতে নিবারিত করে? তোমার যখন কার্য্যাকার্য্যজ্ঞানই নাই, তখন তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।" শল্যবাক্যে কর্ণ ক্রোধান্ধ হইয়া তৎপ্রতি

কটূক্তি করিতে লাগিলেন, শল্যও কর্ণকে অধিকতর ক্রোধান্বিত করিবার আশায় তাঁহার অজস্র নিন্দা করিলেন। রথী ও সারথির মধ্যে বিষম বিষাদের সূচনা হইলে দুর্য্যোধন উভয়কে সান্ত্বনা দিয়া নিবৃত্ত করিলেন।

পাণ্ডবগণ দৃঢ়ব্যূহ গঠন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন; শল্যচালিত কর্ণ-রথ তথায় ধাবিত হইল। শল্য দূর হইতে অর্জ্জুনকে দর্শন করিয়া কহিলেন, "কর্ণ! তুমি যাঁহার সন্ধান কর, ঐ দেখ, সেই সব্যসাচী সারথি বাসুদেবসহ অবস্থান করিতেছেন। তুমি যদি অর্জ্জুনকে নিহত করিতে পার, তবে আমিই তোমাকে রাজা করিব।" অনন্তর অর্জ্জুন সংশপ্তক-দিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদের অনেককে নিহত করিলেন। এদিকে কর্ণ-শরে পাণ্ডবপক্ষের বহুসৈন্য নিহত ও যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলেন। অপরদিকে ভীম-হস্তে দুর্য্যোধনের বিবিংসু প্রভৃতি ছয় ভ্রাতা ও অর্জ্জুন হস্তে সুশর্ম্মা যমালয়ে গমন করিল। যুধিষ্ঠির কর্ণবাণে পীড়িত হইয়া ম্লানমুখে যুদ্ধক্ষেত্রহইতে ক্রোশেক দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে সমর-ক্ষেত্রে দেখিতে না পাইয়া অবিলম্বে সন্ধানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

কর্ণ-যুদ্ধে পরাজিত ও ক্ষুব্ধ যুধিষ্ঠির, কর্ণ নিহত হয় নাই শুনিয়া অর্জ্জুন ও তাঁহার গাণ্ডীবকে অতিশয় নিন্দা করিলেন। যুধিষ্ঠিরের কঠোর বাক্যে ব্যথিতচিত্ত পার্থ অসি নিষ্কাশন-পূর্ব্বক অতি রোষে যুধিষ্ঠিরকে নিধন করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ

এই অসম্ভাবিত ব্যাপার দর্শনে ত্বরায় পার্থকে ধৃত করিয়া এই পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিলেন। অতঃপর কর্ণবধে কৃত-নিশ্চয় হইয়া, ফাল্‌গুনি দ্রুতবেগে সেনামধ্যে গমন করিলেন। পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ আরব্ধ হইল। উত্তমৌজার শরে কর্ণনন্দন সুষেণ নিহত এবং ভীমাস্ত্রে মাতুল শকুনি পরাজিত হইলেন।

অপরাহ্নে কর্ণসহ পার্থের ভয়ঙ্কর সমর আরম্ভ হইল—কর্ণের অস্ত্রাঘাতে পাণ্ডবসৈন্য মথিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন-হস্তে নিমেষে দুর্য্যোধনের দশভ্রাতা জীবন ত্যাগকরিলেন। শিখণ্ডীও অচিরে কর্ণকরে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। অপরদিকে দুর্য্যোধন ভীষণবেগে ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন, দুর্য্যোধনের তীক্ষ্ণ শর-প্রহারে ভীমসেন সহসা মূর্চ্ছিত হইলেন; কিন্তু ক্ষণমধ্যেই সংজ্ঞা লাভকরিয়া পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ক্রুদ্ধ ভীমসেন প্রচণ্ডগদাঘাতে দুঃশাসনকে ভূপাতিত করিয়া তড়িদ্‌গতিতে তাঁহাকে ধরিলেন এবং অসিপ্রহারে তদীয় বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তদীয় প্রতপ্ত রক্ত পানকরিলেন। পরে দুঃশাসনের মুণ্ড ছেদনকরিয়া ফেলিলেন। ভীমসেনকে এই ভীষণকার্য্যে রত দেখিয়া কৌরবসৈন্য ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। দুঃশাসন-রক্তে রঞ্জিত-দেহ ভীম লোক-ত্রাস-জনক অট্টহাসি হাসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "দ্বিতীয় পশু দুর্য্যোধন বাকী রহিল।" ভীমসেনের এই ভয়ঙ্কর কার্য্য দর্শন এবং উক্তি শ্রবণ করিয়া কৌরবগণ প্রমাদ গণিল, ভয়ে তাহাদের বুক কাঁপিয়া উঠিল।

অতঃপর ভীমহস্তে দুর্য্যোধনের আরও দশভ্রাতা নিহত হইল। অর্জ্জুনও রোষভরে পুত্রহন্তা কর্ণের পুত্র বৃষসেনকে যমঘরে প্রেরণ করিলেন। তখন কর্ণার্জ্জুনে ভয়াবহ সমর উপস্থিত হইল। অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, কৃপ প্রভৃতি বীরগণ কর্ণে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়া অর্জ্জুনহস্তে পরাজিত হইলেন। পার্থশরে জীবন ত্যাগকরিবার ভয়ে কৌরবসৈন্য বৃক-তাড়িত মেষপালবৎ পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামা রণজয় অসম্ভব ভাবিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "মহারাজ পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করা অসম্ভব। ভীষ্ম-দ্রোণাদিত পাণ্ডববাণেই প্রাণ ত্যাগকরিয়াছেন, মাতুল কৃপাচার্য্য ও আমি অমর বলিয়া কোনরূপে বাঁচিয়া আছি। সুতরাং অনর্থক কুরুকুল বিনষ্ট না করিয়া পাণ্ডবসহ সন্ধি করাই উচিত।" "পার্থ কখনও কর্ণে নিহত করিতে পারিবে না।" এই আশায় মুগ্ধ দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার উপদেশে কর্ণপাতও করিলেন না। কর্ণার্জ্জুনে ভীষণ সমর চলিল। কর্ণ অর্জ্জুনবধার্থ নাগাস্ত্র সন্ধানকরিলে, বাসুদেব পদতাড়নে রথচক্র প্রোথিত করাতে কর্ণনিক্ষিপ্ত নাগাস্ত্র ব্যর্থ হইল; কিন্তু অর্জ্জুনের মুকুট ছিন্ন করিল। নাগাস্ত্রদাতা নাগপতি অশ্বসেনও তৎক্ষণাৎই অর্জ্জুনাস্ত্রে নিহত হইল। অতি ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনের অমোঘ শরাঘাতে কর্ণ অচিরে মূর্চ্ছিত হইলেন। এদিকে কর্ণের রথচক্র ভূগর্ভে প্রোথিত এবং অর্জ্জুনবাণে চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর অঞ্জলিক নামক মহাস্ত্র নিক্ষেপে অর্জ্জুন কর্ণের মুণ্ড ছেদনকরিয়া ভূপাতিত

করিলেন। দুইদিন যুদ্ধ করিয়া কুরুকুলস্বার্থে মহাবীর কর্ণ বীরশয্যা লাভকরিলেন। দুর্য্যোধনের সর্ব্বপ্রধান সহায় ও সখা নিহত হইলে কৌরবগণের মধ্যে ভীষণ হাহাকার পড়িয়া গেল। দুর্য্যোধনের সমুদায় আশা ও কল্পনার অট্টালিকা ধূলিসাৎ হইতে চলিল।

শল্যপর্ব্ব।

কর্ণ নিহত হইলে অশ্বত্থামার পরামর্শানুযায়ী শল্য কৌরব-সেনার নায়ক হইলেন। এ দিকে কৃপাচার্য্য দুর্য্যোধনকে তখনও সন্ধি করিবার জন্য যুক্তি দিলেন। মৃত্যু-গ্রস্ত, বিলুপ্ত-বুদ্ধি দুর্য্যোধনের নিকট সে যুক্তি গ্রাহ্য হইল না। সকলে মিলিয়া পাণ্ডবসহ যুদ্ধ করিব, কখনও একাকী যুদ্ধ করিব না। এই নিয়মে বদ্ধ হইয়া কৌরব-বাহিনী শল্যের নায়কতায় রণে রত হইল। শল্য সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ গঠন করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

সর্ব্বাগ্রে মাতুল শল্যসহ ভীমসেনের ভয়ঙ্কর গদা-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মাতুল ও ভাগিনেয় পরস্পরের গদাঘাতে হতচেতন হইয়া ভূপতিত হইলেন। বিপদ্ দর্শনে শল্যে লইয়া কৃতবর্ম্মা পলায়ন করিলেন। ক্ষণপরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেনাপতি শল্য যুধিষ্ঠিরসহ যুদ্ধে রত হইলেন; দুই বীর

পরস্পরকে পরাজিত করিবার আশায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শল্যের পরাক্রম ও রণ-নিপুণতা দর্শনে সকলে তাঁহার প্রভূত প্রশংসা করিতে লাগিল। এদিকে ভীমসেনের শক্তির প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া দুর্য্যোধন পলায়ন করিলেন, শল্যও যুধিষ্ঠিরের অস্ত্রাঘাতে সারথি-বিহীন হইয়া একবার পশ্চাৎপদ হইলেন। পরাজিত ও ক্রুদ্ধ শল্য ভীষণ অস্ত্রাঘাতে ধর্ম্মরাজের সারথি নিহত করিয়া প্রতিশোধ লইলেন বটে; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের নিক্ষিপ্ত শক্তির প্রচণ্ড প্রহারে অবিলম্বে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইলেন।

অতঃপর পাণ্ডবহস্তে মদ্রক ও কৌরবসৈন্যসমূহ নিহত হইতে লাগিল দেখিয়া দুর্য্যোধন ক্রোধভরে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া স্বয়ং রণে অগ্রসর হইলেন। সাত্যকি-হস্তে ম্লেচ্ছপতি শল্ব নিহত ও কৃতবর্ম্মা পরাজিত হইল। দুর্য্যোধনও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট পরাজিত হইয়া অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন। এদিকে ভীমসহ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া দুর্য্যোধনের শ্রুতর্ব্বা প্রভৃতি দ্বাদশ ভ্রাতা জীবন ত্যাগকরিল। অন্ধরাজের শত পুত্র-মধ্যে মাত্র দুর্য্যোধন ও দুর্দ্ধর্ষ জীবিত রহিল।

অর্জ্জুন-যুদ্ধে সুশর্ম্মা ও তাঁহার পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র জীবন ত্যাগকরিলেন। সহদেবের অস্ত্রে উলূক ও তৎপিতা শকুনি প্রাণ বিসর্জ্জনকরিয়া কপট পাশা ক্রীড়ার পরিণাম প্রকটিত করিল। এইরূপে কুরুক্ষেত্রসমরের অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধলীলা শেষ হইল। অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধের পর কৌরব

পক্ষে দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা মাত্র অবশিষ্ট রহিলেন। তখন দুর্য্যোধন পলায়ন করিয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে জলস্তম্ভ উৎপাদন-পূর্ব্বক লুক্কায়িত হইলেন। কৌরবপুরে বালক-বৃদ্ধ-যুবক ও রমণীমণ্ডলী শোকভরে ক্রন্দনকরিতে লাগিলেন। ক্রন্দন-শব্দে স্কন্ধাবার পরিপূর্ণ হইল। কৌরব-কুলের অসূর্য্যম্পশ্যারূপা রমণীগণ আজ অনাথার ন্যায় হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। কুমার যুযুৎসুও ভ্রাতৃশোকে কাতর হইয়া যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া হস্তিনায় উপনীত হইলেন। তাঁহার মুখে সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া বিদুর অজস্র অশ্রু বর্ষণ-করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য সঞ্জয়-মুখে দুর্য্যোধনের পলায়নবার্ত্তা শ্রবণকরিয়া দ্বৈপায়ন-হ্রদে গমনকরিলেন। তাঁহারা দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবসহ যুদ্ধে আগমন করিতে কহিলে, তিনি জলমধ্যহইতে উত্তর করিলেন, "আমি আজ এখানেই বিশ্রাম করিব। কল্য প্রাতে পাণ্ডবনিধনে যাত্রা করিব।" জলপানে সমাগত, ভীমের মাংসদাতা ব্যাধগণ এই ব্যাপার অবগত হইয়া ভীমসেনকে সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

দুর্য্যোধনের সন্ধান পাইয়া পাণ্ডবগণ ত্বরা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নানা কটু কথায় দুর্য্যোধনকে ক্রোধিত করিলেন। ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধন আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া অবিলম্বে জল হইতে বহির্গত হইলেন এবং ভীমসহ গদাযুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। এমত সময়ে তীর্থযাত্রা প্রত্যাগত বলদেব তথায় উপনীত হইলেন এবং সকলকে লইয়া সমস্তপঞ্চক তীর্থে গমন করি-

লেন। তথায় ভীমসহ দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ হইল এবং ভীমের গদার প্রহারে তাঁহার উরু ভগ্ন ও বৃকোদরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। ভগ্নোরু দুর্য্যোধন ভূতলে পতিত হইলে ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ তদীয় মস্তকে পদাঘাত করিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে এই দুষ্কার্য্যে বিরত হইতে কহিলেন।

অনন্তর পঞ্চপাণ্ডব ও সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণসহ সেই নিশাকালেই গান্ধারীকে সান্ত্বনা করিবার যুক্তি স্থির করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় গমনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিয়া শিবিরে ফিরিলেন।

এদিকে অশ্বত্থামা প্রভৃতি দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ত্বরা সেখানে গমন করিলেন। সকলে দুর্য্যোধনের দুর্গতি দর্শন করিয়া অশ্রু বর্ষণকরিতে লাগিলেন। তখন অশ্বত্থামা ক্রোধভরে পাণ্ডব নিধনার্থ অনুমতি চাহিলে, দুর্যোধন কৃপাচার্য্য দ্বারা তাঁহাকে সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। রোষান্বিত অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যসহ পাণ্ডব শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সৌপ্তিক ও ঐষিক পর্ব্ব।

অশ্বত্থামা সেনাপতিত্ব লাভ করিয়া মাতুল কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত চিন্তাকুলমনে এক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি গভীর হইলে কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা শ্রান্তদেহে ভূমির উপরি শয়ন করিয়াই নিদ্রিত হইলেন, ক্রোধাগ্নিপূরিতচিত্ত অশ্বত্থামার চক্ষে নিদ্রা আসিল না—আচার্য্যপুত্র বসিয়া রহিয়া পাণ্ডব নিধনের উপায় চিন্তাকরিতে লাগিলেন।

বীরত্রয় যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহার অদূরে এক বিশাল বট বৃক্ষের শাখায় বহু বায়স বাস করিত। রাত্রি গভীর হইলে বায়সেরা নিদ্রিত হইল; তখন এক পেচক তথায় আগমন করিয়া কাহারও মুণ্ড, কাহারও পক্ষ, কাহারও পদ প্রভৃতি কাটিয়া বহু বায়স নিধন করিল। এতদ্দর্শনে অশ্বত্থামাও শত্রু-নিধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। ন্যায় যুদ্ধে পাণ্ডব-নিধন অসম্ভব মনে করিয়া রাত্রির অন্ধকারে নিদ্রিত পাণ্ডব পক্ষীয় লোকদিগকে নিহত করিতে মনন করিল। অবিলম্বে কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে জাগরিত করিয়া স্বীয় যুক্তির বিষয় জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা ঘৃণা ও লজ্জায় অধোবদন হইলেন। ক্রোধোন্মত্ত অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে একাকী পাণ্ডব-শিবিরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন; অনুপায় দেখিয়া কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মাও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

অশ্বত্থামা দেখিলেন এক বিরাট-বপু, রক্তরঞ্জিত ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-পরিধান, তেজোময় পুরুষ পাণ্ডব শিবিরের দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। নির্ভীক দ্রৌণী প্রচণ্ড মূর্ত্তির প্রতি অসংখ্য শর, অবশেষে রথচক্র নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু অচল অটল পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়া ঐ পুরুষ সমস্ত অস্ত্রই হাঁ করিয়া গিলিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামা উঁহাকে মহাদেব মনে করিয়া স্তবে পরিতুষ্ট করিলেন। সন্তুষ্ট শিব অশ্বত্থামাকে তীক্ষ্ণধার অসি প্রদান-পূর্ব্বক তদ্দেহে বিলীন হইয়া গেলেন। অতঃপর অশ্বত্থামা নিদ্রিত শিবিরে প্রবেশ করিয়া পদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্নে এবং অসি-প্রহারে উত্তমৌজা, যুধামন্যু, পাঞ্চাল, সোমক ও প্রভদ্রকদিগকে নিহত করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। অশ্বত্থামার অস্ত্রে শিখণ্ডী ও সৈনিকবর্গ নিহত হইল, যাহারা দ্বারপথে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল তাহারাও কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার অস্ত্রে জীবন দিল। অনন্তর শিবিরে অগ্নি প্রদান-পূর্ব্বক—তিন জনে প্রত্যূষে পাণ্ডব শিবির ত্যাগ করিলেন।

তাঁহারা অবিলম্বে দুর্য্যোধন-সমীপে উপনীত হইয়া সংবাদ দিলেন যে, "আমাদের পক্ষে আমরা তিন জন এবং পাণ্ডব পক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব, সাত্যকি ও বাসুদেব মোট এই দশজন মাত্র জীবিত আছে। রাত্রির যুদ্ধে পাণ্ডবগণের অপরসমুদয়কে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছি;" শুনিয়া দুর্য্যোধন আনন্দে অধীর হইলেন। ভীষ্ম দ্রোণাদি অপেক্ষাও কঠোর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে

বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া দুর্য্যোধন দেহ ত্যাগকরিলেন। প্রভাতে এ সকল সংবাদ সঞ্জয়মুখে শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীসহ কৌরব-কামিনীগণ হাহাকারে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

প্রভাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন-সারথি যুধিষ্ঠিরের নিকট রাত্রির হত্যা-কাণ্ডের সংবাদ প্রদান করিলে সকলে শোকাকুলচিত্তে ত্বরা শিবিরে গমন করিলেন। তথায় পুত্র ও বন্ধুবর্গের রুধিরাপ্লুত মৃত-দেহ সকল দর্শন করিয়া সকলে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগি-লেন যুধিষ্ঠিরের আদেশে নকুল অবিলম্বে দ্রৌপদীকে তথায় আন-য়ন করিলেন। পুত্র ও ভ্রাতৃশোকে আকুল হইয়া দ্রৌপদী বক্ষে ও শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। "দুরাত্মা অশ্বত্থামাকে সংহার করিবে, তাহা না হইলে আমি প্রায়োপবেশনে প্রাণ ত্যাগ-করিব" এই বলিয়া দ্রৌপদী মৃত্যু-কামনায় উপবেশন করিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, অশ্বত্থামা পলায়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে ধৃত করা যাইবে না। দ্রৌপদী সে কথায় প্রবোধ না মানিয়া কহিলেন, "দ্রৌণীর মস্তকে একটী সহজ মণি আছে, পাপিষ্ঠকে নিহত করিয়া যদি সেই মণি আনয়ন করিয়া আমাকে দানকর তবেই আমি প্রাণ রাখিব।"

দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমসেন অশ্বত্থামা-নিধনার্থ নকুলকে সারথি করিয়া দ্রুতগতি ধাবিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৃকোদরকে অশ্বত্থামা নিধনে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য নহে। কেননা, ক্রোধান্ধ দ্রৌণী বিপদ্‌ বুঝিয়া অবশ্যই

অব্যর্থ ব্রহ্মশিরা নামক অস্ত্র ত্যাগকরিবে। সে অস্ত্র নিবারণ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। একথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণসহ ভীমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তাঁহারা ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী ব্যাসাশ্রমে অশ্বত্থামার সাক্ষাৎ পাইলেন। অশ্বত্থামা ক্রোধরক্ত পাণ্ডবদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কুশাগ্রে ব্রহ্মশির যোজনা করিয়া "পাণ্ডববংশ ধংস হউক" বলিয়া তাহা ত্যাগ করিলেন।

জ্বলদগ্নিতুল্য ব্রহ্মশির দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শানুসারে পার্থ দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। অস্ত্রতেজে বনভূমি আলোকিত হইল—ত্রাসে পশুপক্ষিকুল চীৎকার করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। ভীষণ বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি ব্যাস অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামাকে অস্ত্র সংহারকরিতে কহিলেন। অর্জ্জুন অস্ত্র সংহার-করিলেন, কিন্তু অশ্বত্থামা অস্ত্র-সংহারে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে উহা "পাণ্ডবপুত্রগণের পত্নীর গর্ভে পতিত হউক," বলিয়া অশ্বত্থামা অব্যর্থ অস্ত্রের গতি ফিরাইলেন এবং পাণ্ডব-কোপ প্রশমনের নিমিত্ত আপন মস্তক-স্থিত সহজমণি প্রদান করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবগণও মণি গ্রহণ করিয়া শিবিরে ফিরিলেন। দ্রৌপদীর অভিলাষানুসারে যুধিষ্ঠির উক্ত সহজ মণি শিরে ধারণ করিলেন।

স্ত্রী পর্ব্ব।

অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর সহিত শতপুত্রের নিধন-সংবাদ শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র উন্মাদবৎ হইলেন; ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, বাসুদেব প্রভৃতির প্রদত্ত হিতোপদেশের কথা উল্লেখ করিয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন সঞ্জয় কহিলেন, "তুমি আপনার দোষেই পাণ্ডবরোষে পতিত হইয়া এই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছ। একমাত্র দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিলেই সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা পাইতে। যাহা হইবার হইয়াছে, এজন্য এখন শোক করা বৃথা।" মহামতি বিদুর বহুপ্রকার উপদেশে ধৃতরাষ্ট্রের শোকাপনোদনে যত্নবান হইলে, দুঃখমোহে ধৃতরাষ্ট্র মূর্চ্ছিত হইলেন। এমত সময়ে মহর্ষি ব্যাসদেব তথায় উপনীত হইয়া বলিলেন, "পাপভারে পীড়িতা বসুমতীর ভার লাঘবের জন্য দুর্য্যোধন কলির অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। লোকক্ষয়-পূর্ব্বক তাহারা পৃথিবীর ভার লাঘব করিয়া যথাকালে চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে পাণ্ডবগণের কোন দোষ কিংবা তোমারও শোক করিবার কিছু নাই। দৈবই ইহার একমাত্র হেতু।"

ব্যাস-বাক্যে সান্ত্বনা লাভকরিয়া অন্ধরাজ অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগকে আনয়ন করিলেন। পরে সকলের সহিত সমরক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে একাদশ অক্ষৌহিণীর অবশিষ্ট—অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা আসিয়া মিলিত

হইলেন। তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রসহ গঙ্গাতীরে আগমন-পূর্ব্বক বিদায় লইয়া, কৃপাচার্য্য হস্তিনায়, কৃতবর্ম্মা স্বরাজ্যে ও অশ্বত্থামা ব্যাসাশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

অন্ধরাজের আগমনবার্ত্তা শ্রবণকরিয়া পাণ্ডবগণ যুযুৎসু, সাত্যকি ও শ্রীকৃষ্ণসহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। যুধিষ্ঠির অন্ধরাজকে প্রণাম করিলে তিনি অপ্রসন্নমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, হাত বাড়াইয়া ভীমসেনকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ইতিপূর্ব্বেই দুর্য্যোধন-নির্ম্মিত লৌহময়ী ভীমমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন ভীমকে বাহুদ্বারা বরণ করিয়া তাহাই অন্ধরাজের নিকট অগ্রসর করিয়া দিলেন। মহাবল অন্ধরাজ পুত্রহন্তাবোধে সবলে আলিঙ্গন করিয়া ভীমের লৌহময়ী মূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন এবং বক্ষে আহত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। অতঃপর সংজ্ঞা লাভকরিয়া ভীমের জন্য শোক প্রকাশকরিতে আরম্ভ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কথায় অন্ধরাজ প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং সস্নেহে পাণ্ডবদিগকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর পাণ্ডবগণ গান্ধারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গান্ধারী বিষম রোষে যুধিষ্ঠিরকে শাপ প্রদানে উদ্যত হইলে, সহসা ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হইয়া গান্ধারীকে নিবৃত্ত করিলেন, তিনিও ব্যাসদেবের যুক্তি শ্রবণ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু

দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের নিধন হেতু ভীমের প্রতি নিদারুণ রোষ প্রকাশকরিলে ভীম তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাকরিলেন। গান্ধারী ক্ষণকাল নীরব রহিয়া "যুধিষ্ঠির কোথায়" জিজ্ঞাসা করিলে, ধর্ম্মরাজ নিকটে আসিলেন এবং "আমিই তোমার পুত্রহন্তা পাপী" বলিয়া ক্ষুণ্ণমনে গান্ধারীকে শাপ প্রদানকরিতে কহিয়া, বিলাপকরিতে লাগিলেন। গান্ধারী অভিসম্পাত করিলেন না; কিন্তু নয়ন-বন্ধনীর অন্তরদ্বারা যুধিষ্ঠিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। যুধিষ্ঠিরের পদনখে দৃষ্টি নিপতিত হওয়াতে তৎক্ষণাৎ নখগুলি দগ্ধ হইয়া গেল।

অতঃপর পাণ্ডবগণ মাতা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বহুদিন পরে মাতার সহিত পুত্রগণের সাক্ষাৎ হইল সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইলেন। পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদী শ্বশ্রূর পদে পতিত হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জনকরিলেন। গান্ধারী সমরক্ষেত্রশায়ী পুত্র-পৌত্র-ভ্রাতা ও বান্ধবগণের মৃতদেহ দর্শন করিয়া বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকেই এই ভীষণ ব্যাপারের হেতু মনে করিয়া, "অদ্য হইতে ছত্রিশ বৎসর পর, তোমার অবহেলায় কৌরব পাণ্ডবের বিনাশের ন্যায় তোমা হইতেই তোমার জ্ঞাতিবর্গ নিহত হইবে; যদুবংশ ধ্বংস হইবে, জ্ঞাতি-স্বজন-পুত্রাদি বিহীন ও বনবাসী হইয়া অসৎ উপায়ে তুমিও নিহত হইবে।" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অভিসম্পাত করিলেন।

হৃষীকেশ গান্ধারীকে প্রবোধবাক্য সান্ত্বনা প্রদানকরিলেন।

অন্ধরাজের আদেশে সকলে মৃতগণের দাহাদিক্রিয়া সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। গঙ্গাতীরে অসংখ্য চিতা প্রজ্বলিত হইয়া রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত ও গঙ্গাবক্ষ আলোকিত করিল। পতিপুত্রহীনা রমণীগণের সম্মিলিত আর্ত্তনাদে রণক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া গেল। দাহান্তে সকলে স্নান তর্পণ সমাধা করিলেন।

শান্তি পর্ব্ব।

মৃতগণের তর্পণাদি ক্রিয়া শেষ করিয়া শোক ভুলিবার আশায় যুধিষ্ঠির একমাস মধ্যে আর পুরে প্রবেশকরিলেন না — গঙ্গাতীরেই বাস করিলেন। চারিদিক হইতে মুনি, ঋষি, স্নাতক প্রভৃতি আগমন করিয়া যুধিষ্ঠির-সমীপে উপনীত হইলেন। সকলে শোকাপনোদনের জন্য ধর্ম্মরাজকে উপদেশ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অন্তরে সান্ত্বনা স্থান পাইল না। তিনি অর্জ্জুনকে রাজ্য দানপূর্ব্বক অরণ্যে গমনকরিতে চাহিলেন। অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজকে বহু নীতিগর্ভ বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া ন্যায়ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন, প্রজাশাসন ও দান-ধ্যান-যজ্ঞাদি সমাপন করিয়া কালাতিপাত করিতে অনুরোধ করিলেন। ভীমসেনও কর্ম্মের অশেষ প্রশংসা ও বনবাসের অশেষ দোষ কীর্ত্তনকরিয়া অর্জ্জুনের উপদেশের অনুমোদন করিলেন। নকুল,

সহদেব, দ্রৌপদীও যুধিষ্ঠিরকে শোক ত্যাগকরিয়া রাজ্যগ্রহণ ও ধর্ম্মকার্য্যে জীবন যাপনকরিতে কহিলেন।

অনন্তর মহর্ষি ব্যাসদেব, ভ্রাতৃবর্গের অভিলাষানুসারে রাজ্য গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে প্রজা পালন করিতে এবং অশ্বমেধ, সর্ব্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ সম্পাদন-পূর্ব্বক অন্তিমে বনবাসে মনদিতে কহিলেন। ইহাই যে ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য তিনি বহু উপন্যাস বর্ণন করিয়া তাহারও সত্যতা বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও দ্রুপদাদি আত্মীয়বর্গের কথা স্মরণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং এই লোক-ক্ষয়-পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রায়োপবেশনে দেহ ত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। তখন ব্যাসদেব তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন, "বৎস! মানবের জন্মমৃত্যু জলবিম্বের ন্যায়। সঞ্চয়ের ক্ষয়, উন্নতির পতন, সুখের পর দুঃখ, সংযোগের পর বিয়োগ ইহা নিত্য ঘটনা। কিন্তু আলস্যে দুঃখ ও দক্ষতায় যে সুখ লাভহয় তাহাতে ত সন্দেহ নাই। অলস কখনও ধন-লক্ষ্মী-ধৃতি-কীর্ত্তি লাভ, কিংবা সুহৃদ্‌স্বজনকে আনন্দ ও শত্রুকে দুঃখ দিতে সমর্থ হয় না। কেবল জ্ঞানদ্বারা কদাপি ধন লাভহয় না। কর্ম্ম করিবার জন্যই মানবের জন্ম, কর্ম্মই তাহার কর্ত্তব্য; কর্ম্মত্যাগে কাহারও অধিকার নাই। অতএব তুমি কর্ম্মে রত হইয়া সিদ্ধি লাভ কর।" ব্যাসদেবের বাক্যে কোন উত্তর প্রদান নাকরিয়া যুধিষ্ঠির নীরব হইয়া রহিলেন।

ধর্ম্মপুত্রকে নীরব দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের ইঙ্গিতে বাসুদেব, পরে পুনরপি ব্যাসদেব বহুবিধ উপদেশ প্রদানকরিলেন। শেষে

সমুদয় সন্দেহ ছেদনের জন্য, ভীষ্মদেবের সমীপে গমনকরিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে বলিলেন।

পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসদেবের উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক অন্ধরাজকে অগ্রে করিয়া—সকলের সহিত হস্তিনায় গমন করিলেন। হস্তিনানগর, রাজপুরী ও প্রাসাদ-চৈত্যাদি বিবিধ সজ্জায় সুসজ্জিত হইল। ধর্ম্মরাজ স্বজনসহ পুরী প্রবেশ করিলেন। আনন্দ কোলাহল ও মঙ্গলবাদ্যে পুরী পরিপূর্ণ হইল। অন্নদান, বস্ত্রদান, ধেনু ও বিবিধ অর্থাদি দান পাইয়া সকলে দাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। এমত সময়ে চার্ব্বাকনামক জনৈক রাক্ষস ব্রাহ্মণবেশে যুধিষ্ঠির সমীপে উপনীত হইয়া কহিল, "মহারাজ! জ্ঞাতিহত্যাকারী ও গুরুঘাতী বলিয়া, ব্রাহ্মণগণ তোমাকে ভর্ৎসনা ও তোমার মৃত্যু কামনা করিতেছে।" তচ্ছ্রবনে ব্রাহ্মণগণ উহাকে দুর্য্যোধনের সখা চার্ব্বাক বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হুঙ্কার-পূর্ব্বক ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র ও প্রজাবৃন্দকর্ত্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন; ভীমসেনকে যৌবরাজ্য প্রদান করিলেন। বিদুর মন্ত্রিত্ব, সঞ্জয় আয় ব্যয় ও কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য-নির্ণয়-ভার, নকুল সেনা পরিচালন ও তাহাদের বেতন প্রদান, পার্থ শত্রু দমন ও শত্রু রাজ্যজয়, ধৌম্য দ্বিজসেবা ও ধর্ম্মকার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলেন, সহদেব শরীর-রক্ষী হইয়া সর্ব্বদা রাজ-সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যুযুৎসু ও মহামতি বিদুরের প্রতি অন্ধরাজের

অভিলাষ পূরণের ভার অর্পিত হইল। ধর্ম্মরাজ, যুদ্ধে মৃত ব্যক্তি বর্গের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ও পতিপুত্রহীনা রমণীগণের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিলেন। প্রজাগণ ধর্ম্মরাজের এই সকল ব্যবস্থায় সুখে কাল যাপনকরিতে লাগিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ, বনবাস-দুঃখিত, যুদ্ধক্লিষ্ট ভ্রাতৃবর্গকে বিশ্রাম ও বাস করিবার জন্য প্রাসাদসকল বিভাগ করিয়া দিলেন। তদনুসারে ভীমসেন দুর্য্যোধনের, অর্জ্জুন দুঃশাসনের, নকুল দুর্ম্মর্ষণের ও সহদেব দুর্ম্মুখের সুসজ্জিত ও দাসদাসীপূর্ণ গৃহ প্রাপ্ত হইলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাসস্থানে গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন, বাহ্যজ্ঞান বিরহিত। ধর্ম্মপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ ধ্যানস্থ হওয়ার হেতু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব আমার চিন্তায় নিয়ত রত রহিয়াছেন, এজন্য আমিও সেই বীর অবতারের প্রতি তদ্‌গতচিত্ত ছিলাম।" ভীষ্মদেবের কথা উপস্থিত হওয়াতে যুধিষ্ঠির শোকে ব্যাকুল হইলেন এবং পিতামহ-পাশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশকরিলেন। তৎক্ষণাৎ রথ প্রস্তুত হইলে পাণ্ডবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণও ভীষ্ম-সমীপে গমনকরিলেন।

তাঁহারা শরশয্যাশায়ী ভীষ্মসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ব্যাস, নারদ, জৈমিনি, বাশিষ্ঠাদি মুনি ঋষিগণ ভীষ্মদেবকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইলে, ভীষ্মদেব, বাসুদেবকে সবিনয়ে অভিবাদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

"আর ত্রিশ দিন মাত্র আপনার জীবন থাকিবে, আপনার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই ধরাহইতে জ্ঞান লুপ্ত হইবে; তাই মুনি ঋষিগণ ও জ্ঞাতিক্ষয়ে কাতর-হৃদয় যুধিষ্ঠির, আপনার নিকট উপদেশ লাভার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি তাঁহাদের অভিলাষ পূরণ করুন।"

শ্রীকৃষ্ণের বাক্যাবসানে ভীষ্মদেব কহিলেন যে, "অস্ত্রাঘাত-প্রযুক্ত আমার জিহ্বা জড়-প্রায়, চক্ষু দৃষ্টিহীন এবং ভ্রান্তিতে আমি অভিভূত হইয়াছি।" তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দিব্যচক্ষু ও দুঃখতাপাদি-বিরহিত হইবার বর দিলেন। পরদিবস পুনরায় সকলে উপস্থিত হইলে শান্তনুনন্দন ভীষ্মদেব ধর্ম্মরাজকে বলিলেন, "পুরুষকার ব্যতীত কেবল দৈবে কোন কার্য্য সাধিত হয় না। পুরুষকার সকলের প্রত্যক্ষীভূত। তবে দৈব সহায়ে পুরুষকার অধিকতর ফলভাগী হয়। আরব্ধ কর্ম্ম দৈববশে সফল না হইলেও দুঃখিত হওয়া উচিত নহে; বরং দ্বিগুণ চেষ্টায় সে কার্য্যসিদ্ধির জন্য উদ্যম করিতে হয়।" অতঃপর তিনি একে একে রাজধর্ম্ম, আপৎধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম ও তাহার তাবৎ শাখা প্রশাখাদির কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করিলেন।

অনুশাসন পর্ব্ব।

বহু ধর্ম্মকথা শ্রবণেও যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে শান্তির উদয় হইল না। পিতামহের বাণবিদ্ধ কলেবর ও জ্ঞাতি-পুত্র-স্বজন-বান্ধবাদির মৃত্যুর কথা স্মরণে উপস্থিত হওয়াতে তিনি বড়ই সন্তপ্তচিত্ত হইলেন। সুতরাং পরলোকে যাহাতে পাপভোগ না হয়, তিনি তদুপযোগী উপদেশ শুনিতে চাহিলেন। তচ্ছ্রবনে ভীষ্মদেব ধর্ম্মরাজ-সমীপে দানাদি বহু পুণ্য কার্য্য ও তাহার ফলাফল কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, "বাছা! বীজবপন ব্যতীত কদাপি ফললাভ ঘটে না। মানুষ দানদ্বারা ভোগশীল, বৃদ্ধ-সেবাদ্বারা মেধাবী, অহিংসাদ্বারা দীর্ঘায়ুঃ হয়। সুতরাং বিশুদ্ধ স্বভাব, প্রিয়বাদী, শুভাকাঙ্ক্ষী, যাচ্ঞাপরিহারী ও হিংসাহীন হইবে, শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। কর্ম্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়, কর্ম্ম হইতেই সুখ ও কর্ম্ম হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হয়। কর্ম্মফলানুসারে কেহ রাজা, কেহ ধনী, কেহ দীন, কেহ বা পীড়িত-দেহ হয়। সুতরাং সৎকর্ম্মশীল হওয়াই কর্ত্তব্য; তবেই পরকালে দুঃখ ভোগের হাত হইতে মুক্ত হওয়া যায়।"

যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবের নিকট দান-মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করিয়া আশ্বস্তচিত্ত হইলেন। ভীষ্ম, ব্যাসদেবের আদেশানুসারে

ধর্ম্মরাজকে হস্তিনায় গমন-পূর্ব্বক যজ্ঞ ও দানাদি দ্বারা প্রকৃতি মণ্ডলীর সন্তোষ-সাধন ও পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা রাজ্যপালন করিতে অনুমতি দিলেন। পরে, উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে পুনরায় তাহার তথায় যাইতে আদেশ করিলেন। পিতামহের আদেশে. অমাত্য, বন্ধুবান্ধব ও প্রজাবর্গসহ ধর্ম্মরাজ হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন। দীনদুঃখীরা খাদ্য ও বিবিধ দান লাভকরিয়া ধর্ম্মরাজের জয়গানে চারিদিক পূর্ণ করিল।

অনন্তর তিনি পৌর ও জানপদবর্গকে বিদায় প্রদানকরিয়া যুদ্ধেহত জনগণের আত্মীয়দিগকে আশাতীত ধন দানপূর্ব্বক সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। কিছুদিন পর উত্তরায়ণ উপস্থিত হইল; ভীষ্মদেবের মৃত্যুকাল সমুপস্থিত ভাবিয়া, যুধিষ্ঠির যাজকাদিসহ কুরুক্ষেত্রে গমনকরিলেন। গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতিসহ অন্ধরাজ এবং অন্যান্য কৌরব সকলও তাঁহাদের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলেন। অনন্তর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আটান্নদিন পরে মাঘমাসের শুক্লপক্ষে ভীষ্মদেবের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদকরিয়া তেজোময় প্রাণবায়ু আকাশে বিলীন হইয়াগেল। চারিদিক হইতে সাধুবাদ উচ্চারিত, স্বর্গীয় দুন্দুভি নিনাদিত ও দেবগণ-কর্ত্তৃক পুষ্প বর্ষিত হইতে লাগিল। অগুরুচন্দন-কালীয়কাদি গন্ধদ্রব্য ও ঘৃত সংযোগে ভীষ্মদেবের দেবদেহ ভস্মীভূত হইল।

অশ্বমেধ পর্ব্ব।

ভীষ্মদেব দেহ ত্যাগকরিলে ধর্ম্মপুত্র অতিশয় বিষণ্ণ এবং আত্মপাপ চিন্তাকরিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মহর্ষি ব্যাস-দেব, সর্ব্বপাপ-বিনাশন বলিয়া অশ্বমেধ অনুষ্ঠানে যুধিষ্ঠিরকে আদেশ প্রদানকরিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভূপালবর্গ নিহত ও সঞ্চিত ধনরাশি ব্যয়িত হইয়াগিয়াছিল ; অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিতে হইলে বিপুল অর্থের আবশ্যক, এজন্য যুধিষ্ঠির আরও চিন্তিত হইলেন।

তখন ব্যাসদেব কহিলেন,"ত্রেতাযুগে অবীক্ষিৎ-নন্দন মরুত্ত-নামে এক ভূপতি হিমালয় প্রদেশে মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। সুমেরু পর্ব্বত স্বর্ণের জন্মভূমি; মহারাজ মরুত্ত তথা হইতে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা কুম্ভ, পাত্র, স্থালী, ঘট, আসন প্রভৃতি অসংখ্য পাত্র প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। যজ্ঞশেষে রাজা প্রার্থীদিগকে আশাতীত স্বর্ণ দান করিলেও এত স্বর্ণ অবশিষ্ট রহিল যে, মরুত্ত তাহা পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। এখনও তাহা বর্ত্তমান আছে; তুমি সেই স্বর্ণ আনয়ন করিয়া রাজকোষ পূর্ণ কর। ব্যাস দেবের যুক্তি শ্রবণকরিয়া যুধিষ্ঠির হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য মন স্থির করিলেন।

রাজ্য শত্রুশূন্য ও শান্তিময় দর্শন করিয়া পাণ্ডবগণ আনন্দিত হইলেন, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণসহ অরণ্য, পর্ব্বত, তীর্থাদিতে ভ্রমণ করিয়া সুখী হইলেন। পরে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা ও সখা সব্যসাচীর সম্মতি গ্রহণ করিয়া ভগিনী সুভদ্রা সহ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলেন। দ্বারকাবাসী, শ্রীকৃষ্ণকে লাভকরিয়া আহ্লাদিত ও পুলকিত হইলেন ; কিন্তু কুমার অভিমন্যুর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে দৈবকী ও বসুদেব অতিশয় শোকাকুলচিত্তে কান্দিতে লাগিলেন।

এদিকে মহারাজ যুধিষ্ঠির যুযুৎসুর প্রতি রাজ্য শাসনভার ন্যস্ত করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পুরোহিত ধৌম ও সৈন্য সামন্ত লইয়া হিমালয়ে যাত্রা করিলেন এবং দৈবক্রিয়াদি সমাধান পূর্ব্বক ভূগর্ভ হইতে প্রচুর স্বর্ণ আহরণ করিলেন। একশত বিশলক্ষ ঘোড়া, দুই লক্ষ হস্তী, ষাটলক্ষ উষ্ট্র ও অসংখ্য ভৃত্য ও গর্দ্দভ ঐ স্বর্ণ বহন করিয়া হস্তিনায় আনয়ন করিতে লাগিল।

এদিকে হস্তিনায় অশ্বমেধের আয়োজন হইতে লাগিল। যজ্ঞ দর্শনার্থ আত্মীয় স্বজনবর্গ সমাগত হইয়া হস্তিনানগরী পরিপূর্ণ করিল। রাজপুরী উৎসব আনন্দে ভাসমান হইলে, সহসা অন্তঃ-পুরে অসংখ্য রমণীর হুলুধ্বনি ও বাদ্যাদি শ্রুত হইল। বার্ত্তাবহ আসিয়া সংবাদ প্রদানকরিল, "উত্তরা পুত্র প্রসব করিয়াছেন।" এই আনন্দের সংবাদ প্রচারিত হইতে না হইতেই পুনরায় রাজান্তঃপুর রমণীগণের ক্রন্দন কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিষণ্ণ-মুখে যুযুৎসুসহ ত্বরা অন্তঃপুরে প্রবেশ

করিলেন। তাঁহারা ক্রন্দন-পরায়ণা কুন্তী ও দ্রৌপদীর নিকট শ্রবণ করিলেন, "অশ্বত্থামার ঈষিকাস্ত্রে বিদ্ধ ও নিৰ্জ্জীব হইয়া উত্তরার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।"

শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আশ্বস্ত ও ক্রন্দনে নিবৃত্ত করিয়া অবিলম্বে সূতিকাগৃহে গমন-পূর্ব্বক অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিসংহার করিয়া শিশুকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। শিশুর দেহ-প্রভায় সূতিকা গৃহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শিশু হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া মাতা ও পিতামহীগণের আনন্দ বর্দ্ধনকরিল। রমণীগণের আনন্দ ধ্বনি, সূত-মাগধাদির স্তুতি গান ও নানাবিধ বাদ্য ধ্বনিতে অন্তঃপুর আবার পরিপূর্ণ হইল—নিরানন্দপুরী আনন্দ নিকেতনে পরিণত হইল। সমাগত স্বজনমণ্ডলী নব কুমারকে অসংখ্য যৌতুক প্রদানকরিলেন। কুল-পরিক্ষীণ অর্থাৎ বংশলোপ সময়ে জন্ম হইল বলিয়া শিশুর নাম রাখা হইল "পরীক্ষিৎ।" শিশু দিন দিন শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় বৰ্দ্ধিত হইয়া স্বজন গণের ও প্রজাকুলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

মরুত্ত রাজের স্বর্ণ আহরণ করিয়া একমাস পরে পাণ্ডবগণ হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা পরীক্ষিতের জন্ম ও কৃষ্ণানুগ্রহে তাহার জীবন লাভের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও পরম আনন্দিত হইলেন, বাসুদেবকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

কিছুদিন অতীত হইল। ব্যাসদেব হস্তিনায় আগমন করিলেন। অর্থাহরণের সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি অবিলম্বে

যজ্ঞের আয়োজনে অনুমতি প্রদানকরিলেন এবং চৈত্র পূর্ণিমায় যজ্ঞারম্ভের দিন নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। ধর্ম্মরাজ অবিলম্বে যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া অশ্ব মুক্ত করিলেন, মহাবীর অর্জ্জুন অশ্ব রক্ষার ভার গ্রহণকরিয়া সসৈন্য অশ্বের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। বহু পথ পর্য্যটন, বহুযুদ্ধ জয় করিয়া সব্যসাচী যথাকালে হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অশ্বমেধের নিমন্ত্রণ পাইয়া রাজন্যবর্গ ও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি সকল জাতি যজ্ঞ-ক্ষেত্রে সমাগত হইলেন।

অশ্ব প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তিনদিন পরে সশিষ্য ব্যাসদেব যজ্ঞ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-গণকর্ত্তৃক বিধিমত যজ্ঞ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। মহা-সমারোহে অশ্বমেধ সম্পন্ন হইলে ধর্ম্মরাজ ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র কোটী স্বর্ণমুদ্রা ও কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে দক্ষিণা স্বরূপ পৃথিবী দানকরিলেন। ব্যাসদেব স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে পৃথিবী প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন; কিন্তু ধর্ম্মপুত্র দত্ত-বস্তু গ্রহণে সম্মত হইলেন না। পরে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে পৃথিবী পুনর্গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মরাজ ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর স্বর্ণ প্রদান করিলেন। অবশিষ্ট স্বর্ণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছাদি ও নিমন্ত্রিত জাতি সমূহ গ্রহণ করিল।

যজ্ঞশেষে অর্থাদিগ্রহণ করিয়া বিপ্রবর্গ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ভগবান বেদব্যাস আপন অংশ কুন্তীদেবীকে প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গের সহিত যজ্ঞান্তঃস্নান শেষ করিয়া

নিমন্ত্রিত রাজগণকে সবিশেষ সমাদর ও বিপুল উপহার প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। অর্জ্জুন-পুত্র বভ্রুবাহনও মাতৃদ্বয় চিত্রাঙ্গদা ও উলূপীর সহিত মণিপুরে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মরাজ, ভ্রাতৃবর্গও পত্নীর সহিত রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। সকল দেশের স্ত্রীপুরুষ, বালক যুবক বৃদ্ধ যুধিষ্ঠিরের বিপুল অশ্বমেধ যজ্ঞের কাহিনী কহিয়া দিনরাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিল।

আশ্রমবাসিক পর্ব্ব।

যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সুনিয়মে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। বিদুর ও যুযুৎসুসহ পাণ্ডবগণ সতত অন্ধরাজের পরিচর্য্যায় রত রহিলেন। কুন্তীদেবী গান্ধারীকে অতিশয় ভক্তির সহিত সেবা করিতে এবং দ্রৌপদী ও সুভদ্রা প্রভৃতি পাণ্ডবপত্নীগণ অন্ধরাজ ও গান্ধারীকে প্রতিনিয়ত খাদ্যপানাদিদ্বারা আপন শ্বশুর শাশুড়ীর ন্যায় পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপ আদরযত্নে ও যুধিষ্ঠিরপ্রদত্ত ধনদ্বারা দানযজ্ঞাদি নিষ্পন্ন করিয়া অন্ধরাজ পরমসুখে পনর বৎসর সময় অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু ভীমসেনের প্রতি অন্ধরাজের ও অন্ধরাজের প্রতি ভীমসেনের ক্রোধ কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। একদা ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শুনাইয়া দুর্য্যোধন

দুঃশাসন প্রভৃতির হত্যার জন্য আত্মপ্রশংসা করিতেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তচ্ছ্রবনে বড়ই ব্যথিত হইলেন এবং বনগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যুধিষ্ঠির প্রথমে জ্যেষ্ঠতাতের সঙ্কল্প-সিদ্ধিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন; অবশেষে তাঁহাদিগের অরণ্যবাসে সম্মতি দিলেন।

অনন্তর যজ্ঞ, দান ও মৃতপুত্রাদির শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন ও প্রজাবৃন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের অনুমতি লইয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় গান্ধারী ও বিধবা বধূগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র অরণ্যে যাত্রা করিলেন। পুরন্ধ্রীবর্গ এই শোকাবহ দৃশ্যে আকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সকলে বানপ্রস্থ বেশ ধারণ করিয়া বনযাত্রা করিলেন। গান্ধারী অন্ধরাজের একবাহু ও কুন্তীদেবী অপর বাহু আপন আপন স্কন্ধোপরি রক্ষা করিয়া বিষণ্ণ-বদনে অশ্রু মোচনকরিতে করিতে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উলূপী, উত্তরা, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি বধূগণ ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। সকলে পুরী ত্যাগ করিয়া রাজপথে—পরে নগরের বাহিরে আগমন করিলে অন্ধরাজ সকলকে বিদায় প্রদান করিয়া যুযুৎসু ও কৃপাচার্য্যকে ধর্ম্মরাজের হস্তে অর্পণ করিলেন। বিদুর ও সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রসহ বনে গমন করিলেন। কুন্তীদেবী যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়াও "সহদেবের প্রতি সবিশেষ স্নেহদৃষ্টি রাখিবে" এই আদেশ ও সকলকে সমাদরে পালনের জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া

বনে গমনকরিলেন। পাণ্ডবগণ ভক্তিভরে তাঁহাদের চরণে প্রণতি করিয়া কৃপ-যুযুৎসু ও নারীগণের সহিত নিরান্দপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অন্ধরাজ হস্তিনা পরিত্যাগ করিয়া প্রথম রাত্রি ভাগীরথী-তীরে যাপন করিয়া পরদিন সকলের সহিত উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহু বনভূমি অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যা সমাগমে পুনর্ব্বার সকলে গঙ্গাতীরেই বাস করিলেন। পরে তথা হইতে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া কেকয়রাজ রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তৎসহ মহর্ষি ব্যাসদেবের বদরিকাশ্রমে গমন-পূর্ব্বক পুনরায় শতযূপাশ্রমে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অজিন বল্কলাদি ধারণ ও ইন্দ্রিয় সংযম-পূর্ব্বক সকলে অবিচলিত-চিত্তে তপঃসাধন করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন। তপঃক্লেশে ও বন্যপান ভোজনে সকলের দেহ অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইল।

পাণ্ডবগণ কিয়ৎকাল হস্তিনায় বাস করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রাদির বিচ্ছেদে বড়ই ক্লেশ বোধ করিতে লাগিলেন, কিছুতেই মনে শান্তি পাইলেন না। অবশেষে তাঁহাদিগকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য সহ কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী প্রভৃতিকে দর্শন করিয়া পাণ্ডবগণের এবং পাণ্ডব দিগকে দর্শন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রাদির মনে অতিশয় সন্তোষ জন্মিল। এই সময়ে তপোনিরত বিদুর একবার অন্ধরাজ-সমীপে আগমন করিয়া তৎক্ষণাৎ গভীর বনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। মহামতি বিদুর

গভীর বনে এক বৃক্ষাশ্রয়-পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করিলেন। যতিধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বিদুরের দেহ ভস্মীভূত করা হইল না।

পাণ্ডবগণ প্রায় একমাস সময় কুরুক্ষেত্রের আশ্রমে বাস করিলেন। অনন্তর একদা মহর্ষি ব্যাস ঐ আশ্রমে উপনীত হইয়া গান্ধারীমুখে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাত হইয়া, সকলের সহিত সমর-ভূমিতে গমন করিলেন এবং যোগবলে মৃতদিগকে আনয়নপূর্ব্বক অন্ধরাজ, গান্ধারী ও কুন্তী প্রভৃতিকে দর্শন করাইলেন। জীবিত ও মৃতগণের মধ্যে পরস্পর সম্ভাষণ হইল। পিতাপুত্র, স্বামিস্ত্রী প্রভৃতি পরস্পরের সাক্ষাৎ পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। পরদিবস বিধবা রমণীগণও গঙ্গাজলে অবগাহন-পূর্ব্বক দিব্যদেহ ধারণ করিয়া পতিলোকে গমন করিলেন।

অন্ধরাজ সহ সকলে আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। মাসাধিক সময় রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে হস্তিনায় ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। যথাকালে স্বজনবর্গের সহিত পাণ্ডবগণ নিরাপদে রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আরও দুই বৎসর গত হইল।

একদা নারদ মুনি হস্তিনায় আগমন করিলেন। তিনি বলিলেন, পাণ্ডবগণের হস্তিনায় প্রতিগমনের পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী প্রভৃতি সহ কুরুক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গঙ্গাদ্বারে গমন করিয়া তপস্যায় নিরত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কেহ একমাসপর,

একদিন, কেহ পাঁচদিন পর একদিন ভোজন, কেহবা মাত্র জলপান করিয়া দিন যাপনকরিতে লাগিলেন। এইরূপে ছয়মাস অতীত হইলে একদা গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয় সহ অন্ধরাজ তপোবন ত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় একদিন গঙ্গাস্নান করিয়া আশ্রমে ফিরিবার পথে—সহসা দাবানল প্রজ্বলিত হয়, ঐ দাবানলে পতিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত দেহ ত্যাগকরিয়াছেন। সঞ্জয় অতি ক্লেশে আত্মরক্ষা করিয়া আশ্রমে আগমন-পূর্ব্বক সকল সংবাদ প্রদানানন্তর হিমালয়ে গমন করিয়াছেন।

নারদমুখে এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবগণ হাহাকার রবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নারদমুনি তাঁহাদিগকে বিবিধ উপদেশে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। সকলে নারদের বাক্যানুসারে শোক ত্যাগকরিয়া—যথারীতি শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কার্য্য শেষ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ক্ষুণ্নমনে মাতা প্রভৃতির কথা স্মরণ করিয়া—কোন প্রকারে রাজকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

মুষল পর্ব্ব।

রাজ্যগ্রহণের পর ছত্রিশ বৎসর অতীত হইলে রাজ্যে নানা দুর্লক্ষণ ও দৈবী উৎপাত আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে ধর্ম্মরাজ অতিশয় শঙ্কিত হইলেন।

এদিকে একদা নারদ, কণ্ব ও বিশ্বামিত্রমুনি শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের আশায় দ্বারকায় গমন করিলে, কৌতুকপ্রিয় যুবকগণ শ্রীকৃষ্ণতনয় শাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া মুনিগণের নিকট উপস্থিত করিল। পরে উহাকে বভ্রুর স্ত্রী পরিচয় দিয়া, এ স্ত্রীর গর্ভে পুত্র কি কন্যা উৎপন্ন হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিল। মুনিগণ বালকগণের ছলনার ব্যাপার অবগত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, "এই গর্ভে যদুবংশ-ধ্বংসকারী লৌহ মুষল উৎপন্ন হইবে।" এই বলিয়া মুনিগণ প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মুনিগণের অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন।

পরদিন প্রাতে শাম্ব এক ভীষণ মুষল প্রসব করিলে, বাসুদেবের আজ্ঞায় উহা চূর্ণীকৃত ও সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। কিয়দ্দিনের মধ্যেই দ্বারকায় নানা দুর্নিমিত্তের আবির্ভাব হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ, ত্রয়োদশী তিথিতে অমাবস্যার সংযোগ দর্শনে যদুবংশ ধ্বংস নিশ্চিত ও অচিরাগত মনে করিয়া যাদবগণকে

প্রভাসতীর্থে গমন করিতে কহিলেন। আপনিও সকলের সহিত গমন করিয়া আমোদ আহ্লাদে বাস করিতে লাগিলেন। যাদবগণ প্রভাসে আসিয়া সুরাপানে ইদৃশ মত্ত হইল যে, গুরু লঘু বিচার না করিয়া সকলের সম্মুখেই মদ্যপান ও মত্ততা প্রকাশ-করিতে লাগিল।

সর্ব্বাগ্রে মদ্য-মত্ত সাত্যকী কৃতবর্ম্মাকে কটূক্তি করিলেন, কৃতবর্ম্মাও উত্তর দানে বিরত রহিলেন না। সাত্যকী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ সমক্ষে খড়্গাঘাতে কৃতবর্ম্মার মস্তক ছেদন করিলেন। যাদবগণ সাত্যকীকে বেষ্টন করিয়া প্রহার করিল। এতদ্দর্শনে প্রদ্যুম্ন অতি রোষাবিষ্ট হইয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সংখ্যায় অধিক থাকা হেতু ভোজ ও অন্ধ্রকগণ সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নকে নিহত করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রকূলে নিক্ষিপ্ত, শাম্ব-প্রসূত মুষল-চূর্ণ-জাত এরকা যেমন হাতে করিলেন অমনি সেই এরকা ভীষণ মুষলে পরিণত হইল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মুষল-প্রহারে যদুবংশীয়দিগকে ধ্বংস করিলেন। অন্ধ্রক, ভোজ ও বৃষ্ণি বংশীয়গণ সকলেই এরকাঘাতে পরস্পর প্রাণ ত্যাগ করিল।

যদুকুল নিহত হইলে শ্রীকৃষ্ণ, সারথি দারুক ও বভ্রুর সহিত বলদেবের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। তিনজনে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন গভীর নির্জ্জন প্রদেশের এক বৃক্ষনিম্নে বলরাম একাগ্রমনে কি চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। বলদেবের এই অবস্থা দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ দারুককে যদুবংশ

ধ্বংসের বিবরণ বলিবার জন্য হস্তিনায় অর্জ্জুন-সমীপে প্রেরণ করিলেন। বভ্রু জনৈক ব্যাধ-নিক্ষিপ্ত এরকাঘাতে তথায়ই নিহত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "স্ত্রীলোকদিগের রক্ষার ভার দিয়া, যে পর্য্যন্ত না আমি ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ আপনি আমার অপেক্ষায় এখানে রহিবেন।" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিয়া বসুদেব-সমীপে সকল বৃত্তান্ত বর্ণন ও অর্জ্জুনের আগমন পর্য্যন্ত নারীদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার কথা কলিলেন। এবং অর্জ্জুন আসিয়া যাহা বলেন, অবিচারিত-চিত্তে তাহাই করিবার প্রার্থনা জানাইয়া বলদেবের উদ্দেশে বনে যাত্রাকরিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্রুতগতি বনে প্রবেশ করিয়া বলদেবের সমীপে উপনীত হইলেন। তখন দেখিলেন, সহস্রশিরা, রক্তমুখ, বিচিত্র আকার, শ্বেতবর্ণ, অনন্তরূপী সুবৃহৎসর্প ধ্যানমগ্ন বলদেবের বদন হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিল। বলরামের দেহ নিশ্চল হইল; শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন তিনি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এতদ্দর্শনে চিন্তাকুল মনে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে একস্থানে মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া যোগাবলম্বনে নিশ্চল-ভাব ধারণ করিলেন। এমত সময়ে জরা নামক এক ব্যাধ তথায় আগমন-পূর্ব্বক দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের পদযুগলকে মৃগ মনে করিয়া তীক্ষ্ণতর শরে বিদ্ধ করিল। শরবিদ্ধ মৃগ ধরিবার আশায় ব্যাধ ধাবিত হইয়া নিকটে আসিল, আসিয়া দেখিল এ মৃগ নহে—শিরে মনোহর চূড়া, গলায় অপূর্ব্ব

বনমালা, পিতাম্বরধারী, নবীন-নীরদবর্ণ এক দিব্য পুরুষ! তখন ব্যাধ আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদে পতিত হইল ও পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাহিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধকে অভয় প্রদান-পুরঃসর অবিলম্বে দেবতা-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-ঋষি প্রভৃতি কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে দারুক হস্তিনায় গমন-পূর্ব্বক অর্জ্জুন-সমীপে যদুবংশধ্বংসের বিবরণ জ্ঞাপন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ দ্বারকায় গমন করিলেন এবং পতিপুত্রহীনা রমণীদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। বসুদেব অর্জ্জুন-দর্শনে অতিশয় শোক-বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। অনন্তর তিনি অবিলম্বে যাদব সভায় গমন করিয়া সকলকে কহিলেন যে, "সপ্তাহান্তে দ্বারকা সমুদ্র-গ্রাসে বিলুপ্ত হইবে, অতএব সকলে ধন-জন-রত্নাদিসহ অবিলম্বে দ্বারকা পরিত্যাগে প্রস্তুত হউন।" শুনিয়া সকলেই আপন আপন ধনরত্নাদির সংগ্রহে ব্যস্ত হইলেন।

পরদিন মহাত্মা বসুদেব যোগাবলম্বন-পূর্ব্বক দেহ ত্যাগকরি-লেন, দ্বারাবতী শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। দেবকী, রোহিণী, ভদ্রা ও মদিরা বসুদেবের সহিত চিতাগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। পার্থ, প্রভাসে গমন করিয়া যাদবগণের মৃতদেহাবলি দর্শন করিয়া শোকাকুল হইলেন, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের দেহ আহরণ করিয়া তাহার দাহকার্য্য সম্পাদন করিলেন।

সপ্তাহান্তে অর্জ্জুন দ্বারকাবাসিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র পত্নী লইয়া নগর ত্যাগকরিলেন। অধিবাসিগণ যখন দ্বারকার যত অংশ ত্যাগ করিতে লাগিল, সমুদ্র জলও প্লাবিত হইয়া নগরের তত অংশ অধিকার করিতে লাগিল। সকলে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া দ্রুতগতি দ্বারকা ত্যাগ করিল। পথিমধ্যে দস্যুগণ ধনলোভে যাদব রমণীদিগকে আক্রমণ ও অপহরণ করিতে লাগিল—মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীব উত্তোলন-পূর্ব্বক আর দস্যুদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না; দস্যু হস্তে পরাজিত হইলেন। দস্যুরা বহু যাদবনারী অপহরণ করিল। অর্জ্জুন অবশিষ্ট রমণীদিগকে লইয়া কুরু-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এবং কৃতবর্ম্মা-পুত্র ও ভোজরমণী-দিগকে মার্ত্তিকাবৎ নগরে, সাত্যকী সুতকে সরস্বতী নগরে, এবং বাসুদেবের পৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট মহিলা ও বৃদ্ধদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থেই স্থাপিত করিলেন। অক্রূর পত্নীগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন; কৃষ্ণ-বনিতা রুক্মিণী গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও জাম্ববতী অগ্নি-প্রবেশে আত্মত্যাগ করিলেন। সত্যভামা প্রভৃতি সহধর্ম্মিণীগণ তপস্যার জন্য অরণ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক হিমালয়ের, উত্তরস্থ "কলাপ" গ্রামে উপনীত হইলেন।

সকল কার্য্য শেষ হইলে পার্থ ব্যাসাশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে সকল নিবেদন করিলেন, শুনিয়া ব্যাসদেব বলিলেন, "তোমাদেরও স্বর্গ গমনের কাল উপস্থিত হইয়াছে। তোমরাও

স্বর্গ গমনার্থ প্রস্তুত হও।” অর্জ্জুন ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণে মৃতবৎ, ধীরে ধীরে হস্তিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাকালে জ্যেষ্ঠ-সমীপে উপনীত হইয়া সব্যসাচী দ্বারকার সর্ব্বনাশের সংবাদ নিবেদন করিলেন।

মহাপ্রস্থান পর্ব্ব।

মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনমুখে যদুবংশ ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠ যাত্রার সংবাদ শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে মহাপ্রস্থানে উদ্যোগী হইলেন; ভ্রাতৃগণও জ্যেষ্ঠের মতানুসরণ করিল। ধর্ম্মরাজ অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত ও যুযুৎসুকে রাজ্য পালনের ভার অর্পণ করিলেন। পরে সুভদ্রার প্রতি পৌত্র পরীক্ষিৎ ও শ্রীকৃষ্ণ পোত্র বজ্রের পালন ভার অর্পণ করিলেন, উভয়কে সমান দৃষ্টিতে পালন করিতে কহিলেন। অনন্তর প্রজাগণের সম্মতি গ্রহণ-পূর্ব্বক জটাবল্কল ধারণ-পূর্ব্বক দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব নগর হইতে বাহির হইলেন। বহুদূর অনুগমন করিয়া নগরবাসিগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিল; কেবল একটী কুক্কুর পাণ্ডবগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন।

এদিকে কৃপাচার্য্য প্রভৃতি রাজ্য-শাসনে যুযুৎসুর সহায়তা করিতে লাগিলেন। উলূপী গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিলেন, চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে চলিয়া গেলেন।

পাণ্ডবগণ পুরী হইতে প্রস্থিত হইয়া পূর্ব্বমুখে বহু নদনদী অরণ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া লোহিত সমুদ্রের তটে উপনীত হইলেন। তথায় ব্রাহ্মণরূপী অগ্নির প্রার্থনায় পার্থ, গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণ সমুদ্রে বিসর্জ্জন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা দক্ষিণদিকে গমন করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তরতীর দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন এবং বহুদূর গমনের পর পুনরায় পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইয়া সিন্ধু-সলিল প্লাবিত দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারকা হইতে উত্তরে যাত্রা করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে তাঁহারা বালুকাময় সমুদ্র ও সুমেরু পর্ব্বত দর্শন করিলেন।

পাণ্ডবগণ হিমালয় ত্যাগকরিয়া চলিলে সহসা দ্রৌপদী ভূপতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগকরিলেন। পরে একে একে সহদেব নকুল, অর্জ্জুন এবং মহাবীর ভীমসেনও ভূপতিত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অর্জ্জুনের প্রতি অধিক ভালবাসা হেতু দ্রৌপদী, নিজের বিচক্ষণতার গর্ব্ব হেতু সহদেব, রূপগর্ব্বহেতু নকুল, বীরত্বগর্ব্বহেতু অর্জ্জুন এবং বলগর্ব্ব ও অপরকে প্রদান না করিয়া সমস্ত খাদ্য ভোজনের অপরাধে বৃকোদর স্বর্গের পথে দেহ ত্যাগকরিলেন। যুধিষ্ঠির কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আপন মনে চলিতে লাগিলেন। একমাত্র কুক্কুর যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করিয়া চলিল।

এমত সময়ে স্বয়ং দেবরাজ, যুধিষ্ঠিরের জন্য রথসহ অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পাণ্ডব চতুষ্টয় ও

দ্রৌপদীর স্বর্গগমনের বিষয় কহিলেন। তাহা শুনিয়া ধর্ম্মরাজও স্বর্গে যাইতে উৎসুক হইলেন; কিন্তু বহুদিনের অনুসরণকারী কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিতে তিনি কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না। দেবরাজ ইন্দ্রের সকল যুক্তি তর্ক ভাসিয়া গেল, যুধিষ্ঠির কিছুতেই ভক্ত কুকুর ভিন্ন স্বর্গে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন না।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এতাদৃশ দৃঢ়তা দর্শন করিয়া ধর্ম্মরূপী কুক্কুর আত্মপ্রকাশ করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা করিয়া সশরীরে স্বর্গে গমনকরিতে আদেশ করিলেন। তখন সমবেত দেবগণ পরম সমাদরে ধর্ম্মপুত্রকে লইয়া স্বর্গরাজ্যে উপনীত হইলেন।

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।

পুণ্যাত্মা যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া দেখিলেন, দুর্য্যোধন দেবগণের মধ্যে শোভা পাইতেছেন। দেবগণমধ্যে দুর্য্যোধনকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের অন্তরে ক্রোধের উদ্রেক হইল, তিনি দেবগণকে বলিলেন, "যাঁহার জন্য ভ্রাতা, পুত্র, আত্মীয়, গুরু প্রভৃতি সহ পৃথিবী উৎসন্ন করিয়াছি, তাঁহার সহিত স্বর্গেও একত্র বাসকরিতে চাহি না।" একথা শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে মানবোচিত রোষাদি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। ধর্ম্মরাজ ভ্রাতা, পত্নী, পুত্র প্রভৃতিকে দর্শন করিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন দেবরাজের আদেশে একজন দেবদূত তাঁহাকে আত্মীয়গণের নিকটে লইয়া চলিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা এক ভীষণ দুর্গম পথে উপনীত হইলেন। সে পথ যেমন গভীর অন্ধকারে পূর্ণ, তেমনই দুর্গন্ধ কর্দ্দম-অস্থি-শবাদি পূর্ণ। পাপিগণের করুণ ক্রন্দনে, ও ভয়ঙ্কর উত্তাপে এইস্থান সর্বদা পরিপূর্ণ। যুধিষ্ঠির, দেবদূতের নিকট, "ভ্রাতৃগণের আবাসস্থান কোথায়" তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, দূত কহিলেন, "দেবতারা আদেশ করিয়াছেন যে, আপনি যতটা পথ আসিলে শ্রান্ত হইয়া ফিরিতে চাহিবেন, তথা হইতেই আমি আপনাকে ফিরাইয়া লইব।" দেবদূতের বাক্য শ্রবণমাত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ভীষণ স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন।

যুধিষ্ঠির প্রত্যাবর্ত্তনোদ্যত হইবামাত্র চারিদিক হইতে করুণ ক্রন্দন উপস্থিত হইল। সকলে সমস্বরে কহিল, "মহারাজ! ক্ষণকাল এখানে থাকুন, আপনার দেহের পুণ্যময় বাতাসে আমরা আনন্দিত হইয়াছি, আমাদের ক্লেশ দূর হইয়াছে।" যুধিষ্ঠির ইহা শুনিবামাত্র তথায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে এই কথা বলিতেছ?" চারিদিক হইতে শব্দ আসিল, "আমি কর্ণ, আমি

ভীম, আমি অর্জ্জুন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি দ্রৌপদী, আমারা দ্রৌপদীর পুত্র"। শুনিয়া যুধিষ্ঠির অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং দেবদূতকে বিদায় প্রদান করিয়া ভ্রাতা ও পুত্রাদি সহিত তথায়ই বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন।

দেবদূত যুধিষ্ঠিরের অভিলাষ দেবরাজ-সমীপে জ্ঞাপন করি দেবগণ সহ ইন্দ্র তথায় উপনীত হইলেন। দৈব প্রভা কাল্পনিক নরক দূর হইল, বিদ্য আলোক ও সুগন্ধে দিক্ হইল। ইহাতে যুধিষ্ঠির অতিশয় বিস্মিত হইলে দেবর কহিলেন যে, "ছলপূর্ব্বক অশ্বত্থামা হত" এই মিথ্যা বলি গুরুকে প্রতারিত করিবার জন্যই তাঁহার ভাগ্যে নরকদর্শন হই অতঃপর দেবরাজের আদেশে যুধিষ্ঠির মন্দাকিনীতে স্নান-পূ মনুষ্যদেহ ত্যাগপূর্ব্বক দিব্যদেহ ধারণকরিয়া উজ্জ্বল দেহ [illegible]ত ভ্রাতা, পুত্র ও পত্নী প্রভৃতির সহ মিলিত হইলেন।

সম্পূর্ণ

১২৮